পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 283 Wednesday, 11 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৮৩ সংখ্যা ❋ ২৫ ভাদ্র ১৪৩১, বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পুলিশের অনুমতি ছাড়া কলকাতায় আর মিছিল-মিটিং করা যাবে না, কড়া হচ্ছে লালবাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আরজি করের ঘটনায় বার বার রাত দখল নিয়ে সোমবার তাঁর পর্যবেক্ষণ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এভাবে রাত পাহাড়া দেওয়া পুলিশের কাজ নয়। পুজোর সময়ে রাতে এমন পুলিশি ব্যবস্থা থাকে, কোনও অশান্তির ঘটনা হলে থাকে, কিন্তু সেটা নৈমিত্তিক হতে পারে না। তা ছাড়া রাতে এত সোরগোল হলে অনেক প্রবীণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে বলেও মত মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের দাবি, নবান্নের এই বার্তার পরই কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আগাম অনুমতি ছাড়া শহরে কোনও মিছিল-মিটিং করা যাবে না। প্রশাসনের শীর্ষ সূত্রে এও বলা হচ্ছে, বহু মিছিল ও মিটিং নাগরিক মঞ্চের নামে রাজনৈতিক দলগুলি সংঘটিত করছে। কলকাতায় এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সক্রিয় সিপিএম। পাড়ায় পাড়ায় তারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে মিছিলের আয়োজন করছে বা স্কুলের প্রাক্তনীদের গ্রুপ বানিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করছে। সুতরাং বিষয়টি আর ১৪ আগস্টের মতো পুরোদস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নেই। এ সবের নেপথ্যে এখন অনেকটাই রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে বলে মনে করছে শাসক দল ও সরকার। সোমবার এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি বলেছিলেন, সর্বোচ্চ আদালত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা না দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু রোজ রোজ পথ আটকে মিছিল, মিটিং করে সাধারণের অসুবিধা তৈরি করা হচ্ছে। জবাবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছিলেন, সরকার এ বিষয়ে আইনমতো পদক্ষেপ করতে পারে। তাতে কোনও বাধা নেই। এর পরই আগের তুলনায় কিছু কড়া হতে চাইছে লালবাজার। সরকারের এক মন্ত্রীর কথায়, এমন নয় যে সরকার গায়ের জোরে প্রতিবাদ আন্দোলন বন্ধ করতে চাইছে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তা অবরোধ, অচলাবস্থা তৈরি করে মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা-এসব আটকানোর চেষ্টা হবে এবার। আরজি করের ঘটনার পর পাঁচ দফা দাবি নিয়ে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে নামে জুনিয়র ডাক্তাররা। এর পর আবার বুধবার আরএসএসের মিছিল রয়েছে কলকাতায়। এ ব্যাপারে আরএসএস অবশ্য আদালতের থেকে অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু এবার সম্ভবত অনুমতি ছাড়া মিছিল মিটিংয়ে আপত্তি আসতে পারে পুলিশের থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিলেন না জুনিয়র ডাক্তাররা, নবান্ন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটানা আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সুপ্রিম ডেডলাইন পার হয়ে গেলেও কর্মবিরতিতে অনড় ছিলেন তাঁরা। পাঁচ দফা দাবিতে স্বাস্থ্যভবনের সামনে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ। এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমেল করে ১০ জন প্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল নবান্নে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষাই করে গেলেন। আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে কেউ এলেন না তাংর সঙ্গে দেখা করতে। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নবান্ন ছেড়ে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী।

জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার সময় বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। পালটা রাজ্যকেই ডেডলাইন বেঁধে দেন আন্দোলনতর জুনিয়র চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁদের পাঁচ দাবি মানতে হবে। তবেই তাঁরা কাজে ফেরার প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। রাজ্যের দাবি না মানায় কাজে ফেরেননি জুনিয়র চিকিৎসকরা। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যত বেহাল। এমন পরিস্থিতিতে এদিন সন্ধে ৬টা ১০ মিনিটে তাঁদের ইমেল করা হয়। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির ইমেল আইডি

থেকে ইমেল করে ১০ জন প্রতিনিধিকে নবান্নে ডাকা হয়। কিন্তু তাঁরা সেই ডাকে সাড়া দেননি। এ প্রসঙ্গে নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, কর্মবিরতি পালন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছিল, আজ ৫টার মধ্যে কাজে ফেরার কথা। ৫টা অবধি মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন তারা কী স্ট্যান্ড নেন। কিন্তু ডাক্তাররা সরে আসেননি। নবান্নে ডাকা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ৫টার পর আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কাছে খবর গিয়েছিল যদি তাঁরা চাইলে কথা বলতে পারেন। ৬টা ১০ মিনিয়ে-এ ইমেল গিয়েছিল। দশজন প্রতিনিধি আসতে পারেন। সন্ধে সাড়ে সাতটা অবধি নবান্নে নিজের কেবিনে মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এখনও অবধি কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মেলের উত্তর আসেনি। সাড়ে সাতটার পর মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যান। পরিশেষে রাজ্যের মন্ত্রীর আবেদন, সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন তাই বৈঠকে বসার অনুরোধ করছি।

নবান্ন থেকে ইমেল আসেনি, ভাষাও অপমানজনক', ডাক ফিরিয়ে দাবি জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বৈঠকের ডাক এসেছিল নবান্ন থেকে। অপেক্ষা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই ডাক ফেরালেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। সাফ জানালেন, বৈঠকে আপত্তি নেই। কিন্তু ইমেলের ভাষা ' নবান্ন থেকে কোনও ইমেল আসেনি বলেও দাবি করলেন স্বাস্থ্যভবনের সামনে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। পাঁচদফা দাবির পাশাপাশি স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তার পদত্যাগ দাবি করেছেন। এর মাঝেই ইমেল করে জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ প্রতিনিধিকে নবান্নে ডাকা হয়। কিন্তু তাতে সাড়া দেননি আন্দোলনকারীরা। এ প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, স্বাস্থ্যসচিবের পদত্যাগ দাবি করেছি আমরা। আশ্চর্যজনকভাবে সেই স্বাস্থ্যসচিবের ইমেল আইডি থেকেই আমাদের ইমেল করা হল। সেই ইমেলের ভাষাও সদার্থক নয়। বলা হয়েছিল, আমরা চাইলে ' স্মল ডেলিগেশন টিম' যেতে পারি। ১০ জনের বেশি নয়। এই ইমেলের বার্তাকে আমরা সদার্থক হিসেবে দেখছি না।

আন্দোলনকারীরা সাফ জানিয়েছেন, আমরা আলোচনার পথ সবসময় খোলা রাখছি। কিন্তু যেভাবে, যে ভাষায় একটি মেল এল এবং স্বাস্থ্যসচিবের ইমেল থেকে মেল আসা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক। এই মেলের সাড়া দেওয়ার জায়গায় আমরা নেই। একইসঙ্গে তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকের জন্য যে ইমেল আন্দোলনের স্পিরিটকে নষ্ট করছে। বার বার বলছি, আলোচনার পথ খোলা, এই মেইল অপমানজনক, এর সাড়া দিচ্ছি না। অবস্থানে আছি। প্রপার মেইল আসুক, তার পর ভাবব। একই সঙ্গে আঃ

এসেছে তা নবান্ন থেকে আসেনি। স্বাস্থ্যসচিবের ইমেল থেকে মেল এসেছে। পরিশেষে জানানো হয়েছে, বৈঠকে বসার সদিচ্ছা থাকলে আরও নমনীয়ভাবে আমাদের ডেকে পাঠাতে পারতেন। আলোচনার পথ সবসময় খোলা, কিন্তু আন্দোলনের ৩২ দিন পর, এইভাবে অপমানজনকভাবে ডাকা, দালনকারীরা বলেছেন, ইমেলে লেখা হয়েছে, রেসপেক্টেড স্যার। মনে রাখবেন, এই আন্দোলনে শুধু স্যারের নেই, ম্যাডামেরাও রয়েছেন।''আন্দোলনকারীদের এহেন বার্তার পালটা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, ইমেল যেখান থেকেই করা হোক না কেন, আসতে বলা হয়েছিল নবান্নে।

এক্সেল শিটে ভর্তি টাকার হিসেব, আত্মীয়র বাড়ি থেকে উদ্ধার সন্দীপ ঘোষের ল্যাপটপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ নিজের বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। রেখেছিলেন আত্মীয়র বাড়িতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পরের পর এক্সেল শিটে তাঁর আয়-ব্যয়ের হিসেবে ঠাসা ল্যাপটপটি উদ্ধার করলেন ইডির গোয়েন্দারা। এটাই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মহা অস্ত্র বলে মনে করছেন তাঁরা। আগেও উঠেছিল দুর্নীতির অভিযোগ। কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ায় তা ঢোপে টেকেনি। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চারতলার সেমিনার রুম থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারে পর রাজ্যজুড়ে যে ঝড় উঠেছে, তাতেই ফের আগল ওঠে। সামনে আসে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ এজেন্সি এই মামলার তদন্তভাব নেওয়ার পরেই সন্দীপ ঘোষকে কয়েক দফায় দফতরে ডেকে ডিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালানো হয় তাঁর বাড়িতে। তারপরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। পরবর্তীতে নথির খোঁজে সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, এমনকী শ্যালিকার বাড়িতেও দফায় দফায় তল্লাশি হয়। তল্লাশি চালানো হয় ক্যানিংয়ে তাঁর বাগানবাড়িতেও। অবশেষে উদ্ধার হয়েছে সন্দীপ ঘোষের একটি ল্যাপটপ। ইডি সূত্রে খবর, এই ল্যাপটপেই রয়েছে দুর্নীতির নানা তথ্য। টেন্ডার সংক্রান্ত নথি রয়েছে ল্যাপটপে। এক্সেল ফাইলে রয়েছে প্রচুর টাকার হিসেব। ইডি গোয়েন্দারা মনে করছেন মামলা সাজানোর জন্য তাঁদের হাতে মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে সন্দীপ ঘোষের এই ল্যাপটপটি। সব বুঝেশুনেই এই ল্যাপটপ বাড়িতে না রেখে তিনি আত্মীয়র বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন বলেও মনে করছেন গোয়েন্দারা। ল্যাপটপটি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। সন্দীপ ঘোষ আরজি করের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে সে সব অভিযোগ সামনে এলেও তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর অভিযোগ আরও জোরাল হয়, নতুন করে মামলাও হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সন্দীপের বিরুদ্ধে হওয়া দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই সন্দীপকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতেই রয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

শশী থারুরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ শশী থারুরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মানহানির মামলায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ' সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর আগে থারুর দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। সেই সঙ্গেই মঙ্গলবার ট্রায়াল কোর্টে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম রায়ের পর তার আর প্রয়োজন রইল না। ২০১৮ সালে শশী থারুর মোদিকে ' বসে থাকা বিছে' বলে মন্তব্য করেন। যদিও তাঁর আইনজীবী মহম্মদ আলি খান বিচারপতি হৃষিকেশ রায় ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের কাছে দাবি করেন, এই মন্তব্য ২০১২ সালে করেছিলেন জনৈক আরএসএস নেতা। ক্যারাভান পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই মন্তব্যটিই শশী থারুর উদ্ধৃত করেছেন বলে দাবি তাঁর আইনজীবীর। এমনকী, পত্রিকার সামনে ওই মন্তব্য করার পর একটি টিভি চ্যানেলেও একই মন্তব্য করেছিলেন ওই নেতা, এমনও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, যখন ২০১২ সালে একথা

বলা হল তখন তা অবমাননামূলক হল না। তাহলে ২০১৮ সালে শশী উদ্ধৃত করার পর তা অবমাননামূলক হয়ে গেল কী করে। তিনি এও উল্লেখ করেন, মানহানির মামলায় কিন্তু ওই ম্যাগাজিন কিংবা নেতার নামোল্লেখও করেননি মামলাকারী বিজেপি নেতা রাজীব ববর। এর পরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষিকেশ রায় বলেন, এটা একটা রূপক। এখানে রূপক সেই ব্যক্তির অপরাজেয়তাকেই প্রকাশ করছে। তাঁর পালটা প্রশ্ন, আমি বুঝতে পারছি না কেন কোনও কোনও ব্যক্তি এতে আপত্তি করছেন। তাদের কি মতলব তা বোঝার কোনও উপায় নেই তবে নিছকই রাজনৈতি করার লক্ষ্য নিয়ে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে। যা তিনি মেনে নিতে কখনই রাজী নয়।

১৫ মাস পর তিহাড় থেকে মুক্ত অনুব্রত-কন্যা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৩ সালের ২৬ এপ্রিল গরু পাচার মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন অনুব্রত-কন্যা সুকন্যা মন্ডল। দিল্লিতে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এতদিন তিহা। জেলেই বন্দি ছিলেন তিনি। এর আগে অনেকবারই জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন অনুব্রত-কন্যা। কিন্তু লাভ হয়নি। তবে এবার দিল্লি হাই কোর্টে জামিন পেলেন সুকন্যা মন্ডল। মঙ্গলবার, ১০ সেপ্টেম্বর প্রায় ১৫ মাস পরে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। প্রসঙ্গত, একই মামলায় সুকন্যার গ্রেফতারির প্রায় সাড়ে আট মাস আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁর বাবা ও একসময়ের বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডল। ৩০ জুলাই গরু পাচার মামলায় জামিন পেয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেসময় সিবিআইয়ের মামলায় শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেও ইডির মামলায় জামিন মেলেনি তাঁর। ফলে জেলবন্দি জীবন এখনও ঘোচেনি অনুব্রত মণ্ডলের। তবে এবার তাঁর কন্যা জামিন পেলেও তিনি এখনও তিহা। জেলেই বন্দি রয়েছেন।

জেল হেফাজতে সন্দীপ ঘোষ, নিজেদের কাস্টডিতে চাইলই না সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ সন্দীপ ঘোষকে নিজেদের হেফাজতে চাইল না সিবিআই। করা হল জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন। সূত্রের খবর, এদিন শুনানির সময় সিবিআইয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে ১৪ + ৬০ দিনের হিসাবে হেফাজতে নেওয়া যেতে পারে।'' এদিন শুনানি চলাকালীন বেশ কিছু বিস্ফোরক দাবি করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। সাফ দাবি, জেরায়

আইনজীবী নিজের সওয়ালে স্পষ্টতই বলেন, ''আমরা বাকি ৭ দিনের সিবিআই হেফাজতের জন্য পরবর্তীতে আবেদন করব।'' তাঁর যুক্তি, ইতিমধ্যেই ডিজিটাল এভিডেন্স ক্লোনিং করার আবেদন করা হয়েছে। সেটা সময়সাপেক্ষ। তাই সেই রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত জেলে রাখা হোক। তাঁর দাবি, সেই রিপোর্ট এলেই আবার হেফাজতে চাওয়া হবে। ন্যায় সুরক্ষা সংহিতা মেনেই এভাবে আবেদন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে বাকি ৭ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেই রিপোর্ট এলেই আবার হেফাজতের জন্য আবেদন করা হবে। কিন্তু এভাবে কী ভেঙে ভেঙে অর্থাৎ দিন বদলে বদলে হেফাজতে নেওয়া সম্ভব? ভারতীয় ন্যায় সুরক্ষা সংহিতার ১৮৭ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী তদন্তকারী সংস্থাকে এই কন্ট্রাক্ট-এর গরমিলের বিষয় পরিস্কার করছেন না সন্দীপ। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, তদন্তে প্রচুর নথি মিলেছে। আমরা আরও কিছু লোকের যোগ পাচ্ছি যারা সন্দীপের সঙ্গে যুক্ত। মোবাইল, ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই আরও কিছু সময় প্রয়োজন। যেটা লিঙ্ক করবে অভিযুক্তদের সঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে সাময়িক জেল হেফাজতে রাখার আবেদন করা হচ্ছে বলে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে। এরপর আরও নথি এলে ও ডিজিটাল এভিডেন্স-এর রিপোর্ট এলে আবার আদালতে আবেদন করে সিবিআই হেফাজতের আবেদন করা হবে। যদিও জেল হেফাজতের নির্দেশ এলেও তার মেয়াদ যাতে কমানো হয় এদিন সেই আর্জি বারবার করতে দেখা যায় সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। শেষ পর্যন্ত ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সন্দীপ-সহ ৪ জনকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হবে ৪ জনকে। উল্লেখ্য শুনানি শেষ হতেই একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। এজলাস থেকে বেরোতে গিয়ে মহিলা আইনজীবীদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে দেখা যায় সন্দীপ ঘোষকে। শুনানি শেষেই আদালত কক্ষের ভিতরেই সন্দীপের বিরুদ্ধে লাগাতার স্লোগান দিতে দেখা যায় আইনজীবীদের। 'তিলোত্তমার রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'কালপ্রিট সন্দীপ ঘোষ নিপাত যাক' লাগাতার এই সব স্লোগান উঠতে থাকে সন্দীপের সামনে। সূত্রের খবর, অবস্থা দেখে কার্যত মুখ ঘুরিয়ে নেন সন্দীপ। ততক্ষণে 'সন্দীপ তুমি ধর্ষক। ইউ আরএ রেপিস্ট।' স্লোগান উঠতে শুরু করেছে। চোর চোর ডাকও শোনা যায়। আদালত কক্ষে মহিলা আইনজীবীদের একাংশের স্পষ্ট দাবি, সন্দীপকে কোনও স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে না। সন্দীপকে আদালতকক্ষ থেকে বের করা যাবে না, দাবি করতে থাকেন অনেক আইনজীবী। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় বিচারককেও। তিনি নিজে এসে আন্দোলনকারী আইনজীবীদের বোঝাতে শুরু করেন। প্রয়োজনে এজলাস ছেড়ে বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর অনুরোধ করেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই তপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রায় একঘণ্ট ধরে বন্ধ এজলাসের দুই দরজাই বন্ধ হয়ে যায়।

'বাঙালি উৎসবে ফিরবে কিনা তা কি সংখ্যালঘু মুখ্যমন্ত্রী বলবেন'

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর মেডিক্যালে নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন ছেড়ে রাজ্যবাসীকে উৎসবে ফিরতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সেই মন্তব্যের আরও একবার তুমুল সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''বাঙালি কী করবে সেটা ঠিক করার মালিক মমতা ব্যানার্জি নয়।'' শুভেন্দু বলেন, ''এবারের লোকসভা ভোটেও ৫৪ শতাংশ মানুষ ওনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। উনি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও ওনার পার্টি ৪৫.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি ওনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। বাঙালি কী করবে সেটা ঠিক করার মালিক মমতা ব্যানার্জি নয়।'' মমতার প্রতি শুভেন্দুর কটাক্ষ, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করবেন এটা নতুন কিছু নয়। উনি মুসলিম ভোট আর পুলিশকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ হল গুন্ডাদের আশ্রয় দেওয়া।'' শুভেন্দু জানান, ''বাংলায় উৎসব হবে কি না তে ১৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পর ঠিক করবেন বাংলার মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সেটা ঠিক হবে না। ওনার তো প্রথম থেকেই লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই।''

মণিপুরে সংঘর্ষ রুখতে কারফিউ একাধিক জেলায়, বন্ধ ইন্টারনেট

১০ সেপ্টেম্বর ঃ মণিপুর ফের রক্তাক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ফের হিংসার আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে পাঁচদিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল সেখানে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে পরিষেবা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এছাড়াও তিন জেলা পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল ও থৌবালে জারি কারফিউ। প্রসঙ্গত, অভিযোগ, কুকি সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন জঙ্গিরা রাজ্যজুড়ে ড্রোন, রকেট হামলা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জিরিবাম-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় ড্রোন ও রকেট হামলার খবর মিলেছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিস্থিতি এককথায় নৃশংস বলা যায়। ইম্ফলের পশ্চিমে গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। বাতাসে বারুদের উকট গন্ধ। রবিবার রাতে ইম্ফল পশ্চিম জেলার তিদ্দিম সড়কের

কেইসামপাটে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সমাবেশটিতে প্রায .এক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। পুলিশের গুলির শব্দে নিমেষে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। সব মিলিয়ে এক বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও অশান্তিতে রাশ টানতে ব্যর্থ প্রশাসন। ফলে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে কোণঠাসা মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে শান্তি ফেরাতে গঠিত ' কমান্ডে'র নিয়ন্ত্রণ হাতে পেতে সুর চাালেন তিনি। আর তাই হয়তো নিরাপত্তা বাহিনীর আর উপরে ভরসা করছে না গ্রামবাসীরা। তারাও হামলা রুখতে প্রস্তুত। আধুনিক দূরবিন নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামের মানুষজন। হাতে হাই-টেক ওয়াকি টকি, পরনে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, বন্দুক। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, কুকি জঙ্গিরা রকেট এবং মর্টার নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। বিষ্ণুপুর জেলার দু'জায়গায় বসতি এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশি চালানোর সময় ২১টি অত্যাধুনিক অস্ত্র, ২১টি বিস্ফোরক, প্রচুর গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, চূড়াচাঁদপুরে জঙ্গিদের তিনটি বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাহিনী। সোমবারের মতো মঙ্গলবারও রাজ্যজুড়ে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে মণিপুর বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

বিপ্লবী বাঘাযতীনের ১১০ তম তিরোধান বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মেয়রের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ১১০ তম প্রয়াণ বার্ষিকী। মঙ্গলবার এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও চট্টগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কলকাতা ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে বাঘাযতীনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন নামেই অধিক পরিচিত। কলকাতার মহানাগরিক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকেও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন পীযূষ কান্তি সেন, সঞ্জয় চৌধুরী প্রদীপ কুমার দত্ত, তরুণ বিশ্বাস প্রমুখ।প্রসঙ্গতঃ বাঘাযতীন রেল স্টেশনেও সকালে আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বাঘাযতীন স্কুলেও প্রাক্তনীরা সমবেত হয়ে আজকের এই দিনটিতে স্মরণ করে।

সাইবার সুরক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভবঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার দিল্লিতে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার ১৪-সির প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।এদিন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন যে সাইবার নিরাপত্তা ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি এও বলেন যে প্রযুক্তি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ। অমিত শাহ আরও বলেন যে অর্থনীতিকে মজবুত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে প্রযুক্তির অনেক বিপদও রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে সাইবার নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সাইবার সুরক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের জাতিকে নিরাপদ করতে সক্ষম হব না। ১৪-সি এর মত প্ল্যাটফর্ম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বুধবার বাতিল কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসঃ সম্পূর্ণ ফেরত পাওয়া যাবে টিকিটের মূল্য

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্তার ভিত্তিতে জানা গেছে, বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতাঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১৩১০৮) এবং ঢাকাকলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ১৩১১০) বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বাতিল হওয়া ট্রেনের পূর্ণ টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।মৈত্রী এক্সপ্রেস দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহজ যাতায়াতের অন্যতম প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। তবে অনিবার্য কারণে এই ট্রেন দু'টি নির্ধারিত তারিখে চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের যাত্রার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেনের টিকিটের মূল্য ফেরতের জন্য যাত্রীদের রেলওয়ে বুকিং কাউন্টার বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সমস্ত রিফান্ড প্রক্রিয়া বর্তমান বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে যাত্রীদের যাত্রা বাতিলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

কেদারনাথের পথে ভূমিধস

রুদ্রপ্রয়াগ,১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডে ফের ভূমিধস। গত সোমবার সন্ধ্যায় শোনপ্রয়াগ এলাকার কেদারনাথ ধাম সড়কে ভূমিধস হয়। এই ভূমিধসের জেরে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে স্থানীয়সূত্রে খবর। মঙ্গলবার শুরু হয়েছে ভূমিধসে ভেঙে যাওয়া রাস্তা পরিস্কারের কাজ।

বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি চায়ঃঅনুরাগ ঠাকুর

জম্মু, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি চায়। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। একইসঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। সোমবার জম্মু পশ্চিম কেন্দ্রের

বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ গুপ্ত মনোনয়ন জমা দেন। তাঁর সমর্থনে সমাবেশে যোগ দেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর।এদিন অনুরাগ বলেছেন, ফারুক আবদুল্লাহ এবং ওমর আবদুল্লাহ কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে পিএসএ বাতিল করতে এবং সন্ত্রাসবাদী, মাদক ব্যবসায়ী, পাথর ছোঁড়া এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুক্তি দিতে চান। এতে বোঝাই যাচ্ছে, তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। পাকিস্তানকে সমর্থন করতে তাঁদের বাধ্যবাধকতা কেন? আমরা শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চাই।

কড়া হাতে কুকি জঙ্গিদের দমন এবং ইউনিফাইড কমান্ড মোতায়েনের দাবিতে ইমফলে রাজভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র-আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

ইমফল, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কড়া হাতে কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, রাজ্যে ইউনিফাইড কমান্ড মোতায়েন সহ আরও কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে ইমফলে রাজভবন প্রাঙ্গণে আজ সোমবার ছাত্র-আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেছেন। ছাত্রদের আরও দাবি, 'কর্তব্যপালনে ব্যর্থ বলে নৈতিক দ্বায়িত্ব স্বীকার করে' মণিপুরের বর্তমান নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং ডিজিপিকে অবিলম্বে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে, রাজ্যে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীকে মণিপুর ছেড়ে যেতে হবে। কারণ তাঁরা নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়।তাছাড়া তাঁদের আরও দাবি, রাজ্যের ১০ জন কুকিজো বিধায়ককে বাদ দিয়ে ৫০ জন বিধায়ককে তাঁদের চূড়ান্ত অবস্থান ঘোষণা করতে হবে। ছাত্ররা বলেন, 'হয় কুকিজো বিধায়কগণ তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত জঙ্গিদের দমন করুন, নতুবা তাঁরা নৈতিক দায় স্বীকার করে অবশ্যই পদত্যাগ করুন।'বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্ররা বলেন, 'রাজ্যপালের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি, কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মণিপুর সরকারের কাছে ইউনিফাইড কমান্ডের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে। মণিপুরকে বাঁচাতে হবে। কারণ আমরা ভারতীয়। সরকার না পারলে মণিপুরকে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'ছাত্র নেতারা বলেন, 'মণিপুরের যথেষ্ট ছিল। আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। যদি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার মেইতেইদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয, তাহলে রাজ্যের ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হবে। আমাদের ভবিষ্যত বাঁচাতে প্রতিটি উপায় ব্যবহার করে লড়াই শুরু করবে ছাত্রসমাজ।' ছাত্ররা বলেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পিছপা হবেন না।ইমফলে রাজভবনের প্রাঙ্গণে অবস্থানকারী আন্দোলনকারীদের একাংশ পরে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের সামনে গিয়ে জমায়েত হয়ে তাঁদের দাবির ভিত্তিতে স্লোগান দিতে থাকেন। প্রসঙ্গত, আজ এ ধরনের আন্দোলন ইমফল পশ্চিম, কাকচিং এবং থউবাল জেলাযও সংগঠিত হয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত রবিবার মুখ্যমন্ত্রী এ বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং বিধায়করা রাজভবনে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের সঙ্গে দেখা করে ইউনিফাইড কমান্ড পরিচালনা করতে রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রদান সংবলিত এক স্মারকপত্র পেশ করেছিলেন।

খেলাধুলায় রাজনীতি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক বিষয় ঃরাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর

জয়পুর, ১০সেপ্টেম্বর ঃ কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাটের কংগ্রেসে যোগদানে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজস্থানের মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর। তাঁর কথায়, খেলাধুলায় রাজনীতি করা হযেছে, এটা দুঃখজনক বিষয়। সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ভিনেশ ফোগাট, এছাড়াও কুস্তিগীর বজরং পুনিয়াও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে

গত সোমবার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর বলেছেন, খেলাধুলার রাজনীতি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক বিষয়।রাঠোর বলেছেন, এটা গণতন্ত্র, তাই প্রত্যেকেরই রাজনীতিতে যোগদানের অধিকার আছে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রকে অপমান করা উচিত নয়। আমি মনে করি অলিম্পিকে, কুস্তি এমন একটি খেলা, যাতে অনেক ক্রীড়াবিদ অংশ নেয় এবং আমরা অনেক পদক পাই। এমন পরিবেশ আগে তৈরি না হলে এবার আরও পদক আসতে পারত।

১০ ই সেপ্টেম্বর বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের আত্ম বলিদান দিবস

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ১৯১৫ সাল। ১০ ই সেপ্টেম্বর। আজকের দিনটি ছিল বিপ্লবীদের রক্তে রাঙা। বিপ্লবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।তবে বিপ্লবীদের পাল্টা গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল টেগার্টের পুলিশ বাহিনী। সেই লড়াই হয়েছিল বুড়িবালাম নদীর তীরে। এই লড়াইয়ের নায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ওরফে বাঘা যতীন। বাংলার যুগান্তর দলের নেতা ছিলেন।ভারত মাতা বীর প্রসবিনী। তিনি অনেক বিপ্লবীর মা। যতীন তাঁর দামাল ছেলে। জন্ম ১৮৭৯ সালের ৭ ই ডিসেম্বর। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহাকুমার কয়া গ্রামে। পিতা উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শরৎশশী দেবী। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ছেলের হাত ধরে মা এলেন বাপের বাড়ি। এখানে যতীনের ছোটবেলার দিন গুলি কেটেছিল।ছোটবেলা থেকে বাঘা যতীন ছিলেন সাহসী এবং ডাকাবুকো। অকুতোভয় যতীন্দ্রনাথ তৈরীর নৈপথ্যে ছিল তাঁর মা শরৎশশী দেবীর ভূমিকা।ইংরেজ সরকার মনে করেছিলন আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়া যাবে। এই সময় বেশিরভাগ জাতীয় নেতা

কারাগারে ছিলেন। তখন নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন বাঘা যতীন।ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। আমরা মরবো, জগত জাগবে বাঘা যতীনের এই আহ্বানে ভারতে তীব্র হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী জনজাগরণ। স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাতে বদলে গিয়েছিল বাঘা যতীনের জীবনের গতিপথ। ব্রিটিশদের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন বাঘা যতীন। পরবর্তী সময়ে ঋষি অরবিন্দের বৈপ্লবিক কাজকর্মের ডান হাত হয়ে ওঠেন বাঘা যতীন।১৯১৪ সাল। শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বাঘাযতীনও লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। ঠিক করা হয় মেভারিক নামক জার্মান জাহাজে অস্ত্র এনে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করা হবে। বাঘা যতীন ও তাঁর চার সহকর্মী বালেশ্বরে পৌঁছালেন। সেখানে সন্ন্যাসী সেজে আশ্রম গড়লেন।শেষ পর্যন্ত জাহাজ ভারতবর্ষে পৌঁছালো না। বাঘা যতীন হতাশ হলেন না। তিনি আবার অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করলেন। বিপ্লবীরা পথে ধরা পড়ে গেলেন। শুরু হল পুলিশের তল্লাশি। পুলিশ জানতে পারে বিপ্লবীদের একটা দল বালেশ্বরে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বালেশ্বরে পৌঁছে গেলেন। গ্রামবাসীর মুখে বাঘা যতীন যখন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটা শুনলেন বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে আসছে, তখন বাঘা যতীন তাঁর সঙ্গীদের তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না।১৯১৫ সাল। ৯ ই সেপ্টেম্বর। বুড়িবালাম নদীর ধারে বাঘা যতীন তাঁর চার কিশোর সঙ্গী কে নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পুলিশ বাহিনী নাগালের মধ্যে আসতেই বিপ্লবীরা গুলিবর্ষণ শুরু করল। প্রায় দুই ঘণ্টা গুলির লড়াই চলেছিল। বাঘা যতীন বীর বিক্রমে লড়াই করে চলেছেন। বেশ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য বিপ্লবীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল। সহযোদ্ধা চিত্তপ্রিয় একটি গুলির আঘাতে আহত হলেন। বাঘা যতীনের গুলি লাগলেও লড়াই চালিয়ে গেলেন। মৃত্যু পথযাত্রী চিত্তপ্রিয় এক ফোঁটা জলের জন্য ছটফট করছেন। তখন বাঘা যতীন রক্ত মাখা সাদা শার্ট উড়িয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন। সহ যোদ্ধা চিত্তপ্রিয় জলপান করার পর মারা গেলেন। এগিয়ে এলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। আহত বাঘা যতীন কে বালেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাঘা যতীন। তাঁর পেটে গুলি লেগেছে। উরুতে গুলি বিঁধে আছে। যুবক বুঝতে পারছেন ,মৃত্যু কাছে চলে আসছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন। তবুও শত্রু পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের দেওয়া জল ফিরিয়ে দিলেন বাঘা যতীন। অতি কষ্টে জবাব দিয়েছিলেন আমি যার রক্ত দেখতে চেয়েছিলাম, তার দেওয়া জলে আমার তেষ্টা মেটাতে চাই না।১০ ই সেপ্টেম্বর। বালেশ্বর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন। আর সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘা যতীনের লড়াই। শেষ হয়ে গেল দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঘা যতীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন। শেষ হয়েও হল না শেষ বাঘা যতীনের বিপ্লবী আদর্শ ও দেশপ্রেম।

আর জি কর হাসপাতালের ৫১ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নোটিস, তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর হাসপাতালের ৫১ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এনকোয়ারি কমিটি তথা অনুসন্ধান কমিটির সামনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিসে আরও বলা হয়েছে, ওই ৫১ জন চিকিৎসক হাসপাতাল ক্যাম্পাসে কমিটির অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবেন না।নোটিস অনুসারে, সোমবার হাসপাতালে স্পেশাল কাউন্সিলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে চিকিৎসক ও ছাত্রদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে, ওই চিকিৎসক ও ছাত্রদের আচরণ হাসপাতালের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার পক্ষে অনুকূল নয় এবং তাঁরা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই কারণেই ৫১ জন চিকিৎসককে এনকোয়ারি কমিটির সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া নোটিসে দেখা যাচ্ছে, ৫১ জনের মধ্যে ২০ জন হাউজ স্টাফ, দুজন সিনিয়র রেসিডেন্ট , একজন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট এবং ১১ জন ইন্টার্ন রয়েছেন। একই নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ৫১ জন চিকিৎসক আপাতত হাসপাতালের মধ্যে কোনও কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবেন না। শুধুমাত্র এনকোয়ারি কমিটি ডাকলে তবেই তাঁরা হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারবেন, অন্যথায় তাঁদের জন্য ক্যাম্পাসে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এবার বাঁকুড়ার গ্রামীন স্কুলে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ল্যাব

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃপ্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের উপযোগী রোবটিক্স এবং এআই ল্যাব তৈরি হল বাঁকুড়ার সরস্বতী দেবী ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এই ল্যাবের নাম দেওয়া হয়েছে, কল্পনা এআই অ্যান্ড রোবটিক্স ইনোভেশন ল্যাব, যার নামকরণ করা হয়েছে মহাকাশে প্রথম ভারতীয় মহিলা কল্পনা চাওলার নামে। শুধু ল্যাব তৈরি নয়, চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীরা এই ল্যাব ব্যবহার করে অনেক মডেল তৈরী করেছে যা জীবনের বিভিন্ন সম্যসা সমাধান করবে। প্রতি মুহূর্তে বদলে চলা প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রাথমিক স্কুল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটাতে স্কুলটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে।২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী দেবী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, একটি বোর্ডিং স্কুল যা বাঁকুড়ার দমোদরপুরে অবস্থিত, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার্থী বিকাশে নিবেদিত। এই স্কুল পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড,

ওড়িশা, আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রয়েছে। স্কুলটি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যক্রম প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে রাইফেল শুটিং, সাঁতার, কঠোর সমস্যা সমাধান এবং জাপানি ভাষার শিক্ষা। নতুন রোবোটিক্স এবং এআই ল্যাব এর সুবিধার পরিধি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।স্রস্বতী দেবী ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান পঙ্কজ কুমার সরকার বলেন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা পড়ানোর জন্য অনেক সময়ই উপযুক্ত শিক্ষক পেতে সমস্যা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের মাধ্যমে আমরা অনেকাংশে সেই সমস্যা দূর করতে পারি। তাছাড়া আগামী দিনের জন্য এআই এবং রোবটিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরাও এই বিষয়টি শেখার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য স্কুলে এআই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার কথা আমিই প্রথমে ভাবি। এই ভাবনা রূপায়িত করেছেন আই আই টি খড়গপুরের প্রাক্তনী শুভময় বক্সী।এডুডাইম এবং এডুডাইগম এবং স্টেমপাওয়ার্ড, আই আইটি খড়গপুরের প্রাক্তনীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুটি কোম্পানি, এই ল্যাব তৈরির ব্যাপারে স্কুলটিকে সহায়তা করেছে।ডএডুডাইমের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং সিওও শুভময় বক্সী বলেন, আইআইটি খড়্গপুরে পড়ার সময় আমরা হাতেকলমে অনেক কাজ করেছি। পরে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে কর্পোরেট সংস্থায় চাকরি করার সময়। শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে এসে মনে হয়েছে, আমরা যদি প্রথম থেকেই হাতেকলমে শিক্ষার উপরে জোর দিতে পারি, তাহলে তাতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে। আমরা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল করে তুলতে চাই। তিনি জানান, বাঁকুড়ার সরস্বতী দেবী ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে এখন তাঁদের এআই ও রেবটিক্সের প্রোগ্রাম চলছে। এই প্রোগ্রামের প্রথম মডিউল শেষ হয়েছে। তাদের দেওয়া প্রশিক্ষণের উপরে নির্ভর করে পড়ুয়ারা মডেল তৈরি করেছে। বর্তমানে সেই মডেলের প্রদর্শনী চলছে স্কুলে। এআই ব্যবহার করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বইয়ে পড়া বিষয় দিয়ে মডেল তৈরি করতে পেরে স্কুল পড়ুয়ারা খুবই খুশি। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় এই কাজ তারা করছে। বর্তমানে কাজ চলছে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও আসানসোলে। তাদের লক্ষ্য, ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুল জীবনের শুরু থেকে হাতেকলমে এআই ব্যবহার করতে পারে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে। তাছাড়া শিক্ষাজীবনের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করা হোক বা কর্মজীবন, কোথাও যেন আধুনিকতম প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনও সমস্যা না হয়।

লাডলী বহেনা প্রকল্পে ১৫৭৪ কোটি টাকা হস্তান্তর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব লাডলী বহেনা প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন প্রকল্পে তহবিল হস্তান্তর করবেন। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব লাডলী বহেনা প্রকল্পর ১.২৯ কোটি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ১৫৭৪ কোটি টাকা হস্তান্তর করবেন। এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন গ্রাহকদের

অ্যাকাউন্টে ৩৩২.৪৩ কোটি টাকা হস্তান্তর করবেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনও করবেন বলে জানা গেছে।

রাজ্যসভার দুই নবনির্বাচিত সাংসদকে শপথবাক্য পাঠ করালেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধানখড়

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধানখড় মঙ্গলবার সংসদ ভবনে দুই নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য মিশন রঞ্জন দাস এবং রাজীব ভট্টাচার্যকে শপথবাক্য পাঠ করান।চেয়ারম্যান ধানখড় বলেন যে নবনির্বাচিত সদস্যদের জন্য সংসদের শপথ গ্রহণের বিধান এবং পদ্ধতি সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সদস্যদের সেই অনুযায়ী শপথ নিতে হয়। তিনি সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করার অনুরোধ জানান।

পরমবীরচক্র জয়ী আব্দুল হামিদকে শ্রদ্ধা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরমবীরচক্র জয়ী আব্দুল হামিদকে মঙ্গলবার তাঁর বলিদান দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদিন শাহ আব্দুল হামিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ লিখেছেন, আব্দুল হামিদ জি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে নিজের জীবনের পরোয়া না করে দৃঢ়তার সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন। দেশরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই সাহসী সৈনিকের কথা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের উন্নয়নের দীর্ঘ যাত্রাঃ ডব্লু এ এম-১ থেকে ডব্লু এ পি-৭ পর্যন্ত

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ও বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতীয় রেল তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ধারাবাহিকভাবে নিজেকে বিকশিত করে চলেছে। এই বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের গ্রহণযোগ্যতা, যা ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে ২৫ কেভি এসি সিস্টেম ব্যবহার করে শুরু হয়েছিল এবং আজও তা সমগ্র দেশজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে, যখন প্রথম প্রজন্মের এসি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ ডব্লু এ এম১ চালু হয়। ১৯৫৯ সালে চালু হওয়া ডব্লু এ এম-১ এর ক্ষমতা ছিল ৩০১০ হর্সপাওয়ার, যা সেই সময়ে একটি বড় সাফল্য ছিল। এই লোকোমোটিভ ভারতীয় রেলের ভবিষ্যৎ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আরও শক্তিশালী ও দক্ষ ইঞ্জিন তৈরির পথ প্রশস্ত করে। যদিও ডব্লু এ এম-১ বর্তমানে পরিষেবার বাইরে, এটি ভারতের রেল ইতিহাসের একটি আইকনিক অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর পর ১৯৭০ সালে দেশীয়ভাবে ডিজাইন করা ডব্লু এ এম৪ লোকোমোটিভ চালু করা হয, যা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দ্বারা তৈরি এবং ৩৮৫০ হর্সপাওয়ারের শক্তিসম্পন্ন ছিল। উন্নত ডিজাইন এবং কার্যকারিতা দিয়ে ডব্লু এ এম৪ দ্রুতই ভারতীয় রেলপথে আধিপত্য বিস্তার করে এবং অপারেশনাল সফলতার মানদণ্ড স্থাপন করে।ভারতীয় রেলের যাত্রীবাহী ট্রেনের লোকোমোটিভগুলিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৮০ সালে চালু হওয়া ডব্লু এ পি-১ লোকোমোটিভ, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দ্বারা কলকাতাদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ৩৮৫০ হর্সপাওয়ারের ক্ষমতা নিয়ে তা ভারতীয় রেলের ইতিহাসে অন্যতম সফল লোকোমোটিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। এরপর আসে ১৯৯৪ সালে চালু হওয়া ডব্লু এ পি৪, যা ৫৩৫০ হর্সপাওয়ারের শক্তি নিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।১৯৯৫ সালে ভারতীয় রেল সুইস প্রযুক্তির ভিত্তিতে ডব্লু এ পি৫ লোকোমোটিভ আমদানি করে, যা ৫৪৫০ হর্সপাওয়ারের ক্ষমতা নিয়ে দেশের দ্রুতগতির প্রিমিয়াম এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রতীক হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে, আরও শক্তিশালী লোকোমোটিভের প্রয়োজন দেখা দিলে ডব্লু এ পি-৭ ডিজাইন করা হয়, যা ৬২৫০ হর্সপাওয়ারের ক্ষমতা নিয়ে এবং উন্নত গতি ও ত্বরণের মানদণ্ড স্থাপন করে।ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের উদ্ভাবন, সহনশীলতা এবং ধারাবাহিক অগ্রগতির ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের কথা, যা ভারতীয় রেলকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখায় পরিণত করেছে। ডব্লু এ এম-১ থেকে শুরু করে ডব্লু এ পি৭ পর্যন্ত শক্তিশালী লোকোমোটিভগুলির উত্তরাধিকার দেশজুড়ে উন্নতির পথে অব্যাহত রয়েছে।

বাহরাইচে খাঁচাবন্দি পঞ্চম নেকড়ে

বাহরাইচ, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মানুষখেকো দুই নেকড়ের একটিকে খাঁচাবন্দি করলো উত্তর প্রদেশের বন দফতর। দুই নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো ঘুম উড়েছিল উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের বাসিন্দাদের। চারটে নেকড়ে ধরা পড়লেও দু'টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দু'টি নেকড়েকে ধরতে হন্যে হয়ে খুঁজছিল বন দফতর।অবশেষে মঙ্গলবার ভোরে বন দফতরের ফাঁদে ধরা পড়ে পঞ্চম নেকড়ে।

১০ ই সেপ্টেম্বর বাংলা গানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের শুভ জন্মদিন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃ১৯২২ সাল। ১০ ই সেপ্টেম্বর। জন্মগ্রহণ করেন স্বনাম ধন্য গায়ক সুরকার ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। পিতা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। মাত্র সাত বছর বয়সে পিতার মৃত্যু। বালক ধনঞ্জয়ের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। গ্রাম থেকে গঞ্জে তিনি আপন মনে গান গেয়ে চলতেন। বাড়িতে গানের পরিবেশ ছিল। সহজাত সুর নিয়েই জন্মেছিলেন ধনঞ্জয়। লেখাপড়াতেও অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। একবার যা শুনতেন সঙ্গে সঙ্গে কন্ঠে তা তুলে নিতেন। গান ,জলের কলতান ,পশু পাখির স্বর তিনি অনায়াসে রপ্ত করে নিতেন।মাঝিদের ভাটিয়ালী গান, বাউল গান আপন মনে গেয়ে চলে বালক ধনঞ্জয়। তাঁর গানের প্রথম গুরু ছিলেন এক ভিখারি। যিনি একবার বিদায় দে মা গানটি গাইতেন। পরবর্তীকালে ধনঞ্জয় এই গান গেয়ে বিশাল খ্যাতি লাভ করেন।বাংলার এমন কোন সুরকার বা গীতিকার নেই যাঁদের গান ধনঞ্জয় করেননি। কুমার শচীন দেব বর্মন ছিলেন

ধনঞ্জয়ের আদর্শ। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতশিল্পী রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গান গাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন, ধনঞ্জয় সেই গান কয়েকদিন অনুশীলন করেন। তারপরেই রেকর্ডিং। মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে সুরকার রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ধনঞ্জয় কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন। তাঁর বেসিক রেকর্ড ৮০০। সিনেমায় গানের সংখ্যা ১২০০। ১৯৯২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এই প্রতিভাবান সংগীত শিল্পীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু আজও তিনি আছেন বাঙালির অন্তরের রত্ন সিংহাসনে। ধন্য ধনঞ্জয় তুমি মৃত্যুঞ্জয়। বাঙালির অন্তর থেকে জানাই তোমাকে শুভ জন্মদিন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৪ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৬, সৌরঃ ২৫ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৬ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ লাংবন, আসামঃ২৪ ভাদ্, মুসলিমঃ৫রবিউল আউয়াল১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ১০ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪২ঃ০৪।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ২২ঃ১২(৯) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৯ঃ২০ঃ২৭(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৪ঃ ৪৫ঃ০২ দং ২৮২১৫৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ বিশাখা বিকাল ঘ ০২ঃ৩৬ঃ১০ দং ২২৫৯৪৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধাকরণঃ তৈতিল বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৫ঃ০২ দং ২৮২১৫৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃ বৈধৃতি রাত্রিঃ১০ঃ২০ঃ১৩ দং ৪২১৯৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিস্কুম্ভ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ১৬ থেকে - ০৭ঃ০২ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ ১৯ঃ২৬ থেকে- ১২ঃ৪৭ঃ০০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২৮ঃ৫৮ থেকে- ০৮ঃ ৪৯ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ০৯ঃ৪৯ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ০২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ১৪ঃ৩৫ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ৫৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ২৫ঃ২৩ থেকে- ০৩ঃ১৪ঃ ৩৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩০ঃ১৪ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ০২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ৩৭ঃ৪১ থেকে- ০৪ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৬ঃ৩০ থেকে- ০৮ঃ২৮ঃ৪৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১০ঃ০৫ঃ২৭ থেকে - ১১ঃ৩৩ঃ১৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪২২৫১৫১ (১১) ৩ পদচন্দ্রঃ৭৯৫২৬ (১৭) ২ পদমঙ্গলঃ২৬১৮৩৯ (৫) ৪ পদবুধঃ ৪৯৮৩১ (১০) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৪৪৩৩ (৫) ২ পদশুক্রঃ ৫১৯১৮১ (১৩) ৩ পদশনিঃ ১০১৮২৫২৮ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৩৪২১ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৩৪২১ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৫ঃ ৫৩ঃ০৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ০৩ঃ১৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ১৭ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৩৩ঃ১৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৩৮ঃ৩০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ২৫ঃ২৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৮ঃ৪৭ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ২৯ঃ৫১ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ১০ঃ২৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ০৮ঃ৪৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২২ঃ০৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৩৭ঃ৫১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৮.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৪৪ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১০ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ১২মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃকোনও সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময় আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ আসবে।।

বৃষ রাশিঃব্যবসার জটিলতা এই সময় কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। হঠাৎ করে গুরুজনস্থানীয় কারও স্বাস্থ্যের অবনতিতে মানসিক উদ্বেগ।

মিথুন রাশিঃগন্ডগোলের জন্য বেতন পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা। দাম্পত্য জীবনে কিছু সমস্যার জন্য মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। শুভ দিন

কর্কট রাশিঃব্যবসায়ীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিক উন্নতি।

কন্যা রাশিঃকাজের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা মতো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সন্তানের শুভ কামনা কর।

তুলা রাশিঃদীর্ঘদিনের কোনও বিশেষ স্বপ্ন আদ্যভাগে পূরণ হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃআর্থিক উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিবাহের যোগ হবে আজ

ধনু রাশিঃ বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। বিদেশ যাত্রাশুভ

মকর রাশিঃঅর্থনৈতিক উন্নতি লক্ষ করা যায়। যোগাসন করা উচিত।

কুম্ভ রাশিঃ শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। ব্যবসায় বকেয়া অর্থ এই সময় ফেরত পেতে পারেন। শুভ রংলাল

মীন রাশিঃগোপন শত্রুর থেকে সতর্ক থাকুন। রাজনীতিবিদরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পেতে পারেন। সংসারে শান্তি আজকে ফিরবে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজকে।

সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা, মঙ্গলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপের প্রভাবেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজস্থান থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা পারাদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পৌঁছেছে, যা উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। হাওয়ার গতিবেগ সর্বোচ্চ ৫০-৬০ কিমি থাকতে পারে। তাই আবহাওয়া দফতর মঙ্গলবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে বলে জানা গেছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ থাকবে এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। এদিকে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপের প্রভাবেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজস্থান থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা পারাদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পৌঁছেছে, যা উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ থাকবে এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। এদিকে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপের প্রভাবেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজস্থান থেকে ছত্তিশগড় পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা পারাদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পৌঁছেছে, যা উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সন্তান হারানো মায়ের আর্তনাদ, কোন্নগর পরিদর্শনের আহ্বান দেবাংশুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি কোন্নগরের এক মা, যিনি তাঁর সন্তানকে বিনা চিকিৎসায় চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যেতে দেখেছেন, তাঁর অভিযোগ ও আর্তনাদ নিয়ে বিতর্ক চলছে। তাঁর অভিযোগ, সন্তানের মৃত্যুর জন্য স্থানীয় হাসপাতাল এবং প্রশাসনের উদাসীনতা দায়ী। তবুও, তাঁর আর্তনাদ এবং অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন মহলে, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। একজন মায়ের এমন আর্তনাদ কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? তাঁর দুঃখ, উদ্বেগ ও কান্নার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। দেবাংশু ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে: এতই যখন সন্দেহ, বিজেপির রাজ্য নেতারা কোন্নগরে সেই মায়ের বাড়িতে যাচ্ছেন না কেন? যান একবার গিয়ে ঘুরে আসুন! দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। যদিও এই বিতর্কের মাঝে বিজেপি নেতাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের উদ্ভাবন, বিবর্তন ও ধারাবাহিক অগ্রগতির ইতিহাস

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেল তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নিজেকে ধারাবাহিকভাবে বিকশিত করে চলেছে। এই বিকাশের একটি মাইলফলক ছিল বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের গ্রহণযোগ্যতা, যা ২৫KV AC সিস্টেমের মাধ্যমে ভারতের লাইন ব্যবহার করে শুরু হয়েছিল এবং আজও সমগ্র দেশজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের ইতিহাস হল অবিরাম, যেখানে নতুন নতুন প্রকৌশল এবং ভারতীয় রেলের কর্মীদের অদম্য মনোবল প্রতিফলিত হয়। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫০ এর দশকে, যখন WAM ১ লোকোমোটিভ চালু হয়েছিল যা ভারতের প্রথম প্রজন্মের AC বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের একটি অংশ ছিল। ১৯৫৯ সালে চালু হওয়া WAM ১-এর শক্তি ছিল ৩০১০ হর্সপাওয়ার যা তখনকার সময়ে একটি চমকপ্রদ সাফল্য ছিল। এই লোকোমোটিভগুলি ভারতীয় রেলের ভবিষ্য গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং আরও শক্তিশালী ও দক্ষ ইঞ্জিন তৈরির পথ প্রশস্ত করেছিল। WAM ১ ভারতের রেল ইতিহাসে একটি আইকনিক অংশ যদিও বর্তমানে এটি পরিষেবার বাইরে। দেশের আরও শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিনের প্রয়োজন মেটাতে ১৯৭০ সালে দেশীয়ভাবে ডিজাইন করা WAM ৪ লোকোমোটিভ চালু করা হয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দ্বারা তৈরি WAM ৪ ভারতীয় রেলের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ছিল যার উন্নত ডিজাইন এবং ৩৮৫০ হর্সপাওয়ারের ক্ষমতা ছিল। এটি ছিল এমন একটি ক্লাসের সূচনা যা শীঘ্রই ভারতীয় রেলপথে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং অপারেশনাল সফলতার মানদণ্ড স্থাপন করবে। এর শক্তিশালী পারফরম্যান্স ও অভিযোজন ক্ষমতা এটিকে দেশের অন্যতম সফল লোকোমোটিভে পরিণত করে এবং নতুন নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে। ভারতীয় রেলের অন্যতম প্রধান অংশ যাত্রীবাহী ট্রেনও লোকোমোটিভ ডিজাইনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৮০ সালে চালু হওয়া WAP ১ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দ্বারা কলকাতা-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং এটি একটি বিশাল অগ্রগতি হিসেবে ধরা হয়। WAP ১ যার শক্তি ৩৮৫০ হর্সপাওয়ার, উচ্চতর গতি ও উন্নত কর্মক্ষমতার প্রমাণ দেয় এবং এটি ভারতীয় রেলের ইতিহাসে অন্যতম সফল লোকোমোটিভ ক্লাস হিসেবে নিজের স্থান করে নেয়। এর পর আসে WAP ৪ যা ১৯৯৪ সালে চালু হয়েছিল। ৫৩৫০ হর্সপাওয়ারের শক্তিশালী ক্ষমতা নিয়ে WAP ৪ যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেনের মেরুদণ্ড পরিণত হয় এবং প্রচুর লোড সহজে পরিচালনা করার ক্ষমতা নিয়ে একাধিক রুটে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯৯৫ সালে ভারতীয় রেল সুইস প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে WAP ৫ লোকোমোটিভ আমদানি করে, যা গতির নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ৫৫৫০ হর্সপাওয়ার শক্তি নিয়ে WAP ৫ দ্রুত গতির প্রিমিয়াম এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রতীক হয়ে ওঠে। আজও এটি দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ রুটে কাজ করে চলেছে। প্রযুক্তির আরও উন্নতির সাথে সাথে আরও শক্তিশালী লোকোমোটিভের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে তৈরি হয় WAP ৭, যা WAG ৯ মালবাহী লোকোমোটিভের ডিজাইন শেয়ার করে, তবে এর গিয়ার অনুপাত পরিবর্তন করা হয়েছিল, এবং এটি ৬২৫০ হর্সপাওয়ারের এক বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদান করে। WAP ৭ ভারতীয় যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার মানদণ্ড নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। উন্নত গতি, এবং শক্তি দক্ষতা প্রদান করে। দীর্ঘ ট্রেন দ্রুতগতিতে টানার ক্ষমতা নিয়ে WAP ৭ ভারতীয় রেলের উৎকর্ষতার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের উদ্ভাবন, সহনশীলতা এবং ধারাবাহিক অগ্রগতির ইতিহাস WAM ১ থেকে শুরু করে শক্তিশালী WAP ৭ পর্যন্ত বিস্তৃত, ভারতীয় রেল বিদ্যুতের শক্তিকে আলিঙ্গন করে দেশের উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই লোকোমোটিভগুলির উত্তরাধিকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সেই উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের কথা যা ভারতীয় রেলকে ভারতবর্ষের জীবনরেখায় পরিণত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করল মেট্রো স্টাফ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ৯.০৯.২০২৪ তারিখে প্রায় ১৫,৩৫ ঘটিকায়, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা প্রায় ৪২ বছর বয়সী একজন যাত্রীকে মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে, তারা তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিসা দেওয়া হয়। পরে তাকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রায় ১৫,৪০ টায়, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সহায়তায়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার ভাই হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নিয়ে যায়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটিতে (আইআইটি-জি)। সোমবার সেখান থেকে ২১ বছর বয়সি এক ছাত্রের মৃতদেহ তাঁর হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আইআইটি-র ব্রহ্মপুত্র হস্টেলের একটি ঘর থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয় এবং তা ময়নাতদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) পাঠানো হয়েছে। কামরূপ জেলার পুলিশ সুপার রঞ্জন ভুঁইয়া জানিয়েছেন, মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে। তাঁর কথায়, 'বিষয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু জানানো সম্ভব হবে না, কারণ আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি।' আইআইটি-জি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা এই মৃত্যুতে শোকাহত। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এই ছাত্রের কেন অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো, তা বিশদে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১ বছরের ওই ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানের বি-টেক তৃতীয় বর্ষের

আলিপুর আদালতে হাজিরা সন্দীপ ঘোষের, আটোসাটো নিরাপত্তা বেষ্টনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দীপ ঘোষকে শিয়ালদহ সিবিআই আদালতের পরিবর্তে আলিপুর আদালতে হাজির করা হলো। মঙ্গলবার সন্দীপের শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অতীতে আদালত চত্বরে হামলার ঘটনা এবং সম্ভাব্য গণরোষের আশঙ্কায় তিনি শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সিবিআই এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভার্চুয়াল শুনানির আবেদন জানালেও বিচারপতি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন। গত শুনানির দিন শিয়ালদহ আদালতে কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও সন্দীপ ঘোষের ওপর হামলা হয়েছিল। এরপর থেকেই তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছিল। এ অবস্থায় মঙ্গলবার তাকে শিয়ালদহ সিবিআই আদালতে ফের হাজিরা দেওয়ার দিন নির্ধারিত ছিল। তবে তার ওপর সম্ভাব্য হামলা এবং গণরোষের আশঙ্কায় সন্দীপ ঘোষ শিয়ালদহ আদালতে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এমন অবস্থায় সিবিআই ভার্চুয়াল শুনানির আবেদন করলেও বিচারপতি তা নাকচ করে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশের পরই তার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে সিবিআই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় তাকে শিয়ালদহের পরিবর্তে আলিপুর আদালতে হাজির করার। আলিপুর আদালতে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরও বিপাকে অরিন্দম শীল, যৌন হেনস্থার অভিযোগে পরিচালকের বিরুদ্ধে এফআইআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক অরি ন্দম শীলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগে এবার এফআইআর দায়ের করলেন এক অভিনেত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় এই এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারিণী অভিনেত্রীর দাবি, ওই এলাকার একটি রিসর্টে শুটিং চলাকালীন অরিন্দম শীল তাকে যৌন হেনস্থা করেন। অভিনেত্রী জানান, শুটিংয়ের সময় অরিন্দম শীল প্রথমে তাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য বোঝানোর নাম করে কোলে বসান এবং তারপর তাকে চুম্বন করেন। এই ঘটনার পরই তিনি মহিলা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এরপর টলিউডের ডিরেক্টরস গিল্ড থেকে অরিন্দম শীলকে সাসপেন্ড করা হয়। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব থেকেও তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এফআইআর দায়েরের পর পরিচালকের বিপদ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও পরিচালক অরিন্দম শীল এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি সম্প্রতি মহিলা কমিশনের কাছে একটি চিঠিতে ক্ষমা চেয়ে লিখেছেন, তবে তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী তদন্তের জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সন্দীপ ঘোষ ও তার স্ত্রীর সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়েছিল ইডির তরফে

সমীর দাস, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, দুর্নীতি তদন্তে সন্দীপ ঘোষ ও তার স্ত্রীর সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়েছিল ইডির তরফে। তদন্তে একাধিক বাড়ির হদিসও ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, স্থাবর সংক্রান্ত ও সন্দীপের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সিবিআই দফতরে জমা

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৪/০১, তারিখ ০৯.০৯.২০২৪। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইলেক্ট, গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স রয়েছে এবং যাঁরা আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার কেস নং ঃ জিএসইউ-ইলেক্ট-এএসএন-২০২৪-০১। কাজের নাম ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মনোনীত স্টেশনে সুগম্য ভারত অভিযান-এর অন্তর্গত এসক্যালেটর-এর ব্যবস্থা করার কাজ (গতিশক্তি ইউনিট আসানসোলের আওতাধীনে আসানসোলে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য (মোট ৪টি, এসটিএল-২টি, ইউডিএল-২টি), অমৃতভারত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে এসক্যালেটর-এর কাজের ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজের অংশ-II)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,৭৯,৪০৮.৯৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫১,৬০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯ (নয়) মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ** বন্ধের তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

ASN-167/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ অ্যাডমিন. অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা কর্তৃক সিঙ্গল স্টেজ দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে যে ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নং ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৩-এর জন্য পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী স্লিপ নং ৫ ঃ **কাজের নাম ঃ** বাসুকীনাথ-পুসালা নিউ রেল লাইন ঃ বাসুকীনাথ স্টেশন-এর বাইরে থেকে [সিএইচ. ০.৯৪২ কিমি বাসুকীনাথের সিএসবি থেকে দুমকার দিকে (জসিডি-দুমকা শাখায় জসিডি থেকে কিমি ৪৮.৯৬৮-তে)] পুসালা স্টেশনের বাইরে পর্যন্ত (সিএইচ. ১৩.৫৬০ কিমি বাসুকীনাথ স্টেশনের সিএসবি থেকে)-ইপিসি পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিকরণ এবং সিগন্যালিং টেলিকমিউনিকেশন-এর কাজ। উপরোক্ত টেন্ডার নং-তে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে। **ক্রম নং ১, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** বিদ্যমান তারিখ ৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১১টার পরিবর্তে **২৯.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা** রূপে পড়তে হবে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোডে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না, সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

CON-57/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী সৌমিত্র মজুমদার ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নেওয়ার আগে, শ্রী মজুমদার প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক ছিলেন , পূর্ব রেলওয়ে। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার ভারতীয় রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস, ১৯৮৯ পরীক্ষা ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি বিভিন্ন পদে এবং বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন যেমন প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা, পূর্ব রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, প্রধান যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থাপক এবং প্রধান ট্রাফিক পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। শ্রী মজুমদারের রেলের অপারেশন এবং বাণিজ্যিক বিষয়গুলির পাশাপাশি রেলওয়ের জনসংযোগ এবং মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত জ্ঞান এবং কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। খেলাধুলা, সঙ্গীত, ভ্রমণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তার গভীর আগ্রহ রয়েছে।

পাঁচটা সরকারি হাসপাতাল ঘুরেও মেলেনি কোনো চিকিৎসা পরিষেবা,মৃত্যু পৌঢ়রে

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্ঘটনার পর একের পর এক হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। চিকিৎসক দের কর্মবিরতির কারণেই মৃত্যু বলে দাবি পরিবারের,মৃতের পরিবারে এমনই একটি বিবৃতি পোস্ট তৃণমূলের। তৃণমূলের ন্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিও তে বলা হচ্ছে দুর্ঘটনার পর প্রথমে পুলিশ সদানন্দ পাল কে উদ্ধার করে হরিপাল গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করে সেখান থেকে চুঁচরা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। চুঁচরা থেকে কল্যাণী এমসে রেফার করা হলেও পরিবারের দাবি কল্যাণী এমস সম্মন্ধে জানা না থাকায় তারা সেখানে গিয়েও ভর্তি করাতে পারেননি এর পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান সেখানে চিকিৎসক না থাকার কারণে ভর্তি করাতে পারেননি । চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত ১৮ ই আগস্ট হরিপাল থানার নালিকুল সিনেমাতলা এলাকায় সদানন্দ পাল (৬৩) নামে এক ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে এক বাইক আরোহী। মাথায় চোট পান সদানন্দ পাল। গত ২৯ সে আগস্ট বারাসতের বেঙ্গল

নিউরো হাসপাতালে মৃত্যু হয় সদানন্দ পালের। মৃত সদানন্দ পালের পুত্র সৌমেন পাল বলেন গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয় বাবা। প্রথমে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে চুঁচরায় রেফার করা হয়। চুঁচরা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান করার পর কল্যাণী এমসে রেফার করা হয়। কল্যাণী এমসে নিউরো সার্জারি বিভাগ না থাকার কারণে সেখানেও ভর্তি করা যায়নি। কল্যাণী তে আরো একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও নিউরো সার্জারি না হওয়ার কারণে ভর্তি নেওয়া হয়নি। এর পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও সেদিন নিউরো সার্জারি না হওয়ার কারনে ভর্তি করা যায়নি। ততক্ষনে বাবার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। এম্বুলেন্স চালকের কথায় বারাসাত বেঙ্গল নিউরো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওখানে অপারেশন করার পর ১১ দিন ধরে আই সি ইউ তে ভর্তি রাখা হয়। প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায় এবং গত ২৯ শে আগস্ট বাবার মৃত্যু হয়। পাঁচটা সরকারি হাসপাতাল ঘুরেও কোনো চিকিৎসা পরিষেবা মেলেনি, সেটা কিছুটা আন্দোলনের কারণে হতে পারে। আন্দোলনের দরকার আছে তবে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আন্দোলন হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন সমূহ (এটিএম) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদে জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং এটিএম-এইচডব্লুএইচ-২। শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্রম নং, লট নং/ক্যাটেগরি, বিবরণ ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ **১. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-জেন-৯৭-২৪-১ (এটিএম জেনারেল),** আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, আরামবাগ। **২. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-জেন- ৯৯-২৪-১ (এটিএম জেনারেল),** পাণ্ডুয়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম-II প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, পাণ্ডুয়া।

HWH-277/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৫২, তারিখ ঃ ০৯.০৯.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ২০২৪১২১৬,** ২৫ কেভি এসি বিজি ইএমইউ/এমইএমইউ-এর টারেটবিহীন কেবেল হেড টার্মিনাল সিস্টেম ভার্টিকাল রিসেপটাকল। ২,০৯,৪৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ০৮২৪১০৬৫ডি,** এলইডি ধরনের ইমার্জেন্সি লাইট ব্যবস্থা। ১,১৮,৪৭০ টাকা। **(৩) ১১২৪১০১৭,** বল জয়েন্ট ট্র্যাকশন লিভার। ১,৮৮,৪২০ টাকা। **(৪) ১২২৪৫২৪৭এ,** বিস্তৃততর স্লিপার-আরটি-৮৭৪৬ সংগ্রহের চালু চুক্তি। ৫০,০০,০০০ টাকা। **(৫) ১৯২৪৫০২২,** এয়ার কমপ্রেশার (জল ঠান্ডা করার) ইত্যাদি। ১,৩৯,৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২ থেকে ৫-এর জন্য)। **(৬) ১৪২৪১০২০,** সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল ধরনের অ্যাক্সেল কাউন্টার ইত্যাদি-এর জন্য সিগন্যাল কন্ডিশনার কার্ড-এর সংগ্রহের কাজ (এসসিসি ১= ৫০% এবং এসসিসি২= ৫০%)। ১,৩০,৭৯০ টাকা। **(৭) ২২২৪১১৮৫,** ইঞ্জেকশন ইনসুলেশন অ্যাসপার্ট (আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং হিউম্যান ইনসুলিন অ্যানালগ) ১০০ আইইউ/এমএল, ৩ এমএল কার্ট্রিজ (০১ টি পেন + ২০টি নিডল ২০টি কার্ট্রিজ প্রতি বিনামূল্যে)। ১,১৩,৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৬ থেকে ৭-এর জন্য)। **(৮) ১১২৪১৮১৩,** রিভাইসড আইআরএস সাইড বাফার কেসিং ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৫৪,৩৩০ টাকা। **(৯) ২১২৪১৪৪১বি,** অ্যাসেম্বেলড অবস্থায় ব্যাক প্লেট এবং প্যাকিং পিস সমেত ডোরওয়ে ক্রস বার ইত্যাদি। ২,২০,৩৮০ টাকা। **(১০) ২১২৪১১২৬,** এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি। ১১,৪৭,৪১০ টাকা। **(১১) ২১২৪১১২৭,** এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি। ১৬,৯২,১৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৮ থেকে ১১-এর জন্য)। **(১২) ০১২৪১৪৩৫এ,** ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফেব্রিক আর্টিফিসিয়াল লেদার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ৪,৪৫,৩২০ টাকা। **(১৩) ১৪২৪১১০০,** টেন্ডার খোলার কোনো হাল নাগাদ যদি থাকে সেই পরিমার্জন সহ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০১০(রেভ. ১.০) অনুসারে এসি এলইডি ইসিআর সমেত গ্রিন অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল, ১১০ ভোল্ট এসি, রেট্রোফিটেবল ইন এক্সিসটিং সিএলএস হাউসিং এবং কম্প্যাটিবল উইথ এসি এলইডি ইসিআর। ২,৭২,৭৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১২ থেকে ১৩-এর জন্য)। **(১৪) ২১২৪১৩৮১এ,** কাপলার বডি এবং শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৫) ২১২৪১১১৪,** ব্রেক সিলিন্ডার ইত্যাদি। ১,৮৫,৯৬০ টাকা। **(১৬) ২১২৪১৩৬৪,** অটোমেটিক প্রেশার মোডিফিকেশন ইত্যাদি। ২,২৫,৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৫ থেকে ১৬-এর জন্য)। **(১৭) ২১২৪১০৩৮,** কাপলার রড (এয়ার ব্রেকের জন্য) বিওএক্সএন ওয়াগন ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৬৯,১৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৮) ০১২৪১০১৭,** ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শিট ইত্যাদি। ৭,৫৩,৪৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৪.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৯) ০৫২৪১২৭৫এ,** ৭টি উপাদান সহ পিইউ পেন্টস কিট-এর সংগ্রহের কাজ। ৪,৭৮,৫৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৮.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২০) ০৮২৪১০৫৯,** ১১০ ভোল্ট ডিসির জন্য রেক্টিফাইং তথা রেগুলেটিং সরঞ্জাম সমেত ৪.৫ কেডব্লু অল্টারনেটর। ৪,৩৬,৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২১) ২১২৪১০২৭,** কাসনাব-২ এবং এইচ বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কনট্যাক্ট পলিইউরিথেন (পিইউ) সাইড বগি ইত্যাদি। ৯,২৬,৩৬০ টাকা। **(২২) ২১২৪১১৪৬,** কাসনাব বগির জন্য স্প্রিং প্ল্যাঙ্ক সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ১,২৭,৫৬০ টাকা। **(২৩) ২১২৪১২০৮এ,** মডিফায়েড ইলাস্টোমেরিক প্যাড (ডিজাইন-এ) কমপ্লিট ইত্যাদি। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৪.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২১ থেকে ২৩-এর জন্য)। **(২৪) ২১২৪১১২৮এ,** পাইপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি। ১,২১,০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৬.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৪) ২১২৪১১২৮এ,** পাইপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি। ১,২১,০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৬.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৫) ১৪২৪১১০৪,** টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদ করা পরিমার্জন সমেত স্পেসিফিকেশন নং আইআরএসঃএস-৬৩/২০১৪ (রেভ. ৪.০) অনুসারে উচ্চ পরিবাহিতাযুক্ত তামার কনডাক্টর আকার ঃ ২৪ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি সমেত আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবেল (হেভি ডিউটি)। ১,৫০,২৭০ টাকা। **(২৬) ২১২৪১০৭৩,** কাসনব বগির জন্য ব্রেক বিম কমপ্লিট ইত্যাদি। ৪,১৪,৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১১.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৫ থেকে ২৬-এর জন্য)। **(২৭) ১৪২৪১০১৭,** (যদি সাম্প্রতিকতম কোনো সংস্করণ ও পরিমার্জন থাকে সেটি সমেত) আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভার-৩) অনুসারে সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল ধরনের অ্যাক্সেল কাউন্টারের জন্য ওয়েব ডিটেক্টর সংগ্রহের কাজ। ১,১৪,৭৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ২৭-এর জন্য)। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির সংশোধনী যা **www.ireps.gov.in**-এ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি দেখুন ঃ ১৪২৪১০৯১-এর খোলার নির্ধারিত তারিখ ১৬.০৯.২০২৪ এবং ০৮২৪১৬১৫-এর খোলার নির্ধারিত তারিখ ২৩.০৯.২০২৪। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-40/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I/Br-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/10/24-25
Name of the Work: **Repairing and replacement work of damaged electrical item at Utsav Bhavan Community Hall & Muktadhara Manch in Ward No. 2 under BR-I**; Estimated Amount : **Rs. 2,44,557.00**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/13/24-25
Name of the Work: **Improvement of lighting system at 1, Kumartuli Street and other places in Ward No. 8**; Estimated Amount : **Rs. 2,49,897.00**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/09/24-25
Name of the Work: **Improvement of lighting system at Raja Raj Ballav Street, D.C. Banerjee Street and different other places in Ward No. 8**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,860.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/11/24-25
Name of the Work: **Installation of 02 (two) nos water fountain with lighting arrangements at Kadam Tala Pond in Ward No. 3**; Estimated Amount : **Rs. 4,89,949.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/04/24-25
Name of the Work: **Restoration of earthing, muffing & jacketing at Gopal Chatterjee Road and different other places in Ward No. 1**; Estimated Amount : **Rs. 1,75,564.00**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/13/24-25
Name of the Work: **Improvement work of lighting arrangement at Tala Jheel Park in Ward No. 5 under BR-I**; Estimated Amount : **Rs. 3,49,493.00**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/10/24-25
Name of the Work: **Improvement work of lighting system at Cossipore Road, Dilarjung Road and different other places in Ward No. 6 under BR-I**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,891.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **28 Days**;

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z1/B1/W5-6/1/24-25
Name of the Work: **Repairing and replacement work of decorative lighting system in Ward No. 5 & 6 under BR-I, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 2,11,478.00**; Earnest Money : **Rs. 4,300.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/10/24-25
Name of the Work: **Improvement work of lighting system at Manmatha Nath Dutta Road, Manmatha Ganguly Road and different other places in Ward No. 5 under BR-I**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,975.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**; Last Date & Time of submission of Bid : **24.09.2024 at 1.15 p.m.** (for Sl. no. 1 to 9); The bid forms and other details are available on and from **11.09.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 5) & **11.09.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 6 to 9); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 9)

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/13/50/V/Z-II/24-25
Name of the Work: **Annual operation and maintenance of street lighting arrangement in Ward No. 50**; Estimate Amount : **Rs. 4,99,908.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(2) NIT No.: LTG/130/49/V/Z-II/24-25
Name of the Work: **Improvement of park lighting system by LED light fittings at Shraddhananda Park in Ward No. 49**; Estimate Amount : **Rs. 1,95,761.00**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.09.2024 up to 6 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 1, 2)

(3) NIT No.: KMC/LTG/73/WD26/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at Bethune Row Bustee and other bustee in Ward No. 26, BR-IV**; Estimate Amount : **Rs. 1,98,271.00**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid (online) : **21.09.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 3); The bid forms and other details are available on and from **11.09.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 3)

(4) NIT No.: LTG/80/55/VI/Z-II/24-25
Name of the Work: **Renovation and replacement of old and damaged light fittings at Canel Street, Convent Road and other various places in Ward No. 55**; Estimate Amount : **Rs. 4,88,117.85**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(5) NIT No.: LTG/69/55/VI/Z-II/24-25
Name of the Work: **Urgent repairing of street lighting poles and other accessories at Convent Road Bridge and other areas in Ward No. 55**; Estimate Amount : **Rs. 1,46,248.00**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **21.09.2024 up to 4 p.m.** (for Sl. no. 4 & 5); The bid forms and other details are available on and from **11.09.2024 at 4 p.m.** (For Sl. no. 4 & 5)

(6) NIT No.: LTG/125/36/V/Z-II/24-25
Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at Shibtala Lane & other sites in Ward No. 36**; Estimate Amount : **Rs. 4,95,156.54**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **18.09.2024 up to 6 p.m.** (for Sl. no. 6); The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 6); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 6).

The Ex. Eng. (E)/LTG/Zone-V/BR-XIII, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTGV/115R/24-25/BPC (2nd Call)
Name of the Work: **Installation of new steel tubular posts adjacent to BSNL posts at water logging areas of Jadunath Ukil Road, Banerjee Para Road and other areas in Ward No. 115**; Estimated Amount : **Rs. 4,88,932.92**; Earnest Money : **Rs. 9,780.00**; Period of Completion : **35 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **24.09.2024 at 4 p.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 at 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

562/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৮২ সংখ্যা, বুধবার ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১

স্বর্ণযুগের বাঙালি শিল্পী

তিনি বাংলার প্রথম বোমার কারিগর, ভারতের প্রথম পতাকা এঁকেছিলেন তিনিই, কিন্তু আজ সেই মানুষটাই ইতিহাসে উপেক্ষিত। নাম হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। বিপ্লবী ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকার স্কেচ তৈরি করেন বিদেশের মাটি থেকে। সালটা ১৯০৭ ।জার্মানির স্টুয়ার্টগার্টে সেই পতাকা তুলে ধরেছিলেন ভিকাজী রুস্তম মাদাম কামা,একজন ভারতপ্রেমী স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্সি মহিলা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে বিশ্ব সোশালিস্ট কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে মাদাম ভিকাজি কামার সাথে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। হেমচন্দ্র চিত্রশিল্পী ছিলেন বলে, কথিত আছে মাদাম কামার অনুরোধে লাল,গেরুয়া ও সবুজ রঙের তেরঙ্গা পতাকা তৈরি করেন এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে মাদাম কামা সেই পতাকা উত্তোলন করে সারা বিশ্বে নজর কাড়েন। বেঙ্কাইয়ার জাতীয় পতাকার রূপ দিয়ে পরিবর্তন করে মাঝে সাদা রঙে চরকার জায়গায় অশোক চক্র আঁকেন। তা গৃহীত হয় ১৯৪৭ এর ২২ জুলাই। হেমচন্দ্র মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। সেখানে মেদিনীপুর কলেজে এফ.এ ক্লাসে পড়বার সময় অভিভাবকদের জোরাজোরিতেই ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শৈশব থেকেই ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। শেষে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এবং বউবাজার আর্ট গ্যালারিতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক এবং কলেজে রসায়নে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি নেন। একদিকে আঁকার হাত অপরদিকে রসায়ন, দুটিকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন স্বাধীনতার বিপ্লবে। হেমচন্দ্র ১৯০২ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে আসেন এবং তার মাধ্যমেই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ইংরেজবিদ্বেষ বশত ইংরেজ তাড়ানোর উদ্দেশ্যে অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কিছু লাট-বেলাটকে হত্যার জন্য যে গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন, হেমচন্দ্র তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষের বাংলা ও আসামে নানাস্থানে অপরিণত পরিকল্পনা প্রসূত ব্যর্থ অভিজানের সঙ্গে যুক্ত এই নায়ক অনুধাবন করলেন যে, যথার্থ বিপ্লবের জন্য যে সংঘঠন আর হাতিয়ার দরকার তা তাঁদের নেই। এমনকি, এই অভাব বোধটুকুও নেতা উপনেতার কারোর নেই। উপযুক্ত বোমা তৈরি, বাস্তব বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য তিনি ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে কিছুকাল কাটিয়ে বুঝে গিয়েছিলেন যে পরিবেশ মোটেই অনুকূলে নেই। তখনকার প্রবাসী ভারতীয়রাও বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা সম্ভব। অবশেষে একজন বিদেশী বিপ্লবীর পরামর্শে তিনি ফ্রান্সে যাওয়া স্থির করলেন। হেমচন্দ্র প্যারিসে নানাভাবে প্রচেষ্টার ফলে আসল বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির সদস্য হতে পেরেছিলেন এবং শক্তিশালী বোমা তৈরির ফর্মুলা শিখেছিলেন। যথাযোগ্য শিক্ষাগ্রহণের পর দেশে ফিরে কোমড় বেঁধে দেশের কাজে ব্রতী হন।

মহান ব্যক্তিদের মহান ঘটনা

মহান ব্যক্তিদের জীবনের কিছু মজার ঘটনা। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক অনটনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওনাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। একদিন এক মাতাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সাহায্য চাইতে এলে বিদ্যাসাগর বললেন, আমি কোন মাতালকে সাহায্য করি না। কিন্তু আপনি যে মধুসুদনকে সাহায্য করেন তিনিও তো মদ খান - মাতালের উত্তর। তখন বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, ঠিক আছে আমিও তোমাকে মধুসূদনের মত সাহায্য করতে রাজী আছি তবে তুমি তার আগে একটি মেঘনাদ বধ কাব্য লিখে আনেন। অনেক বছর আগের কথা। সে সময় আমেরিকান ট্রেনগুলো বেশ ধীরগতিতে চলত। দেরি করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকাল ৮টার ট্রেন রাত ৮টায় আসবে কি না সে বিষয়ে সবাই থাকত সন্দিহান। এমনই এক সময়ে বিখ্যাত রম্যসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একবার কোথাও যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর কামরায় উঠল টিকিট চেকার। মার্ক টোয়েন গম্ভীর মুখে চেকারের দিকে একটা 'হাফ টিকিট' বাড়িয়ে দিলেন। বুড়ো মানুষের হাতে 'হাফ টিকিট' দেখে টিকিট চেকার অবাক! তাঁর প্রশ্ন, 'কী মশাই, আপনি হাফ টিকিট কেটেছেন কেন? গোঁফ, মাথার চুল সবই তো সাদা। আপনি কি জানেন না চৌদ্দ বছরের বেশি হলে আর হাফ টিকিট চলে না?' মার্ক টোয়েনের সোজা জবাব, যখন ট্রেনে চড়েছিলাম, তখন তো বয়স চৌদ্দই ছিল। কে জানত, ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছতে এত দেরি করবে! 'পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে' সে সম্পর্কে একবার বক্তৃতা করছিলেন বারট্রান্ড রাসেল। বক্তৃতার মাঝখানে এক বৃদ্ধলোক দাঁড়িয়ে রাসেলের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, ওহে তরুণ তুমি বেশ বুদ্ধিমান এতে কারো সন্দেহ নেই। তবে পৃথিবী যে চ্যাপ্টা আর তা কচ্ছপের পিঠে করে বয়ে বেড়াচ্ছে তা মনে করেছ আমরা জানি না! রাসেল বৃদ্ধের কথা শুনে অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন,ঠিক আছে, তাহলে আপনি এবার বলুন, ওই কচ্ছপটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? বৃদ্ধ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, হুঁ, আমি তোমাকে বলে দিই আর তুমি তা শিখে ফেল আর কী! সেটা হতে দেবনা। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপাল রায়কে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখে পাঠালেন, আজকাল আপনি কাজে অত্যন্ত ভুল করছেন। এটা খুবই গর্হিত অপরাধ। এজন্য কাল বিকেলে আমার এখানে এসে আপনাকে দণ্ড নিতে হবে। চিন্তিত, শঙ্কিত নেপালবাবু পরদিন শশব্যস্ত হয়ে কবির কাছে উপস্থিত হলেন। আগের রাতে দুশ্চিন্তায় তিনি ঘুমাতে পারেননি। পাশের ঘর থেকে একটি মোটা লাঠি হাতে আবির্ভূত হলেন কবি। বললেন, আপনার দণ্ড!

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

অর্থ উপার্জন করার রাস্তা তৈরি করতে হবে। তার জন্য পরিশ্রম করার খুবই প্রয়োজন। পরিশ্রম না করতে পারলে আয় বৃদ্ধি পাবে না। সম্পদ বৃদ্ধি পাবে না। শুধু মাত্র ঈশ্বরের নামগান করলে চলবে না। তিনি কর্ম দিয়েছেন। কর্ম করতে হবে। না হলে বিপদ। কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম করলেই ফল লাভ করতে পারবে। সৎ কর্ম সৎ ফললাভ নিশ্চয় হবে। অসৎ পথে আয় করার চেষ্টা করবে না। দিনে একবার ঠাকুরের নাম নিলেও ঈশ্বর সাধনা সিদ্ধ হবে। সারা দিন ধরে ঈশ্বরের সাধনা না করলেও চলবে। সারা দিন ধরে কাজ করো তাহলে ঈশ্বরের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা। এ ইউ সিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকেপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পর দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন'

রবীন্দ্রকুমার শীল

আজকে কলকাতা মহিলারা যে রাত দখল করার জন্য আন্দোলন করতে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পরে আর একটি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আন্দোলন করার খুবই প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারত লাভ করলো ১৯৪৭ সালে। কিন্তু সংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করার গেল না। ১৮৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল যা রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার থেকে শুরু করে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সহ আরও অনেকে করে গিয়েছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন খুবই উচ্চাঙ্গের হতে পেরেছিল বলেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল উপনিবেশগুলিকে আর তাদের শাসনে রাখা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। উপনিবেশ দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করার উপরে জোর দিয়েছে। সেইখান থেকেও প্রবল চাপ আসতে শুরু করেছে ইংরেজদের উপরে। সেই চাপকে সহ্য করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তার ফলেই ব্রিটিশ সরকার বহু চিন্তাভাবনা করেই একের পর এক উপনিবেশ দেশগুলিকে স্বাধীন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তার ফলেই ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলো। গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করলো। এই রাজনৈতিক স্বাধীন লাভ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বাংলা থেকেই যা বিপ্লবী অরবিন্দ শুরুটা করেছিলেন। তিনি পথ দেখিয়েছিলেন কীভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে দেশকে স্বাধীনতার জন্য বাংলাকে আন্দোলনমুখী করে তোলা যেতে পারে। তার জন্য তিনি 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যদিও তার আগে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন' (১৯০৫) শুরু হয়ে গিয়েছিল যার পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ইংরেজ শাসকদের নীতির বিরোধিতা করার সময় এসে গিয়েছে। যে বাংলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করতে একজোট হয়েছিল সেই বাংলা আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে বাংলা এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে চায়। ইংরেজদের সব সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। এর আগে থেকে রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং নারী মুক্তি আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল সেখানেই কিন্তু লুকিয়ে ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শিকড়। সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য রাজা রামমোহন রায় একের পর এক যুক্তিবাদী হিন্দু শাস্ত্র রচনা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি দেখাতে শুরু করলেন যে যুগের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র এখন একেবারে অচল। নতুন করে হিন্দু শাস্ত্র রচনা করতে হবে যেখানে সবার স্বাধীনতা থাকবে। শাস্ত্র দ্বারা মানুষকে আর বেশি নিস্পেষিত করা যাবে না। বিশেষ করে মহিলাদের ওপরে শাস্ত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের একক চেষ্টায় যে নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার হতে পেরেছিল আর আজকে আবার কলকাতায় এখন নারী স্বাধীনতা লাভ করার দিকে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তখন বাংলার নবজাগরণের কথা এসে পড়ছে।

কলকাতার বর্তমান নারী মুক্তি আন্দোলন বা নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এক শ্রেণি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। তারা এই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অতীতে এই বাংলায় যখন নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখনও রক্ষণশীলপন্থীরা অতি সক্রিয় ছিল। তারা নারী স্বাধীনতা বা নারী শিক্ষা আন্দোলনকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের সহ অন্যান্য পণ্ডিতেরা নারী শিক্ষা আন্দোলনকে আরও বেশি সক্রিয় হলে কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীলপন্থীরা। তারা আর সাহস করে এগিয়ে আসেনি বাধা দিতে। তার ফলে সতীদাহ প্রথা এবং বিধবা বিবাহ প্রথা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহিলা স্কুল খুলতে শুরু করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নারী মুক্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে গেলে শিক্ষিত নারীদের সহযোগিতা র প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি করতে হবে। তবেই ধর্মীয় কুসংস্কারগুলিকে দূরীভূত করা সম্ভব। সেই কারণে বাংলার মনীষীদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা রাজা রামমোহন রায় সূচনা করে গিয়েছিলেন।

বাংলায় যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলেই ছিল নারী মুক্তি। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথাকে নিবারণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন পাশাপাশি তিনি যুগোপযোগী নতুন শাস্ত্র রচনার করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে এই সব কিছু করার মূলে ছিল নারী মুক্তি। নারীদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে উদ্ধার করতে হবে এটাই ছিল রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সেই সময়ে কোনও মহিলারা রাজা রামমোহন রায়কে সমর্থন করতে সাহস করেনি। তার ফলে রাজা রামমোহন রায়কে বেগ পেতে হয়েছিল। মহিলারা তখন রাজা রামমোহন রায়কে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার মহিলারা তখন আলোর পথ দেখতে পায়নি। মহিলাদের আলোর পথ দেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার উচিত ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। তাহলে ভারতের সব নারীরা তখনই বিদ্যালয়ে অংশ গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু বাংলার মতো। তখন অন্য প্রদেশগুলি সক্রিয় ছিল না। সেখানকার মহিলা থেকে শুরু করে পুরুষরাও পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস পায়নি যা বাংলায় করা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে সর্বভারতীয় নবজাগরণ হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে গেল। শুধু মাত্র বাংলায় নবজাগরণ হলো। আর ভারতের অন্য প্রদেশগুলি তখন ঘুমিয়ে থাকলো। বাংলার নবজাগরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সাংস্কৃতিক

স্বাধীনতার অন্দোলন। শিল্প সাহিত্যে তখন নতুন জোয়ার আসতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। নব্য ভাবনা দিয়ে শিল্পকলা তৈরি হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছে। তাকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি অর্জন করতে পারছে না রক্ষণশীলপন্থীরা। বাংলা তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নতুন ধারাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যার ফলে পুরানোর সাংস্কৃতিক বোধ ক্রমশ লুপ্ত হতে শুরু করেছে। ধর্ম ভীরু নারীদের মনে সাহস দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকেরা। থেমে থাকেন কবি সাহিত্যিকেরা। তারাও নারী স্বাধীনতা পক্ষে কলম ধরতে শুরু করেছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ফেললেন 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' মতো শক্তিশালী স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে সমর্থন করে উপন্যাস। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও লিখলেন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। সেই সব কাব্যে তিনি নারীদের শৌর্য বীর্যের কথাকে সামনে নিয়ে উপস্থিত করলেন। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সেই সময়ে বাংলার রক্ষণশীলপন্থীরা পড়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। রক্ষণশীলপন্থীরা সনাতন রামায়ণকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকে। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে ভারতের মহাকাব্য রামায়ণের ওপরে আঘাত দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করতে শুরু করে রক্ষণশীলপন্থীরা। এর ফলে যোল বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ভারতের জাতীয় চরিত্র রামকে এই রকমভাবে হেয় করাটা বালক রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে নিতেপারেননি একটি সময়ে। পরে তিনি 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র ওপরে তীব্র কষাঘাত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র তীব্র যে সমালোচনা করেছিলেন তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন।

রক্ষণশীলপন্থীরা নারী মুক্তি আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা নবকৃষ্ণদেব। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনকে লুপ্ত করে দেওয়ার জন্য বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বিলাতে সেই প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীলপন্থীদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। পরে তিনি প্রিভি কাউন্সিল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে কলকাতায় ওসে উপস্থিত হলেন বেথুন। নিজের চোখে দেখলেন ভারতীয় নারীদের দুঃখদুর্দশা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে নারীদের দুঃখখ দুর্দশার মূলে রয়েছে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এর হাত থেকে নারীদের মুক্তি দিতে গেলে প্রয়োজন নারী শিক্ষার। সেই কারণে বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়কে আর শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে। বিদ্যাসাগরও এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন বহু সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। তবে তিনি বেথুন স্কুল স্থাপন করার ব্যাপারে তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সহযোগিতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলে পরিচালন সমিতির প্রধানও ছিলেন। তিনি ছাত্রীরা যাতে স্কুলে আসতে পারে তার জন্য পালকির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাত্রী স্কুলে আসলে দশ টাকা করে পাবে তার ব্যবস্থা করে ফেলেন। এর ফলে রক্ষণশীলপন্থীরা যেভাবে বেথুন স্কুলে বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল তা করা আর সম্ভব হল না। তারা প্রথমে বেথুন সাহেবের দিকে তাক করে বলতে শুরু করেছিল যে স্কুল স্থাপিত হল কিন্তু ছাত্রী কোথা থেকে পাবে। সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও পরিবার তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠানো ইচ্ছা প্রকাশ না করে তার জন্য ঘোষণাপত্র দিতে শুরু করে শোভাবাজারের রাজার পরিবার এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত থেকে এর বিরোধিতা করে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তাতে ছাত্রীর অভাব দেখা দেয়নি। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যাকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকী তিনি বাংলায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করে ফেলেছিলেন বেথুন সাহেবের নির্দেশে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে প্রবল বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল রক্ষণশীলপন্থীরা। মেডিকেল কলেজের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন মেডিকেল কলেজে। সেই সময়ে রীতিমতো সেনা বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল মেডিকেল কলেজের চারপাশে যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হতে পারে। পরে মধুসূদন যেস্থানে বসবাস করতেন সেখানে তাঁকে সামাজিক বয়কট করেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্ম তখন এত বেশি শক্তিশালী ছিল যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তার বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। এখানেও বিদ্যাসাগর এবং বেথুন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাই স্বাধীন বারত গড়তে সাহায্য করেছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে শুরু করে সুভাষ চন্দ্র বোস সবাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। মহিলাদের মধ্যে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, কবি প্রিয়ংবদা দেবী, কামিনী রায়, মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বাণী দাস সবাই কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। শিক্ষা এবং জাতীয়তাবোধ মিলে মিশে এক হয়ে নারীদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিল সমাজ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (ক্রমশ)

সত্যিই কি কলকাতা পুলিশ দুর্বল,নাকি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধীর শিকার ?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ৯ আগস্ট আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে গোটা রাজ্যে। সিবিআইয়ের অভিযোগ, কলকাতা পুলিশের জন্য ঘটনাস্থলে একাধিক ব্যক্তির প্রবেশের দরুন একাধিক তথ্য প্রমান লোপাট হয়েছে। সেই সঙ্গে মৃতা চিকিৎসককের পরিবারের দাবি, পুলিশ কিছুতেই মৃতাকে দেখতে দিতে চাইছিলেন না। আড়ালে পুলিশ নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দেওয়ার অভিযোগও করেছেন। জুনিয়র চিকিসক থেকে সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকেই লালবাজারের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অনেকের দাবি, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল কোন রাজনৈতিক মদতে প্রকৃত সত্য গোপন করেছেন। এর ঘটনার নিরিক্ষে জুনিয়র চিকিৎসকরা পুলিশ কমিশনারকে মেরুদণ্ডের প্রতীকী তুলে দিয়েছেন। এর জন্য কলকাতা পুলিশের ভাবমূর্তি বলতে পারেন এককথায় তলানিতে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ আদতে এত দুর্বল নয়! লালবাজারে একাধিক দুঁদে পুলিশ অফিসার রয়েছে। কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার, যার নামের সাথে বহু দিনের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। কলকাতার যেখানে বিবাদী বাগ, তার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে বৌবাজার পর্যন্ত ছিল তকালীন ' এই রাস্তাটির ব্যাপ্তি। ইংরেজদের মতে রাস্তাটি ছিল ' স্ট্রিট অফ ক্যালকাটা'। অনুমান করা হয় যে, বর্তমান লালবাজার এলাকায় সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের একটি কাছারিবা।ি ছিল। দোলের সময়, লালদীঘি ও তার সংলগ্ন এলাকা আবির ও কুমকুমের রঙে লালবর্ণ ধারণ করত। সেই থেকেই লালবাজার নামকরণ, এমনই ধারণা অনেকের। ল্ডএই লালবাজারের প্রতিটি দেওয়ালে দেওয়ালে রয়েছে নানা ঘটনার রহস্য সমাধানের গল্প। তেমনি ১৮৯৭ সালের ১৬ আগস্ট অধুনা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের ম্যানেজার হৃদয়নাথ ঘোষকে তাঁর বাংলোয় নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। একাধিক তথ্য প্রমাণ পেয়েও আসল অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারছিলেন না পুলিশ আধিকারিকরা। এই রহস্যময় ঘটনার তদন্ত করার জন্য প্রথমবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে কলকাতায় বিশ্বের প্রথম সরকারি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো স্থাপিত হয়, মূলত স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি, খান বাহাদুর আজিজুল হক এবং রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু এই তিনজনের প্রচেষ্টার ফলে। বর্তমানে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে এই দফতর। এই লালবাজারে ছিলেন এক গোয়েন্দা। গল্পের ফেলুদা, ব্যোমকেশের রহস্যময় গল্পকেও হার মানতে বাধ্য করবে এর তদন্ত প্রক্রিয়া। তিনি হলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৭৮ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৩ বছর এই বিভাগে কাজ করেন। তাঁর লিখিত দারোগা প্রিয়নাথ গল্পে একাধিক তুখ। তদন্তের প্রমান মেলে। শহরে অপরাধ সমাধানে তাঁর চমকার কৃতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাযবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে। ল্ডশুধু ব্রিটিশ শাসনের জমানায় নয়, স্বাধীন ভারতেও একাধিক ঘটনার তদন্তে পুলিশকে বাস্তবের মাটিতে ফেলুদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল। আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকার গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার বইয়ে একাধিক ঘটনায় পুলিশের অসাধারণ তদন্তের কথা তুলে ধরেছেন। ল্ডতবে বর্তমানে পুলিশের তদন্তের দিক থেকে সাফল্যের ছবিটা কার্যত ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। ২০১৩ সালে ৭ জুন কলকাতা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কামদুনি গ্রামে ২০ বছর বয়সী এক কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ, গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা ঘটে। অপরাধীরা প্রমান লোপাটের জন্য ছাত্রীর পা নাভি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে, গলা কেটে তার লাশ পাশের মাঠে ফেলে দেওয়া হয়। এই কামদুনিকাণ্ডে প্রতিবাদের দাবিতে উত্তাল হয়েছিল গোটা বাংলা। এই ঘটনায় পরিবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। মৃতার বান্ধবী মৌসুমি কয়ালের অভিযোগ, পুলিশ আধিকারিক বিনীত গোয়েল একাধিক তথ্য প্রমান নষ্ট করেছেন। এর জন্য সিআইডি আসল তথ্য প্রমান পান নি। এর দরুন চার জন অপরাধী হাইকোর্টে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। কামদুনিকাণ্ডের ১১ বছর পর আরজিকরে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আবারও সেই পুলিশ আধিকারিক বিনীত গোয়েলের তদন্ত নিয়ে উঠেছে গাফিলতির অভিযোগ। ল্ডএসবের উপর দোসর হয়েছে চুক্তি ভিত্তিক কিছু পুলিশ কর্মী যারা সিভিক ভলেন্টিয়ার নাম পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুলিশ কর্মী হিসেবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে এবং পুলিশ বিভাগ অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তাঁদের উপর। এই আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং আইনের পাঠ না জানা সিভিক কর্মীদের দল পুলিশের সার্বিক মান খারাপ করার পিছনে অনেকটাই দাই বলে মনে করছেন সংশিষ্ট মহল।ল্ডলালবাজারে একাধিক তাব। তাবড় পুলিশ আধিকারিকেরা রয়েছেন, সেই সঙ্গে আছেন অভিজ্ঞ গোয়েঃদারা। তবে কেন এত গাফিলতির অভিযোগ? সত্যিই কি রহস্য সন্ধানে পুলিশ এখন দুর্বল? নাকি রাজনৈতিক চাপের মুখে পুলিশ ভুলে গিয়েছেন তাঁদের দায়িত্ব ,কর্তব্য , মানবিকতা এমনকি তাঁদের ঐতিহ্য । তবে কি উঠে যাবে সেই প্রবাদ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ! চলে যাবে মানুষের মন থেকে পুলিশের প্রতি সম্ভ্রম , ভয় ও ভরসা ? এমত অবস্থা একান্তই কাম্য নয়, অরাজকতা একান্তই কাম্য নয় কিন্তু সময় তো সাক্ষী আছে যখনি দুর্নীতি , অত্যাচার , অবক্ষয় গ্রাস করেছে সমাজকে তখনি জনগণ নেমে পড়েছেন রাজপথে আর প্রমান করেছেন যে তাঁরাই রাজার রাজা আর তাতে সামিল ও হয়েছেন পুলিশ , প্রশাসনের মানব সত্তা অধিকারী বহু মানুষ । এক্ষেত্রে কি হবে। পুলিশ কি ফিরতে পারবে তার সেই পুরানো মহিমা নিয়ে? কে দেবে সেই ফিরে আসার নেতৃত্ব ? কোনো জননেতা কিংবা জনতা হয়তো বা পুলিশ নিজেই। বলতে পারবে শুধু মাত্র সময়।

সব কিছুই একটি অজানা দেওয়া নেওয়ার খেলা, এর সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করুন

একদিন একটা গরীব ছেলে রাস্তায় হাঁটছিলো। সে তার লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করার জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করতো। ছেলেটার গায়ে ছিল একটা জীর্ণ মলিন পোষাক। সে ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিল। সে ভাবলো যে পরে যে বাড়ীতে যাবে, সেখানে গিয়ে সে কিছু খাবার চাইবে। কিন্তু সে যখন একটা বাড়ীতে গেল খাবারের আশা নিয়ে, সে ঘর থেকে একজন সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এলেন। সে খাবারের কথা বলতে ভয় পেল। সে খাবারের কথা না বলে শুধু এক গ্লাস জল চাইল। মহিলা ছেলেটার অবস্থা দেখে বুঝলেন যে সে ক্ষুধার্থ। তাই তিনি ছেলেটাকে একটা বড় গ্লাস দুধ এনে দিলেন। ছেলেটা আস্তে আস্তে দুধটুকু খেয়ে বলল, আপনাকে আমার কত টাকা দিতে হবে এই দুধের জন্য? মহিলা বলল তোমাকে কোন কিছুই দিতে হবে না। ছেলেটা বলল,আমার মা আমাকে বলেছেন কখনো করুণার দান না নিতে। তাহলে আমি আপনাকে মনের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

ছেলেটার নাম ছিল স্যাম কেইলি। স্যাম যখন দুধ খেয়ে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে এল, তখন সে শারীরিক ভাবে কিছুটা শক্তি অনুভব করলো। স্যাম এর বিধাতার উপর ছিলো অগাধবিশ্বাস । তাছাড়া সে কখনো কিছু ভুলতো না। অনেক বছর পর ঐ মহিলা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। স্থানীয় ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তখন তাকে পাঠানো হল একটা বড় শহরের নামকরা হাসপাতালে যেখানে দুলর্ভ ও মারাত্মক রোগ নিয়ে গবেষণা ও চিকিৎসা করা হয়। ডা ঃ স্যাম কেইলিকে এই মহিলার দায়িত্ব দেওয়া হলো। যখন ডাঃ স্যাম কেইলি শুনলেন যে মহিলা কোন শহর থেকে এসেছেন, তার চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা আলো যেন জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি ঐ মহিলাকে দেখতে গেলেন। ডাক্তারের এপ্রোন পরে তিনি মহিলার রুমে ঢুকলেন এবং প্রথম দেখাতেই তিনি মহিলাকে চিনতে পারলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে যেভাবেই হোক তিনি মহিলাকে বাঁচাবেনই। ঐ দিন থেকে তিনি ঐ রোগীর আলাদা ভাবে যত্ন নেওয়া শুরু করলেন। অনেক চেষ্টার পর মহিলাকে বাঁচানো সম্ভব হল। ডাঃ স্যাম কেইলি হাসপাতালের একাউন্টেন্টকে ঐ মহিলার চিকিৎসার বিল দিতে বললেন, কারণ তার সাইনছাড়া ঐ বিল কার্যকর হবে না। ডাঃ স্যাম কেইলি ঐ বিলের কোণায় কি যেন লিখলেন এবং তারপর সেটা ঐ মহিলার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মহিলা ভীষণ ভয় পাচ্ছিলেন বিলটা খুলতে কারণ তিনি জানেন যে এতো দিনে যে পরিমাণ বিল এসেছে তা তিনি সারা জীবনেও জীবনেও শোধ করতে পারবেন না। অবশেষে তিনি বিলটা খুললেন এবং বিলের পাশ দিয়ে লেখা কিছু কথা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি পড়তে লাগলেন, আপনার চিকিৎসার খরচ হল পুরো এক গ্লাস দুধক্ষ্ম এবং বিলের নিচের সাইন করা ছিলো ডাঃ স্যাম কেইলির নাম। মানুষকে সাহায্য করুন, যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব। হয়তো এই অল্প সাহায্যের ফল হিসেবে আপনি এমন কিছু পাবেন যা কখনো আপনি চিন্তাই করেননি! মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে কোথা থেকে আপনার বিপদের সময়ে সাহায্য এসে উপস্থিত হবে তা আপনি নিজেও জানতে পারবেন না। সব কিছুই একটি অজানা দেওয়া নেওয়ার খেলা। এর সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করুন। সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ১০টি সাইকেল ও ১টি টোটো, গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গত সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত অম্বিকানগর এলাকা থেকে একটি সাইকেল চুরি হয়। এরপর নিউ জলপাইগুড়ি থানায় সাইকেল চুরির লিখিত অভিযোগ জমা পরতেই তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সোর্স মারফত নিউ জলপাইগুড়ি থানা সংলগ্ন এনজেপি রেল হাসপাতাল মোড় থেকে বিভাস দত্ত নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে শিলিগুড়ি টিকিয়াপাড়া থেকে আরো ১০ টি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ। অন্যদিকে ৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গেটবাজার এলাকা থেকে একটি টোটো চুরি যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গত সোমবার সৌরভ দে ও সুকুমার দাস নামে, দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া টোটোটি। জানা গেছে, চুরি যাওয়া টোটোটি এনজেপি কাশ্মীর কলোণী এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রেখেছিল দুস্কৃতিরা। মঙ্গলবার তিনজনকেই জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

স্কুলছাত্রীর দেহ উদ্ধার ফুলিয়ায়, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার ফুলিয়ায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত দেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছে। তবে কারণ ঘিরে ধোঁয়শা রয়েছে। বাড়ির লোক জানিয়েছে কোনও সমস্যার কথা সে বাড়িতে বলেনি। রানাঘাট পুলিশ মর্গে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত পড়ুয়া শান্তিপুর থানার ফুলিয়ার সবুজপল্লী এলাকার বাসিন্দা। বাবা অনুষ্ঠান বাড়িতে রান্না করেন। দিদি পড়াশোনার পাশাপাশি, স্থানীয় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন। ফলে বেশিরভাগ দিনই বাড়ি ফাঁকা থাকে। সোমবার বিকেলে নাবালিকার দিদির কাছে খবর যায় তাঁর বোনের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা। ছাত্রীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর যায় পুলিশে। মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন মৃত ছাত্রী স্কুলে গিয়েছিল। বাড়ির সকলে তাঁদের কাজে চলে যান। সে কখন ফিরেছে? স্কুলে বা রাস্তায় কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তা কিছুই জানে না পরিবার। প্রতিবেশীর থেকে খবর পেয়ে তারা বাড়িতে এসে দেখেন এই অবস্থা। ছাত্রীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। কোনও প্রেম ঘটিত কারণে নিজেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাবালিকা? নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে। তবে বাড়ির লোক জানিয়েছেন, সে প্রতিদিন নিয়ম করে স্কুলে যেত। কোনও সমস্যার কথা পরিবারে কোনও দিনই জানায়নি। পরিবারেও কোনও অশান্তি ছিল না। গোটা বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, স্কুল ছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

বিষ খেয়ে জনৈক বৃদ্ধের আত্মহত্যা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিষ খেয়ে জনৈক বৃদ্ধের আত্মহত্যার ঘটনা হাওড়ার লিলুয়ায়। রবিবার ওই ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম শিবচরণ শরাফ (৬৪)। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার গুহ রোডে। বাড়ির লোকেরা বিষয়টি জানতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিষ বা কীটনাশক জাতীয় কিছু খেয়েই আত্মহত্যা করেন তিনি। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সমবায় নির্বাচনে জামালপুরে আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

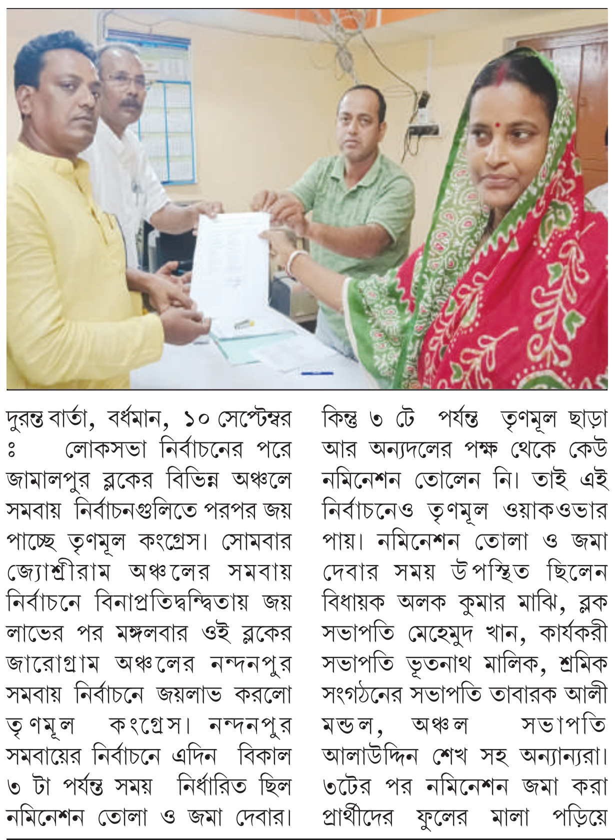

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের পরে জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় নির্বাচনগুলিতে পরপর জয় পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার জ্যোশ্রীরাম অঞ্চলের সমবায় নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভের পর মঙ্গলবার ওই ব্লকের জারোগ্রাম অঞ্চলের নন্দনপুর সমবায় নির্বাচনে জয়লাভ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। নন্দনপুর সমবায়ের নির্বাচনে এদিন বিকাল ৩ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারিত ছিল নমিনেশন তোলা ও জমা দেবার। কিন্তু ৩ টে পর্যন্ত তৃণমূল ছাড়া আর অন্যদলের পক্ষ থেকে কেউ নমিনেশন তোলেন নি। তাই এই নির্বাচনেও তৃণমূল ওয়াকওভার পায়। নমিনেশন তোলা ও জমা দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ সহ অন্যান্যরা। ৩টের পর নমিনেশন জমা করা প্রার্থীদের ফুলের মালা পড়িয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি। বিধায়ক থেকে ব্লকসভাপতি প্রত্যেকেই জানান, রাজ্যে যে উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন তার সুফল পাচ্ছে গ্রাম বাংলা। কৃষকদের জন্য যা করা হয়েছে তা আগে কোনোদিন করা হয়নি। সমাজের প্রতিটা স্তরের মানুষের কথা ভেবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমন কোন পরিবার নেই যারা একটাও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করেই জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সমস্ত নেতা কর্মী সর্বদা মানুষের আপদে-বিপদে, আনন্দে-উৎসবে, প্রয়োজনে পাশে থাকেন। তাই ব্লকের মানুষের আস্থা একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের উপরেই। সেই কারনেই বিরোধীরা নমিনেশন জমা করতে পারছেন না। ১২ জনের নমিনেশন জমা করেন তৃণমূল। সঠিক নিয়ম মেনে কৃষক স্বার্থেই নবনির্বাচিতরা কাজ করবে বলেই আশাবাদী জামালপুরের ব্লক নেতৃত্ব।

নদীয়ায় ২৫০ টির ও বেশি মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দিল রানাঘাট পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা সময় উঠে আসে নানা অভিযোগ, সেটা সাধারণ মানুষের তরফে হোক বা রাজনৈতিক দলের তরফে। কিন্তু সব কিছুকে পেছনে ফেলে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সর্বদাই যে তারা মানুষের কাজে নিয়োজিত তা আবারও একবার প্রমান করলো নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলা। এদিন ২৫০ টিরও বেশি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সঠিক মালিকের হাতে তুলে দিলো রানাঘাট পুলিশ জেলার তরফে। বিভিন্ন সময় নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় প্রমান সহ মোবাইল এর গমালিক দের হাতে ফিরিয়ে দিল শান্তিপুর থানা। এদিন রানাঘাট পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে শান্তিপুর থানার উদ্যোগে প্রায় ২৫০ টিরও বেশি মোবাইল ফোন মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল্টু হালদার, এস ডি পি ও শৈলজা দাস, সি আই শান্তিপুর গোবিন্দ বিশ্বাস, শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মালাকার, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী, শান্তিপুর পৌরসভার পৌরপতি সুব্রত ঘোষ, উপপৌরপতি কৌশিক

প্রামানিক সহ অন্যান্যরা। যদিও মোবাইল ফেরত পেয়ে যথেষ্টই খুশি মোবাইল গ্রাহকরা। যদিও মোবাইল নিতে আসা গ্রাহকরা জানিয়েছেন, কারোর দু'বছর আগে কারোর তিন বছর আগে ফোন চুরি কিংবা হারিয়ে গেছে, তারপর শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। গত কয়েকদিন আগে পুলিশের তরফে প্রত্যেককে ফোন করা হয়, এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ফোনগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবারে তাল ও কেওড়ার বীজ রোপন করলেন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবার তাল ও কেওড়া ফলের বীজ রোপন করা হল সুন্দরবনে। মঙ্গলবার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌখালী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র সংলগ্ন নদীর ধারে এই বীজ রোপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বোলপুর শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী নির্মল মহারাজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নীলিমা মন্ডল, গোসাবার বিডিও বিশ্বরুপ বিশ্বাস, সুন্দরবন উপকূল থানার ওসি মিজানুর রহমান সহ আরো অনেকে। এদিন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে তাল কেওড়া সহ একাধিক সুন্দরী গাছ বসানোর প্রয়োজন আছে। আর সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে এই গাছ গুলোকে বাঁচাতে হবে আমাদের। ম্যানগ্রোভ নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। ম্যানগ্রোভ ধ্বংসকারীদের আটকাতে পারে একমাত্র সুন্দরবনের মানুষই, তাই চোরা শিকারিদের হাতে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হতে দেবেন না, দরকারে রুখে দাঁড়ান, প্রশাসন আপনাদের পাশে আছে। সুন্দরবন বাঁচলে আমরা বাঁচবো, আর সুন্দরবনকে বাঁচানোর খুব প্রয়োজন। তাছাড়া সুন্দরবনের নদী ভাঙন আটকাতে গেলে ম্যানগ্রোভ গাছের বিকল্প কিছু নেই, তাই এই জাতীয় গাছের প্রয়োজন আরো বাড়ছে। বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন আটকাতে ও বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজন ও।

নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করলো স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার ১। পরিবেশ রক্ষার জন্য শুধুমাত্র সবুজ বাজি বিক্রিতেই ছাড়পত্র দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। তবে বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে শহরে নিষিদ্ধ বাজি বাজারে বিক্রি হয়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গান্ধী ময়দান সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করলো স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় একজনকে। উদ্ধার হওয়া বাজির বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/২০ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৬-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/১৭, কাজের নামঃ দুই বছর সময়ের জন্য আগরতলা ও শিলচর থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বিভিন্ন র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো ৫০০ কেভিএ ডিজি সেট (কিরোলস্কার নির্মিত)-এর পাশাপাশি আগরতলা ও শিলচর কোচিং ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ করা র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো এর সরঞ্জামের এসকর্টিং, অপারেশন, এ, বি ও সি পরীক্ষার জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৬,৬৭,৯৮৪.৬২ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২,০৩,৩০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ২, টেন্ডার নংঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/১৯, কাজের নামঃ দুই বছর সময়ের জন্য আগরতলা, শিলচর, কামাখ্যা, গুয়াহাটি থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বিভিন্ন র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো ৫০০ কেভিএ ডিজি সেট (কামিনস নির্মিত)-এর পাশাপাশি আগরতলা, শিলচর, কামাখ্যা, গুয়াহাটি কোচিং ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ করা র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো এর সরঞ্জামের এসকর্টিং, অপারেশন, এ, বি ও সি পরীক্ষার জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্যঃ ২৮,৫৭,১৪,৪৬৩.৮ টাকা; বায়নার ধন ঃ ১৫,৭৮,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১২৪-২০২৪-২৫-আর, কাজের বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য নৈহাটি আরআরআই কেবিনে ১৬টিআর (নির্মাতা ব্লু স্টার) ক্ষমতার ইনভার্টার ডাক্টেড প্যাকেজ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৮,৭৩৪ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩৭-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** দুই (০২) বছরের জন্য নিউ সিক লাইন/শিয়ালদহ এবং আরএইচএ-তে এআরটি ও এআরএমই ভ্যানের জন্য ১.৪ কেভিএ থেকে ২.৪ কেভিএ, ৬ কেভিএ এবং ১৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সেট-এর (যখন যেমন প্রয়োজন) অবস্থা ভিত্তিক মেরামতি এবং বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৮৭,৩৫২ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৩১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **ক্রম নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩৯-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** ভাবতা (বিএফটি)-তে নতুন পিএফ শেড নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,০৬,৫৬২ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৩০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্রম নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৪০-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** বেলডাঙা-পিএফ নং ১ এবং ২/৩-এ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার্থে পুরো আচ্ছাদিত শেড-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৬০,৫৪৬ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পর। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৯.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

SDAH-181/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রী অজয় তিওয়ারী পিতা রবীন্দ্রনাথ তিওয়ারী ঠিকানা গিরমিন্ট কলিয়ারী, পার্থরপুর, থানা- আসানসোল(উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 22/02/2024 তারিখে 1373 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) এবং অন্য শ্রী সুজিত কুমার তিওয়ারী পিতা রবীন্দ্রনাথ তিওয়ারী ঠিকানা গিরমিন্ট কলিয়ারী, পার্থরপুর, থানা- আসানসোল(উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 21/06/2024 তারিখে 4892 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) শ্রী দুলাল ঘোষাল পিতা নীলকান্ত ঘোষাল ঠিকানা আদর্শ পল্লী, পোঃ কাল্লা (CH) থানা (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 1108 তারিখ-12/02/2024 (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/11238 অথবা MN/2024/2305/11239 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - **আসানসোল - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ (ইপি-১)**
মৌজা – কাখয়া
জে.এল নং - 30
দাগ নং - 163
রায়তের নাম - **দুলাল ঘোষাল**
খতিয়ান – 198

JANAI GRAM PANCHAYAT

Vill-Janai PO-Janai Dist- Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai , Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :- **2 ND CALL NIT no-345/JGP dt 09.09.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_741241_2 Publish Date-10.09.2024 10.00 AM ;** Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (5 nos) for Jagannathbati IMIS Village (SBM G PART); Fund – SBM(G) ; Estimated Amount-Rs. 3,51,715.00 , Sl no 2 :- **2 ND CALL NIT no-346/JGP dt 09.09.2024 Tenderid-2024_ZPHD_741283_2 Publish Date- 10.09.2024 10.00 AM ;** Name of The Work- Estimate of Horizontal Filter Chamber (2 nos) for Jagannathbati IMIS Village (15th FC PART)) FUND:- 15th FC ;Estimated Amount-Rs. 1,40,686.00 Completion Time - **30 days** .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **16.09.2024, 14.00 PM** , DATE of opening technical & Financial BID **18.09.2024 14.00 PM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT

Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER (DAK DESPATCH NO- PGP/478, Dt.-10/09/2024

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of Modified leach pits with silt chamber for GWM at Pancharul Mouja. Last date of downloading documents up to **25/09/ 2024 at 11.00 PM.** Bid Opening date **27/09/2024 at 11.00 AM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল শাস্ত্র সেন্টার
সার্কেল অফিসঃ কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯তম তল), ১১ হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেলঃ cs8267@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এর প্রভিসো সহ পড়া হয়েছে। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক / ভৌত / সাংকেতিক দখল নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক / সিকিউরড ক্রেডিটর, ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য, নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে যেখানে আছে, যেমন আছে, এবং যা আছে বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গুলি) এবং গ্যারান্টার(গুলি) থেকে সুরক্ষিত পাওনাদার। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদের সময়সূচী

ক্রম নং.	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা / অ্যাকাউন্ট নম্বর, সম্পত্তি আইডি	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তি বন্ধক (কম)) / অবস্থান স্থানাঙ্ক	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া অর্থ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডির শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির মূল্য ঘ) ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০) মেসার্স চন্দ্রিমা কনস্ট্রাকশনাল কর্পোরেশন, প্রোঃ শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি অফিসঃ ১০৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৯। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৯২৩০০০১১৫৭৭ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএন[illegible]	বাণিজ্যিক দোকানের যে সমস্ত সম্পত্তি উল্লেখ করা হয়েছে তা 'ম্যাগনাম শপিং-কাম-রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স'-এর গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং প্রথম তলায় হোল্ডিং নং ১৪/১, কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, পোস্ট এবং থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪৪ বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে অবস্থিত, সমগ্র পরিমাপ ১০৬৮২ স্কো.ফিট. (জিএফ-৩৮০০ + এফএফ-৬৮৮২)। **মালিকের নামঃ শ্রী উৎপল সর্বাধিকারী। অবস্থানঃ ২২.৩৫৫০৮, ৮৮.৪৩৫৮৩**	ক) ০৪.০৭.২০১১ খ) টাকা ৯৮,৮৭,৪৫৭.০০ সঙ্গে আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ০২.০৬.২০১২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসারঃ প্রণব কুমার মোবাইলঃ ৯৮৭১৪ ৫৪৩৭৫	ক) টাকা ২,০৮,৪২,০০০.০০ খ) টাকা ২০,৮৪,২০০.০০ (২৭.০৯.২০২৪) গ) টাকা ৫০,০০০.০০ ঘ) ২৭.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে
২.	শাখাঃ পর্ণশ্রী পল্লী (০৮৫৯২০) মেসার্স ট্রেড লিংক প্রোঃ শ্রীমতি সানওয়ানা চক্রবর্তী ৮১, দাস পাড়া রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর বেহালা, কলকাতা-৭০০০৬৩ শ্রী জনাব সুশান্ত চক্রবর্তী (জামিনদার) অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৮৫৯২৫০০০৬২৯৩ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএনট্রেডলিংক	সমস্ত অংশ এবং জমির পার্সেল আংশিকভাবে জি+৩ তলা বিল্ডিং নাম এবং শৈলীর অধীনে সান্তি অ্যাপার্টমেন্টের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বিবেচনা করে ৬৮৪ বর্গফুটের একটি সুপার বিল্ট আপ এলাকা। পরিমাপ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ২১ ২১ স্কো.ফিট. কমবেশি বসতবাড়ির জমির ই/পি নং ৬০-এর আর.এস. নং ২০২ (পি), মৌজা-পূর্ব বরিশা, জে.এল. নং. ২৩, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর। **সম্পত্তির মালিকানাঃ শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী (জামিনদার) অবস্থানঃ ২২.৪৬১২, ৮৮.৩০৮৮৬৫**	ক) ২০.০৭.২০২৩ খ) টাকা ৩৯,৫২,০৭২.২১ সঙ্গে আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ০৭.১২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসারঃ সুশান্ত রঞ্জন মোবাইলঃ ৬২৯১৮৪৭০৫৩	ক) টাকা ১৫,৯২,০০০.০০ খ) টাকা ১,৫৯,২০০.০০ (২৩.১০.২০২৪) গ) টাকা ২৫,০০০.০০ ঘ) ২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে
৩.	শাখাঃ সরসুনা কলেজ (১৪৯২২০) অনুপ কুমার রায় এবং মৌসুমী রায় ১৯৮, অরবিন্দ বসু নগর, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৬১, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৪৯২৩০০৫২০০২৩ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএনঅনুপকেআররায়	গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটটি নং ১সি, দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে, কমবেশি ৮৩২ বর্গফুট পরিমাপ করা সুপার বিল্ট-আপ এলাকা যার মধ্যে রয়েছে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১ ডব্লু.সি. এবং ১ বারান্দা, মৌজা-দক্ষিণ বেহালা, পরগনা-বালিয়া, জেএল নং ১৬, রাজস্ব সমীক্ষা নং ৮১, সি.এস. খতিয়ান নং ৩১৩ এবং আর.এস. খতিয়ান নং. ৫৮২-এর অধীনে তৌজি নং ৩৫১, সি.এস. এবং দাগ নং ৩৮২, কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ৩১, যাদব ঘোষ রোড, থানানা-ঠাকুরপুকুর, ১২৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, কলকাতা-৭০০০৬১-এর মধ্যে গঠিত। **অবস্থানঃ ২২.৪৭৭৯২, ৮৮.২৯৫৩৬**	ক) ৩০.০৬.২০২৩ খ) টাকা ১০,৯৬,৩৭২.০০ সঙ্গে আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ০১.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসারঃ সায়ান সরকার মোবাইলঃ ৮২৪০৬১০৯২৫	ক) টাকা ২১,৬১,০০০.০০ খ) টাকা ২,১৬,১০০.০০ (২৩.১০.২০২৪) গ) টাকা ২৫,০০০.০০ ঘ) ২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে
৪.	শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০) মেসার্স সাই এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ শ্রীমতি সুদেষ্ণা বৈদ্য ২৩, কায়স্থপাড়া ৩য় লেন, কলকাতা-৭০০০৭৮ দীপ্তি দাস (বন্ধক, যেহেতু মৃত), আইনি উত্তরাধিকারী - নির্মাল্য দাস অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৩৭৪২৫০৩০১৬২৬ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএনসাইএন্টারপি	রায়ত দখলী সাঁত শালি জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক ১ কাঠা ১১ ছটাক এবং ২৭ বর্গফুট পরিমাপ এর মধ্যে গঠিত আর.এস. দাগ নং ৫৯৪৪-এর আর.এস. খতিয়ান নং. ১৭৮৬-এর মৌজার খতিয়ান নং ১৭৮৬ - আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, পরগনা-কলকাতা, কামারহাটি পৌরসভার অধীনে, ১৩ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ১৪৭ কুমুদ ঘোষাল রোডে অবস্থিত, আড়িয়াদহ, থানা-বেলঘোরিয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫৭। অবস্থানঃ ২২.৬৬৩২২, ৮৮.৩৬৭৯৪	ক) ০২.০৬.২০২৩ খ) টাকা ৭৮,২৩,৭৬৭.৭৭ সঙ্গে আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ১১.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসারঃ সুবীর পল মোবাইলঃ ৬২৯১৮ ৪৭০৫৩	ক) টাকা ৩০,৭২,০০০.০০ খ) টাকা ৩,০৭,২০০.০০ (২৩.১০.২০২৪) গ) টাকা ২৫,০০০.০০ ঘ) ২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে
৫.	শাখাঃ রায়বাহাদুর রোড (০৯৯০২০) মেসার্স অপারচুনিটি মার্কেটিং প্রোঃ সঙ্গীতা চ্যাটার্জি সত্য ভিলা, ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, বেহালা, পুরাতন বাজার, কলকাতা-৭০০০৩৪, পশ্চিমবঙ্গ শ্রী সৌম্যজিৎ চ্যাটার্জি (বন্ধক) অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৯৯০২৫০৩০২২২৭ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএনওপিপিমার্কেট	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল যাতে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম কিচেন রুম, একটি স্নান এবং ডব্লিউসি-তে প্রিভি, ৪৪৩.৮৯ বর্গফুট পরিমাপের একটি বারান্দা ১২ নং, 'সত্য ভিলা'র তৃতীয় তলের সামনের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত যার জমির পরিমাপ ৬ কাঠার কমবেশি মৌজা-বেহালা, জে.এল. নং. ২, আর.এস. খতিয়ান নং. ৪৫৬৯ সি.এস. দাগ নং. ৩৯৯২, আর.এস. দাগ নং. ১৩৫৮২, প্রাঙ্গন নং. ১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং. ১৩১, কলকাতা-৭০০০৩৪, থানা-বেহালা, জেলা-২৪ পরগণা দক্ষিণ-এ অবস্থিত। **মালিকঃ সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অবস্থানঃ ২২.৫০১৭০৯, ৮৮.৩১৫৬৫১**	ক) ২৪.০১.২০২২ খ) টাকা ৩১,৪৩,৯৮৬.৯৯ সঙ্গে আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২০.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার প্রাপ্ত) ডিলিং অফিসারঃ সায়ান সরকার মোবাইলঃ ৮২৪০৬১০৯২৫	ক) টাকা ১৪,৯০,০০০.০০ খ) টাকা ১,৪৯,০০০.০০ (২৩.১০.২০২৪) গ) টাকা ২৫,০০০.০০ ঘ) ২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে
৬.	শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০) মেসার্স সোয়ান ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ স্বর্গীয় মনসুর রহমান মোল্লার আইনগত উত্তরাধিকারীরা হলেনঃ শ্রী সাহানাবাজ মোল্লা, শ্রী কাদির নামাজ মোল্লা এবং শ্রীমতি জেবা মোল্লা সি৩/২৬/৯২/১-২৩২৬৯২১-২, পাঁচুরমন্ডল পাড়া, পোস্টঃ বিধানগড়, থানা-রবীন্দ্র নগর, কলকাতা-৭০০০৬৬ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৩৭৪৩০০০১১০৩৩ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউবিএনএসোয়ানইন্টার	মৌজা- পাঁচুর মন্ডল পাড়া, জেএল নং ৩, আরএস-এ অবস্থিত জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক নং ৩৫৪, তৌজি নং ৩৪৮, খতিয়ান নং ৪২৯/১, ১৩/৩ এবং ১৩/২, দাগ নং ১৭৪/৮৮৮, ১৭৪/৮৯১ এবং ১৭৪/৮৯০, জমির ক্ষেত্রফল ৫ (পাঁচ) কাঠা কমবেশি ১৪ কাঠা ১০ ছটাক ২৯ স্কো.ফিট. কমবেশি বাস্তু জমি সি৩/৯২/১-২, পাঁচুর মন্ডল পাড়া রোড, পোস্ট-বিধানগড়, থানা-রবীন্দ্র নগর, কলকাতা-৭০০০৬৬, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির মালিক হলেন শ্রী মনসুর রহমান মোল্লা (মৃত্যু), এখন আইনগত উত্তরাধিকারী হলেন শ্রী সাহানাবাজ মোল্লা, শ্রী কাদির নামাজ মোল্লা এবং শ্রীমতি জেবা মোল্লা। অবস্থানঃ ২২.৫৩৬১৯৬, ৮৮.২৬৮২৯৬**	ক) ২৯.০২.২০২৪ খ) টাকা ১,৩৬,০৩,৫০০.০৪ সঙ্গে প্লাস আরও সুদ এবং চার্জ। গ)২৭.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে) ডিলিং অফিসারঃ সুবীর পল মোবাইলঃ ৬২৯১৮৪৭০৫৩	ক) টাকা ২২,৬২,০০০.০০ খ) টাকা ২,২৬,২০০.০০ (২৩.১০.২০২৪) গ) টাকা ২৫,০০০.০০ ঘ) ২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে

সিকিউরড ক্রেডিটরদের জানা দায়-দায়িত্বের বিবরণ ঃ ব্যাঙ্কের কাছে জানা নেই

-ঃনিয়ম ও শর্তাবলীঃ-

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে 'যেমন আছে সেখানে ভিত্তি' এবং যেমন আছে তাই আছে এবং যা আছে ভিত্তি আছে
২. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৩. ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in**-এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০টে পর্যন্ত।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.ebkray.in** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।

তারিখঃ ১০.০৯.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত অফিসার (০৩৩-৪০২৭ ৭২১৪ / ৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(C)/Br.-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/001/24/2024-2025
Name of work : **Repairs to damaged I.P.S. Passages at 1/1A, 1/1B7/1 etc. Srishti Dhar Lane and other areas in Ward No. 001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,112.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/001/28/2024-2025
Name of work : **Repairs to damaged Asphultum Road disturbed by Water Supply Dept. from Jn. of BT Road to Udipa Housing complex on Kashi Nath Dutta Road in Ward No. 001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,816.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/002/14/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passages at 4, 7, 9 etc. Gour Sundar Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,50,252.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/002/17/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passages at 29/5, 29/6 etc. H.K. Sett Lane in Ward No. 002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,75,835.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/004/19/2024-2025
Name of work : **Repairs to sewer and its adjuncts at 1/H/5, 15/2D, Raja Manindra Road, 60A, 60/2, Rani Harshamukhi Road, 13D, Northern Avenue and other places in Ward No. 004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,807.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/004/21/2024-2025
Name of work : **Restoration of damaged I.P.S. footpath/passages at 5G/3, 6/2, 5C, 9/A, 12A, etc. Ranee Branch Road, 9A, 8, etc. Simlaipara Lane and other places in Ward No. 004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,70,925.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/004/27/2024-2025
Name of work : **Restoration of I.P.S. passage and footpath for upcoming festive season at different places in Ward No. 004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,325.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/005/18/2024-2025
Name of work : **Repairs to IPS footpaths at 5, 7, 8, 10 etc. Bonomali Chatterjee Street in Ward No. 005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,59,211.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/005/21/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS passage at 38/H, 38/1A etc. Raja Manindra Road in Ward No. 005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,22,788.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/005/24/2024-2025
Name of work : **Restoration of damaged IPS passages at 22, 24 Anath Nath Deb Lane and other surrounding areas in Ward No. 005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,887.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/002/13/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passages at 5A, 5/B/1C/1, 5/B/1C/3, 5/B/1E etc. Roy Para Bye Lane in Ward No. 002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,87,169.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/008/19/2024-2025
Name of work : **Painting of kerbs along with relaying of kerb and channels along Dr. Bipin Bihari Street, Shyam Square Lane etc. in Ward No. 008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,311.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/005/19/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS Footpath at Khelat Babu Lane in Ward No. 005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,88,825.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/001/21/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passages at 4C, 7/1PNC Lane and surrounding areas in Ward No. 001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,49,921.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/008/20/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS and Paver Block Pavements at for upcoming festival season at 519A, 580 etc Rabindra Sarani and surrounding areas in Ward No. 008.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,95,853.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(16) NIT No. : KMC/EEC/I/007/15/2024-2025
Name of work : **Repairing of Paver Block Pavements (Disturbed by Lighting Deptt) at 13A, 18D, 22/1 etc. Bagbazar Street in Ward No. 007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,70,558.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(17) NIT No. : KMC/EEC/I/007/12/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS and Paver Block Pavements for festival seasons at 7A Annada Neogi Lane, 5A Nayan Krishna Saha Lane and other areas in Ward No. 007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,957.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(18) NIT No. : KMC/EEC/I/007/01/2024-2025/BS
Name of work : **Improvement of bustee sewer with ancillary civil works at 16/2, Nandalal Bose Lane in Ward No. 007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,98,224.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(19) NIT No. : KMC/EEC/I/006/21/2024-2025
Name of work : **Repairing of damaged IPS passages and footpath for festive season at K.L.Das Road, Haridhan Dutta by lane and other places in Ward No. 006.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,870.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **18.09.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 19). Tender will be opened on : **20.09.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 19). The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 from 6 p.m**. (For Sl. No. 1 to 19) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 19)

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EEC/I/001/05/2024-2025/BS published in this Newspaper on 30.08.2024 (Key No. 483/24-25) of **Engineering (Civil) Borough-I Deptt.** (Sl. No.-1) Last date and time of submission of bid will be read as **18.09.2024 at 1 p.m.** instead of 09.09.2024 at 1 p.m. and Tender will be opened on **20.09.2024 at 1 p.m.** instead of 11.09.2024 at 1 p.m. **(563/24-25)**

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়কে ‘ ফ্রি’ জোন করতে উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের

আগামী শীতের মরশুমের আগেই পুরুলিয়ার পর্যটন কেন্দ্র অযোধ্যা পাহাড়কে প্লাস্টিক ফ্রি জোন করতে চাইছে জেলা প্রশাসন। এই বিষয় নিয়ে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন বিভিন্ন দপ্তর ও হোটেল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেই সঙ্গে এই জেলার পর্যটনের আরও প্রসারে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে মূলত চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন পর্যটনস্থলে শৌচাগার না থাকায় পর্যটকদের ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। সম্প্রতি হোমস্টে কর্তৃপক্ষ তা প্রশাসনের নজরে আনে। এর পরেই এই বিষয়টিতে নড়েচড়ে বসেছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। ওই বৈঠকে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন বনদপ্তরকে জানায়, প্রত্যেকটি পর্যটনস্থলে তারা যাতে শৌচালয় গড়তে পারেন সেই জন্য বনদপ্তরকে পদক্ষেপ করতে হবে। না হলে বনদপ্তর ওই পর্যটনস্থলগুলিতে শৌচালয় গড়ে দিক। প্রশাসনের এই বক্তব্যে বনদপ্তর জানায়, এ বিষয়ে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) তথা জেলার পর্যটনের দায়িত্বে থাকা রাজেশ রাঠোর বলেন, পর্যটনের প্রসারে বৈঠক হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

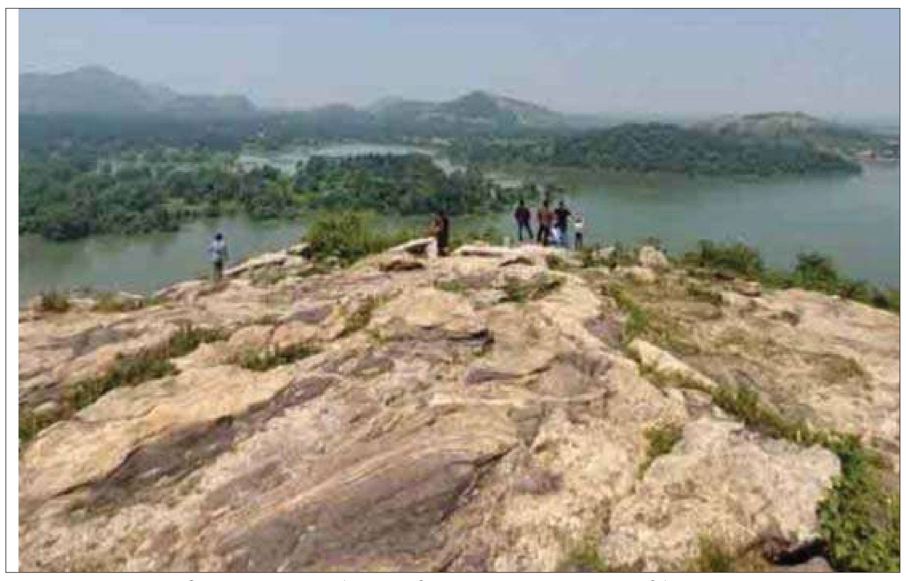

পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন একটি সমীক্ষায় দেখেছে, গত বছর নভেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফি মাসে ৭০ হাজার করে এই জেলায় পর্যটক পা রেখেছেন। পর্যটনে দার্জিলিং-র পরেই পুরুলিয়ার নাম উঠে আসছে। সুন্দরী অযোধ্যা পাহাড়কে তুলে ধরার পিছনে যেমন প্রশাসনের অবদান রয়েছে। তেমনই পর্যটন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে কুশল পল্লির বেসরকারি বিনিয়োগ শুধু পুরুলিয়া জেলা নয়, বাংলার পর্যটন মানচিত্রে একটা বড়সড় জায়গা করে নিয়েছে। এই পাহাড়ে দেশ-বিদেশের পর্যটক আসার অন্যতম কারণ হল অযোধ্যা ও মাঠার পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্প। সেই কথা মাথায় রেখেই এই পাহাড়কে প্লাস্টিক ফ্রি জোন ঘোষণা করতে চলেছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। অতীতেও এই কাজ শুরু করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তা সফল হয়নি। পাহাড় ও পাহাড়তলিতে যে সকল পিকনিক পার্টি আসে। তারা যাতে থার্মোকল, প্লাস্টিক ব্যবহার না করেন সেজন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের হাতে তৈরি শালপাতার থালা দিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু তা সেভাবে কার্যকর হয়নি। একই অবস্থা গড় পঞ্চকোটের ক্ষেত্রেও। সেখানেও প্লাস্টিক ফ্রি জোন করার ঘোষণা করেও সফল হয়নি। এবার জেলা প্রশাসন চাইছে অযোধ্যা পাহাড়কে সম্পূর্ণরূপে প্লাস্টিক ফ্রি জোন করতে। কুশল পল্লি তাদের প্রকল্পে প্লাস্টিককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে কাঁচের বোতলে পর্যটকদেরকে জল দিচ্ছে। সেখানকার বর্জ্য পদার্থকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করে তাদের চাষাবাদের ফার্মে ব্যবহার করে। এবার অযোধ্যা পাহাড়ে সেই পথেই হাঁটতে চলেছে প্রশাসন। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি পর্যটন প্রকল্পের কাছ থেকে সামান্য অর্থ নিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে নেবে বাঘমুন্ডি ব্লক প্রশাসন। তার পর তা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ করবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্লাস্টিক ফ্রি জোনের পাশাপাশি শব্দদূষণ যাতে না হয় সেই বিষয়টিও মাথায় রেখেছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। শীতের সময় সাউন্ড সিস্টেম বাজিয়ে পিকনিক পার্টিদের ব্যাপক হই হুল্লোড় চলে। পাহাড়তলির জঙ্গলে বন্যপ্রাণদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। ওই বৈঠকে বনদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ ছাড়াও পুলিশ উপস্থিত ছিল।

চিনে লোমশ প্রাণীদের শরীরে লুকিয়ে ৩৬টি অজানা ভাইরাসের সন্ধান

করোনার ভয়াবহ রূপ দেখেছে গোটা বিশ্ব। কিন্তু অচিরেই কি আরও ভয়ংকর বিপদ ঘনিয়ে আসবে মানব সভ্যতার দিকে? ‘কালো মেঘ’ দেখছেন বিজ্ঞানীরা। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯-এর প্রকোপে। এই মুহূর্তে অতিমারীর দাপট ম্লান হলেও তার প্রভাব কিন্তু আজও অদৃশ্য নয়। এরই মধ্যে ফের নয়া আতঙ্কের কালো মেঘ দেখা গেল চিনে। একসময় চিনের উহান শহর থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছিল মারণ ভাইরাস। এবার সেদেশেই লোমশ প্রাণীদের শরীরে ১২৫ প্রকারের ভাইরাসের সন্ধান মিলল। যার মধ্যে ৩৬টি নতুন ভাইরাস রয়েছে, যেগুলি বার্ড ফ্লু কিংবা করোনা ভাইরাসের মতো মানুষকে সংক্রমিত করার ক্ষমতা রয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ধরা পড়েছে এমনই ছবি। সম্প্রতি ‘মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত এক গবেষণাপত্র। ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪৬১টি প্রাণীদের খামারে থাকত। যাদের মধ্যে শিয়াল, রাকুন কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী

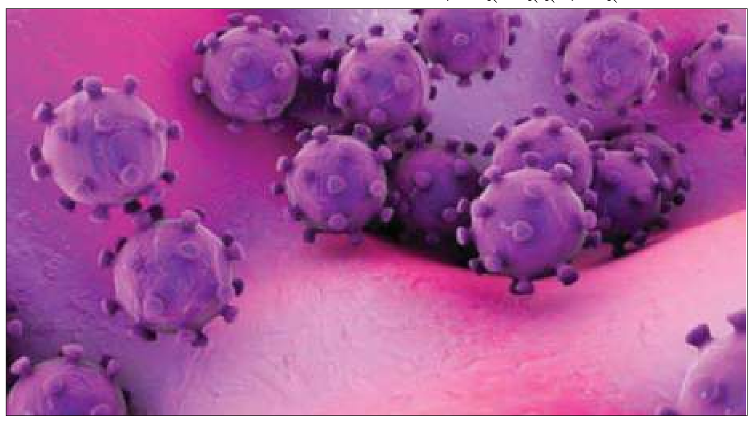

লোমশ প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করেছিলেন গবেষকরা। এদের প্রত্যেকেই লোমশ রয়েছে। সকলেই অসুখে মারা গিয়েছিল। আর তাদের দেহেই বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন হেপাটাইটিস ই, জাপানিস এনকেফেলাইটিসের মতো জীবাণুদের। পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০টি বন্য পশুকেও। আর তাতেই চক্ষু চড়কগাছ গবেষকদের। দেখা গিয়েছে লোমশ প্রাণীগুলির শরীরে মিলেছে ১২৫ ধরনের ভাইরাস! গবেষণাপত্রটির অন্যতম লেখক ভাইরাস বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড হোমস জানাচ্ছেন, এবিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। যার মধ্যে ৩৬টি অজানা ভাইরাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ৩৯টি ভাইরাস যারা মানবশরীরের জন্য বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে গত জুন ও জুলাই মাসে ৯০৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন করে হানাদারি শুরু করেছে করোনার নয়া ঢেউ। কি হবে এখন তাই নিয়ে চেন্তা বাড়ছে।

পণ্য লোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য বিকাশ

মালিগাঁও, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময় অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নিরলসভাবে কাজ করা হচ্ছে। পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং ২০২৪-এর আগস্ট মাসে ০.৮০৩ মিলিয়ন টন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং নথিভুক্ত করেছে। ২০২৪-এর আগস্ট মাসে কিছু সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট মাসে সিমেঃট লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ১১২.৫ শতাংশ, পিওএল লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ৩.৭ শতাংশ এবং সার লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ১০০ শতাংশ। বিগত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য সামগ্রী যেমন, টিম্বার ও ব্যালাস্ট লোডিঙে বৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ১৫০০ এবং ১৩ শতাংশ। একই সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের তুলনায় বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে ১২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য লোডিঙে ক্রমাগত এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ২০২৪-এর আগস্ট পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান পণ্য লোডিং ৪.৪৭৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছে গেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। পণ্য পরিচালনার এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক গতিশীলতার বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্বও সৃষ্টি করেছে।

DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED
CIN: L74999WB2016PLC218387
Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Kolkata - 700048, West Bengal, India
Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal, India
Website: www.dssl.ind.in Email ID: cs@dssl.ind.in Phone No.: 033 – 4008 7463

NOTICE OF 8th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 8th **Annual General Meeting** of the Members of **DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED** will be held on **Monday, 30th September, 2024 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM")** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and other applicable Circulars issued by SEBI and MCA Circulars No.20/2020 and 10/2022 dated May 5, 2020 and 28th December, 2022 and Circular no 09/2023 dated 25th September, 2023 respectively. The members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM. In Compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 inter alia comprises of Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon are being sent only through electronic mode to those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.mehaitech.co.in, websites of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e., www.evoting.cdsl.com.

Members who are holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of AGM, Annual Report, and/or login details for joining the AGM through the VC/OAVM facility, including e-voting, by sending necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/ M/s Cameo Corporate Services Limited (RTA) email id at cameo@cameoindia.com.

Those members who have not registered their e-mail addresses and mobile nos. may please contact and validate/update their details with the DP in case of shares held in demat form and members holding shares in physical form are requested to update the same with the Registrar and Share Transfer Agent or with the Company.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 91 of the Companies Act, 2013 the **Register of Members and Share Transfer Books** of the Company will remain **closed from Tuesday 24th September, 2024 to Monday 30th September, 2024** (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

The remote **e-voting period commences on Friday 27th September, 2024 at 10:00 A.M. and ends on Sunday 29th September, 2024 at 5 P.M.** During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date** (record date) of **23rd September, 2024** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail address will be provided in the notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.dssl.ind.in, and on the website of RTA email id cameo@cameoindia.com and CDSL email id at www.evoting.cdsl.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com.

under help section or write an email to evoting@nsdl.com.

For and on Behalf of the Board of Directors
Dynamic Services & Security Limited
Sd./-
Sushma Kumari Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Date :07.09.2024
Place: Kolkata

Name Change

I, SEKH ALID, SON OF SK MD DAUD, RESIDING AT BHAGABATIPUR, CHANDITALA, HOOGHLY-712701, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUL OLID,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024.THAT SEKH ALID AND ABDUL OLID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH HAFZUR RAHAMAN,S/O SK LOKMAN ALI, R/O T-311, PANCH PARA ROAD, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HAFZUR RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024, THAT SHAIKH HAFZUR RAHAMAN AND SK HAFZUR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KHATIZA BIBI & KHADIJA BIBI, W/O MOKSUD ALAM, R/O Y-19/B, MAJHER PARA LANE, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHADIZA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024, THAT KHATIZA BIBI & KHADIJA BIBI AND KHADIZA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) HAFIZUR RAHAMAN S/o- MD RAHAMAN SEKH, Residing at, Vill- Mohishkholla, Post- Tikiapara, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAFIZUR RAHAMAN To MD HAFIZUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD HAFIZUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 09 Sept 2024, MD HAFIZUR RAHAMAN and HAFIZUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I KUDRUS MALLICK, S/O FOJEL MALLICK, R/O MOLLABER DANKUNI, CHANDANNAGAR, PS DANKUNI, PIN-712250, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUDDUCHH MALLICK, AND KUDRUS MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/09/2024, THAT KUDDUCHH MALLICK AND KUDRUS MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOIDA BEGUM,W/O MD SK SIRAJUL ISLAM,R/O VILL-7TH PART JALPAI,PO-GARCHAKRABERIA, PS-NANDIGRAM, PURBA MEDINIPUR, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUIDA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT 4603, SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HALDIA ON 01/08/2024, THAT MOIDA BEGUM AND MUIDA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, UJJAL GHOSH (OLD NAME), SON OF LATE RAMESH CHANDRA GHOSH, RESIDING AT 297A,B.B. CHATTERJEE ROAD, PS-KASBA, KOLKATA -700042, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UJJAL KUMAR GHOSH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024. THAT UJJAL GHOSH AND UJJAL KUMAR GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NEHA JASMIN, D/O MOKSUD ALAM, R/O Y-19/B, MAJHER PARA LANE, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA JASMINE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024, THAT NEHA JASMIN AND NEHA JASMINE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) ROMISA BIBI W/o- NURUL HOQUE, Residing at, Vill- Kalikapur, Post- Kabirajpada, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROMISA BIBI To HAFIZA BEGAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAFIZA BEGAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 09 Sept 2024, HAFIZA BEGAM and ROMISA BIBI both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Anawar (পুরাতন নাম) পিতা Md Salim, ঠিকানা - Nadipar Sitla Danga Near Noorani Masjid, Asansol, Paschim Bardhaman, 713302, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Anwar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Anwar (নতুন নাম) এবং Md Anawar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Narendra Mehta S/o. Pukhraj Mehta R/o. Annapurna Apartment, 23, Sarat Bose Road, Flat-4C, P.O.- L.R. Sarani, P.S.- Bhawanipur, Kolkata-700020 shall henceforth be known as Narendra Kumar Mehta. I declare that Narendra Kumar Mehta and Narendra Mehta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-09-2024.

Name Change

I, Md Islam Dorga S/o. Sekh Abdul Jabbar R/o. Vill.- Cheragram, P.O.- Cheragram, P.S.- Gurap, Dist.- Hooghly Rural, Pin-712303 shall henceforth be known as Sekh Mohammad Islam. I declare that Sekh Mohammad Islam and Md Islam Dorga is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-08-2024.

Name Change

I, Sankar Mondal (Old Name) S/o Late Bhutnath Mondal Residing at Ekta Floral Block - 2, Flat - 6B, 27, Christopher Road, Panchkari School, V.t.c + P.o - Gobinda Khatick Road, District- Kolkata, Pin-700046, W.B. shall henceforth be known as Shankar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2024.Sankar Mondal (Old Name) and Shankar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nizamuddin Mia alias Nizamuddin Miya (Old Name) S/o Ekral Miya Residing at Vtc - Baksha, P.O. - Birohi, Dist - Nadia, Pin- 741225, W.B. shall henceforth be known as Nijam Uddin Miya (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2024.Nizamuddin Mia, Nizamuddin Miya (Old Name) and Nijam Uddin Miya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I JASMINA HALDER, W/O FARQUE HOSSAIN HALDER, R/O KANDARPAPUR, PO-GARIA, SOUTH 24 PARGANAS, 700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JASMINA BIBI HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024, THAT JASMINA HALDER AND JASMINA BIBI HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Salma Bibi (old name) W/O Sofiuddin Mondal, residing at Bara Bamunia, P.O.- Guma, P.S.-Ashoknagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743704, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Salma Khatun Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Salma Khatun Bibi (new name) and Salma Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sayak Kr Mallick (old name) S/O Shib Kumar Mallick, residing at 41, Srinagar Main Road, Panchasayar, Kolkata-700094, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sayak Mallick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Sayak Mallick (new name) and Sayak Kr Mallick (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Chandi Bhaumik (old name) S/O Late Sudarsan Bhaumik, residing at Chitra, Ramtarak Hat, P.S.- Kolaghat, Dist- East Medinipur, Pin- 721151, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chandi Charan Bhaumik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/09/2024. Chandi Charan Bhaumik (new name) and Chandi Bhaumik (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Safi (old name) S/O Md Yasin, residing at G-510/5, Molla Bagan Lane, Garden Reach, Kolkata-700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Safi Ansari (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Md Safi Ansari (new name) and Mohammad Safi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Abdus Sahid & Md Abdus Said Dafadar (old name) S/O Sekendar Ali Dafadar, residing at Vill.- Bansjhari, P.O.- Soladana, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743429,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdus Said Dafadar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/09/2024. Abdus Said Dafadar (new name) and Abdus Sahid & Md Abdus Said Dafadar (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Md Asgar (old name) S/O Haider Ali, residing at Z-3/237/20, Bagdri Para Road, Kolkata- 700044, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Asghar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Md Asghar (new name) and Md Asgar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I SAYED NAUSHAD ALI, S/O KASEM ALI SYED, R/O W-104, HAZI RATAN LANE, PO-BARTALA,KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED NAUSHAD ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2024, THAT SAYED NAUSHAD ALI AND SYED NAUSHAD ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Raja Ram Missir S/o Bikram Missir residing at 7/2, B.L. Mukherjee Lane, Sukil Parha Rishra, Sandhya Bazar, Bangur Park, Hooghly, Pin-712248 declare that my name has been recorded as Raja Ram Mishra in my service Book instead of Raja Ram Missir as mentioned in my Aadhar Card and all documents. That Raja Ram Mishra and Raja Ram Missir is the same and one identical person i.e., myself vide affidavit no. 1422 dated 09.09.2024 before the court of Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata.

Name Change

I, Rajib Alam S/o. Sk Rafiqul Alam Residing at 60, Taltala Lane P.O.- Park Street, Kolkata -700016, W.B., India shall henceforth be known as Sk Rajib Alam. I declare that Sk Rajib Alam and Rajib Alam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-09-2024.

Name Change

I, Sohail Chandan (Old Name) S/o Siksha Chandan Residing at Flat- 9, Alexandra Court, 60/1 Chowringhee Road, L.R. Sarani Kolkata- 700020, W.B. shall henceforth be known as Sohail R Chandan(New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-02-2024.Sohail Chandan (Old Name) and Sohail R Chandan(New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mohammad Sanaullah, Mohammed Sanaullah (পুরাতন নাম) পিতা Md Hazi Hasnat ঠিকানা 49, Kustia Masjid Bari Lane, P.O.- Tiljala, Kolkata, W.B- 700039 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-09-2024 no - 162024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Sanaullah (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Sanaullah (নতুন নাম) ও Mohammad Sanaullah, Mohammed Sanaullah (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, MURTUZA SHABBIRBHAI KITABI, SON OF SHABBIRBHAI KITABI, RESIDING AT 106B PICNIC GARDEN ROAD, TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURTAZA SHABBIR KITABI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/09/2024. THAT MURTUZA SHABBIRBHAI KITABI AND MURTAZA SHABBIR KITABI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Rejaul Islam, hereby declare that my father said name Khejer Ali (old name) residing at Vill-Joypul, Dist.-North 24 Pgs, Pin-743248, West Bengal, INDIA, have changed my father name and shall henceforth be known as Khajer Ali Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Khajer Ali Mondal (new name) and Khejer Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Abdul Slam (old name) S/O Ekbal Ahmed, residing at Mallickpur, Ganima Road, P.O.- Mallickpore, P.S.- Baruipur , Dist-South 24 Pgs, Pin-700145, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Salam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Abdul Salam (new name) and Abdul Slam (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aalamgir Mir (old name) S/O Sekh Abdul Malek, residing at Purba Bhagabatipur, Mirapara, P.O.- Bhagabatipur, P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin-712701, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Alamgir (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/09/2024. Sekh Alamgir (new name) and Aalamgir Mir (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Dularee Begum (old name) W/O Md Jahangir Alam, residing at 82/B Dr Sudhir Bose Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dulari Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Dulari Begum (new name) and Dularee Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arsad Ali (old name) S/O Md Asghar, residing at Z-3/237/20, Bagdri Para Road, Kolkata- 700044, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arshad Ali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Arshad Ali (new name) and Arsad Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Majit Ali Mondal (old name) S/O Belat Ali Mandal, residing at Vill.-Amtona, P.O.- Gouribhoj, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743445, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Majit Ali Mandal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Majit Ali Mandal (new name) and Majit Ali Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MOUSUMI DEBNATH, WIFE OF AMIT DEBNATH, RESIDING AT 23 DESHBANDHU ROAD, BIRNAGAR, BAGHAJATIN, KOLKATA-700086, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI DEBNATH CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/09/2024. THAT MOUSUMI DEBNATH AND MOUSUMI DEBNATH CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD AMINUR DHALI (Old Name) S/O LATE RAJAB ALI DHALI, Residing at Vill & P.O.-Sangrampur, P.S.-Basirhat, North 24 Parganas, Pin-743422, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AMINUR DHALI (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class Basirhat vide affidavit Dated 10-09-2024 MD AMINUR DHALI (Old Name) and AMINUR DHALI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ashna Shah (Old Name) W/o Harshit Gohil Residing at Rameswara Mansion Block- B, Flat-3, 3rd Floor, 10/4A, Lala Lajpat Rai Sarani, VTC: L.R. Sarani, P.O.- L.R. Sarani, Sub District: Circus Avenue, District- Kolkata, Pin-700020, W.B. shall henceforth be known as Ashna Gohil (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 17/2024 Dated 10-09-2024. Ashna Shah (Old Name) and Ashna Gohil (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Akbar Hossain Mia (Old Name) S/o Nijam Uddin Miya Residing at Vtc - Baksha, P.O. - Birohi, Dist - Nadia, Pin- 741225, W.B. shall henceforth be known as Akbar Hossain Miya (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2024.Akbar Hossain Mia (Old Name) and Akbar Hossain Miya (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Karim Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Fakir Mondal ঠিকানা Vill.- Shyamnagar Purbapara, P.O.- Garapota, P.S.- Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-09-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Karim Baks Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Karim Baks Mandal (নতুন নাম) ও Md Karim Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Afruja Bibi (old name) W/O Rejaul Islam, residing at Vill- Joypul, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mosa Afroja Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Mosa Afroja Bibi (new name) and Afruja Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sahadev Naskar (old name) S/O Shyama Naskar, residing at Vill.- Moulihati, Tihuria, P.O.-Khayada, Baruipur, 700150, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sahadeb Naskar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Sahadeb Naskar (new name) and Sahadev Naskar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Marufa Begam Mir (old name) W/O Alamgir Sekh, residing at Purba Bhagabatipur, Khalisar Chak, Mere Khali, P.O.- Bhagabatipur, P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin-712701, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Marufa Begam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/09/2024. Marufa Begam (new name) and Marufa Begam Mir (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohor Ali Molla (old name) S/O Surat Ali Mondal, residing at Vill.- Dakshin Debipur, P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743291, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Mohar Ali Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/09/2024. Md Mohar Ali Mondal (new name) and Mohor Ali Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Jahangir (old name) S/O Md Sohal Alam, residing at 82/B Dr Sudhir Bose Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jahangir Alam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Md Jahangir Alam (new name) and Md Jahangir (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Mofijul Islam (old name) S/O Sk Abdul Hakim, residing at S-96, Akra Road, Kolkata- 700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mafijul Islam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Mafijul Islam (new name) and Sk Mofijul Islam (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Vinod Vohra (old name) S/O Late Harbans Lal Vohra, residing at 61 RAJDANGA , CHAKRABORTY PARA, MEENAKSHI APARTMENT, FLAT- 1, GROUND FLOOR, KOLKATA, PIN- 700107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Vinod Kumar Verman (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 10/09/2024. Vinod Kumar Verman (new name) and Vinod Vohra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, BASANTA KUMAR JENA (OLD NAME), S/O LATE DIBAKAR JENA R/O CHOUKI,KUMBHARMURI,PS-BHOGRAI, PIN-756036, ODISHA, DIST-BALLASORE, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASANTA JENA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MAGISTRATE AT BHOGRAI ON 10/09/2024, THAT BASANTA KUMAR JENA AND BASANTA JENA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ট্রেন দুর্ঘটনা রুখতে এবার লাইভ মনিটারিং, চালু হল মালদা ডিভিশনে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ট্রেন দুর্ঘটনা এড়াতে এবার লাইভ মনিটারিং। এই আধুনিক সিস্টেমের মাধ্যমে চলন্ত ট্রেনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধড়া পড়বে। যাত্রীবাহী অথবা মালগাড়ি উভয় ট্রেনের ক্ষেত্রেই এই আধুনিক মনিটারিং সিস্টেম চালু করল রেল। চলন্ত ট্রেনের কোন ত্রুটি ধরা পড়লে দ্রুত ট্রেন থামিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন রেল কর্মীরা। এতে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে। সুরক্ষিত হবে রেল যাত্রা। রেলের পক্ষ থেকে হেলমেট ক্যামেরা চালু করা হয়েছে ট্রেনের যন্ত্রাংশ মনিটারিং করার জন্য। অর্থাৎ এই হেলমেট ক্যামেরা পরে রেল কর্মীরা চলন্ত ট্রেনের যন্ত্রাংশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এমনকি ক্যামেরায় রেকর্ড হবে সমস্ত কিছু। প্রয়োজনে পরে সেটি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারবেন রেলকর্তারা। ইতিমধ্যে পূর্ব রেলের মালদহ বিভাগ রোলিং ইন-এন্ড-আউট পরীক্ষার ট্রেনের পর্যবেক্ষণের জন্য হেলমেট ক্যামেরা মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই উন্নত সিস্টেমটি রিয়েল- টাইম মনিটরিং করবে। চলন্ত ট্রেনের যন্ত্রাংশে কোন ত্রুটি থাকলে দ্রুত শনাক্তকরণ করতে পারবে। সাধারণত স্টেশনগুলি পার করার সময় ট্রেনের গতি কম থাকে। যখন ধীর গতিতে কোন স্টেশন পার করবে ট্রেন সেই সময় এই হেলমেট ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হবে ট্রেনের যন্ত্রাংশ গুলির দেখভালের জন্য। রেল কর্মীরা এই হেলমেট ক্যামেরা মাথায় পড়ে ট্রেনের চাকা, বিয়ারিং এবং অন্যান্য অংশগুলির নজরদারি করবে। আন্ডার- গিয়ার পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হবে এই হেলমেট। মালদা ডিভিশনের ডিআরএম মণীশ কুমার গুপ্ত বলেন, ট্রেনের যন্ত্রাংশের নজরদারি চালানোর জন্য হেলমেট ক্যামেরার সাহায্যে মনিটারিং করা হবে। এই ক্যামেরার সাহায্যে মনিটরিং করার অনেকটাই সুবিধা রয়েছে। ইতিমধ্যে মালদা ডিভিশনের এই সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গেছে, মালদা এবং জামালপুর স্টেশনে মোট আটটি হেলমেট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ এবং মালদা ডিভিশনের অন্যান্য স্টেশনগুলিতে এই সিস্টেমটি প্রসারিত করার পরিকল্পনা চলছে।

বাসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্র এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়ি। গাঁজা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে জামাই এবং শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত সাবিত্রী বর্মন এবং পীযূষ বর্মন কোচবিহার জেলার শীতলকুচির গোঁসাইয়েরহাটের বাসিন্দা। সোমবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় কোচবিহার থেকে রায়গঞ্জগামী একটি সরকারি বাস আটক করে। ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গাঁজা। পুলিশের দাবি, বাজেয়াপ্ত করা গাঁজার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। তা কোচবিহার থেকে ফারাক্কায় পাচারের ছক কষেছিল ধৃতরা। সোমবার রাতে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক করে এই তথ্য জানান দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ জানিয়েছেন, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর থেকে কোচবিহার থেকে রায়গঞ্জগামী একটি সরকারি বাস থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় শাশুড়ি ও জামাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহার থেকে ফারাক্কায় গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

Office of The
GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No- **MSD/KAN/GOK-II/08/2024-25**. Last date of submission **14/09/2024 up to 11.00 Hrs.** Bid Opening Date: **18/09/2024 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

বাহন ভাড়া করা

সংখ্যা. ইএল-জিইএম-১১-কেআইআর-২০২৪-২৫ (বিড সংখ্যা. জিইএম/২০২৪/বি/ ৫৩৬৯৫৩৮) তারিখঃ ০৬-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়ি এবং যোগবানীতে-উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি এবং যোগবানী ক্রু লবী অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে প্রয়োজন অনুসারে ক্রু লবী থেকে যেকোনো ষ্টেশন পর্যন্ত এবং ইহার বিপরীত দিশায় লোকো ক্রু এবং গার্ডের দৈনিক পরিবহন করার জন্যে প্রত্যেক বাহনে এক বারে ০৬ জন ব্যক্তি পরিবহন করার অর্থে চারটি (০৪) বাহন (স্করপিয়ো, বলেরো, টাটা সুমো গোল্ড অথবা সেইধরণের) ভাড়া করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,১৩,১৪,২৭২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৬,৬০০/- টাকা। **ডাক বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ২৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড গতিশক্তি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & DCF, URF invites Tender Notice for various works:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
91 to 95/GPW/ WBFDC/2024-25	Yearwise maintenance of different type of plantation at ECL land.	11.09.2024	20.09.2024

Further details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Office of the Debipur Gram Panchayat
Udaynarayanpur, Howrah
Notice Inviting e-Tender No. 414/DGP/2024-25, Dated: 05/09/2024
Sealed Tender are invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for the work of Grey water management at Uttar Manasri Village with leach pit with slit chamber. Last date of submission of Tender **13/09/ 2024 at 4:30 PM.** Time & a date of Opening of Financial Bid **16/09 /2024 at 1.35 PM.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

ডেঙ্গু রোধে হলদিয়ার ২৯ ওয়ার্ডে ফিভার ক্লিনিক করছে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবার প্রতিটি ওয়ার্ডে ফিভার ক্লিনিক করছে হলদিয়া পুরসভা। পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডে এই ক্লিনিক করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যে সমস্ত ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে জ্বরে আক্রান্তদের সংখ্যা বেশি, সেই সব ওয়ার্ডগুলোকে চিহ্নিত করে ৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ফিভার ক্লিনিকের কাজ। ইতিমধ্যে ১৬৫ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে অবশ্য কারও শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া যায়নি। তবে কর্মসূত্রে হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, বিহার, বাংলাদেশে থাকা বেশ কয়েকজন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের হলদিয়ার বাড়িতে ফিরেছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত রক্ত পরীক্ষায় ২০ জনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়ে। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাকি একজন এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে এই অস্থায়ী ফিভার ক্লিনিকের পরিবর্তে নয়টি স্থায়ী ফিভার ক্লিনিক করার পরিকল্পনাও রয়েছে পুরসভার। ডেঙ্গুবাহী মশা জন্মানোর আগে লার্ভা নিধনে জোর দেওয়া হয়েছে পুর এলাকায়। সেই জন্য ২১৭টি টিম গড়ে পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ড জুড়ে চলছে লার্ভা নিধনের জোরদার অভিযান। প্রতিটি টিমের অধীনে রয়েছে ৩০০টি বাড়ি। সেই বাড়িগুলোর চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার সঙ্গে ড্রেনের জমা জল সরানোর বিষয়টি তদারকি করবেন টিম সদস্যরা। তাঁরাই লার্ভামুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার মূল কাজ করবেন। জানা গেছে, যে সমস্ত টিম এই কাজে সফল হবে, পুরসভার তরফে তাঁদের সংবর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ডেঙ্গুমুক্তির উদ্দেশ্যে লার্ভামুক্ত পরিবেশ তৈরির এই কর্মসূচিতে টিমগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। হলদিয়া পুরসভার প্রশাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''ডেঙ্গু-শূন্য পরিবেশ গড়তে আমরা লার্ভামুক্ত পরিবেশ তৈরিতে বিশেষ জোর দিয়েছি। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সমস্ত টিম রয়েছে, প্রতিটি এলাকা, বাড়ির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে লার্ভা নিধনের কাজ শুরু হয়েছে। সম্মিলিত এই প্রয়াসে এলাকার মানুষজনের সহযোগিতাও প্রয়োজন রয়েছে। সকলের চেষ্টা, সচেতনতায় হলদিয়া পুরসভা এলাকা হোক ডেঙ্গু-শূন্য।'' এই কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্কুলগুলোতেও শুরু হয়েছে ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারের কাজ। রোগ ধরা পড়লে কি কি করণীয় সেই বিষয়েও সঠিক ধারণা দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব মেদিনীপুর স্বাস্থ্য জেলায় এখন ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ জোর দিয়েছে হলদিয়া পুর কর্তৃপক্ষ।

Gopalpur GP Under Hirbandh Block
Batikara* Saluipahari* Bankura* Pin-722136
Notice Inviting e-Tender
NIeT-04/24-25, Memo No-170/ GGP/2024, Date-09/09/2024
Pradhan,Gopalpur GP, Hirbandh Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in www.wbtender.gov.in web site with **Last date of Submission 16-09-2024 (05 p.m)**
Sd/-
Pradhan
Gopalpur Gram Panchayat

সিগনাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৪-কে-১১, তারিখঃ ০৩-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নংঃ** এন-২০২৪-কে-১১, **কাজের নাম ঃ** নরপতগঞ্জ প্রান্তের দিকে ব্রিজ সংযোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফরবেশগঞ্জ স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য সিগনাল ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২১,৪৮,১৫৩.৮৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১০,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৫-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ** (১) **১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩৩, তারিখ ০৯.০৯.২০২৪;** সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), খড়গপুরের অধীনে পোল রঙ করা, মার্কিং, ক্ষতিগ্রস্ত পোলের প্রতিস্থাপন এবং লুপ বক্সের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৪৫,৬৩,৫৮৪.০৭ টাকা; ৯১,৩০০ টাকা। (২) **১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩২, তারিখ ০৯.০৯.২০২৪;** দঃপূঃ রেলওয়েতে (খড়গপুর ডিভিশন অংশের) বিভিন্ন ক্ষমতার অতি পুরানো ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপন দ্বারা বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার উন্নয়ন; ২৩,৩৭,৫৫০.১৫ টাকা; ৪৬,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ মাস উভয়ের জন্য। **জমার তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৪-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্রমিক ১-এর জন্য এবং ০২.১০.২০২৪-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্রমিক ২-এর জন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ ক্রঃ নং ১-এর জন্য এবং ০২.১০.২০২৪ তারিখ ক্রঃ নং ২-এর জন্য। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা ও মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-580)**

লিগ্যাল নোটিশ

আমি, শ্রীমতী কালী দেবী, স্বামী- শ্রী মদন লাল গুপ্ত, সাং- ১১ নং লেন, বিদ্যাসাগর পার্ক, পোঃ- বাঁশদ্রোনী, থানা- রিজেন্টপার্ক, কোলকাতা- ৭০০০৭০, কোলকাতা ব্লকের অন্তর্গত রামজীবনপুর (জে.এল. নং-১৩৪) মৌজায় ২২৪ নং দাগে ২(দুই) কাঠা জমি ২০২১ সালে (দলিল নং- ২০৮৭ / ২০২১) শ্রীমতী পূর্ণিমা সর্দার মহাশয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। উক্ত জমি শ্রীমতী পূর্ণিমা সর্দার মহাশয়া ২০০৬ সালে (দলিল নং- ৫৭৮১ / ২০০৬) দলিলমূলে রেকর্ড-এর মালিক বিষ্টু ধাড়া-এর পুত্র জগদীশ ধাড়া ও চার কন্যা যমুনা মাল, গঙ্গা ঘোড়ুই, সুষমা ইশর ও সখী কুমীর মোট পাঁচজন পুত্র-কন্যা দ্বারা নিযুক্ত পাওয়ার ওফ্ এটর্নী হোল্ডার শ্রী মানিক হালদার (পাওয়ার দলিল নং- ১২৮ / ২০০৬)-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন।
অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোনো ব্যাক্তির কোনোরূপ অভিযোগ থাকে তাহইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে কোলকাতা বি.এল.এল.আর.ও. অফিসে (ঠিকানা- কে.এম.সি. বিল্ডিং, রুম নং- ৩২৮, ৫ এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা- ৭০০০১৩) অথবা ইমেল (bllroatm@gmail.com)-এর মাধ্যমে অভিযোগ জানান।

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/01/24-25
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for **11 (Eleven) Nos**. similar works. Bid submission start dt.: **13/09/2024 at 10:00 p.m**. Bid submission closing dt.: **20/09/2024 at 10:00 p.m**. Bid Opening Date on **23.09.2024 at 10.00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No.: HOW/SANK/SGP/eNIT-13/24-25
For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 3(Three)Nos. different works. Document download starting from **10/09/2024 from 01.00 PM up to 18/09/2024 up to 01.30 PM.** Last date of submission of Bid **18/09/2024 at 01.45 PM**. Bid Opening Date on **20/09/2024**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER (DAK DESPATCH NO- PGP/476, Dt.-10/09/2024
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of Modified leach pits with silt chamber for GWM at Uttar Harishpur Mouja. Last date of downloading documents up to **18/09/2024 at 11.00 PM.** Bid Opening date **20/09/2024 at 11.00 AM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নলহাটি রেলস্টেশন সংলগ্ন রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল পাইকপাড়া গ্রামের এক ব্যক্তির। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টা নাগাদ নলহাটি রেলস্টেশন সংলগ্ন সবজি বাজারের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রামপুরহাট থেকে নলহাটির দিকে আসা একটি মালগাড়ির নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সোমনাথ মাল, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি নলহাটি থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নলহাটি রেল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রেলপুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

লামডিং ডিভিশনের অধীনে বার্ষিক/দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/ এলএমজি/১৯ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২০, **কাজের নামঃ** দুই বছর সময়ের জন্য আগরতলা, শিলচর, কামাখ্যা, গুয়াহাটি কোচিং ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো সরঞ্জামের সাথে আগরতলা, শিলচর, কামাখ্যা, গুয়াহাটি থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বিভিন্ন র‍্যাকের পাওয়ার কারে লাগানো ৫০০ কেভিএ ডিজি সেটের (গ্রিভস নির্মিত) এসকর্টিং, অপারেশন, এ, বি ও সি পরীক্ষার জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,৫৫,০২,০৮৬.০৪ টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৯,২৭,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নংঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/ওপি/১৬-আরটি, **কাজের নামঃ** ০৩ বছর (১০৯৫দিন) সময়ের জন্য লামডিং, শিলঘাট টাউন, মৈরাবাড়ি ও চাপরমুখ রানিং রুমে রানিং রুমের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাগানের কাজ করা/বাগান এলাকার সৌন্দর্যায়ন, খাদ্য তৈরি করা ও পরিবেশন করা, লিনেন সংগ্রহ করা, ধোয়া, বিতরণ করা, কেয়ারটেকার এবং ক্রু কল ম্যানের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২০,৭৯,১৩৫.৫৬ টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩, ১০,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টার পড়ে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৯-২০২৪ ও ২৭-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work SL NO 1 :-**NIT no-268/CGP dt 09.09.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_747822_1 Publish Date- 10.09.2024 10.00 AM** ; Name of The Work - Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Brahmandanga IMIS Village (SBM PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ;Estimated Amount-Rs. 547155.00
SL NO 2 :-**NIT no-269/CGP dt 09.09.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_747825_1 Publish Date- 10.09.2024 10.00 AM** ; Name of The Work - Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Kalachara IMIS Village (SBM PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs. 781650.00
SL NO 3 :-**NIT no-270/CGP dt 09.09.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_747826_1 Publish Date- 10.09.2024 10.00 AM** ; Name of The Work - Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Kalachara IMIS Village (SBM PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs. 234495.00
SL NO 4 :- **NIT no- 271/CGP dt 09.09.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_747828_1 Publish Date- 10.09.2024 10.00 AM** ; Name of The Work - Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Kalachara IMIS Village (15 th fc PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ; Estimated Amount-Rs. 312660.00. Completion Time-**15 days** .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **16.09.2024, 11.00 PM** , DATE of opening technical & Financial BID **18.09.2024 , 11.00 AM**
For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER (DAK DESPATCH NO- PGP/477, Dt.-10/09/2024
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of : Construction of Modified leach pits with silt chamber for GWM at Khorda Itarai Mouja. Last date of downloading documents up to **18/09/2024 at 11.00 PM**. Bid Opening date **20/09/2024 at 11.00 AM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-পার্কিং-২৯। ক্যাটাগরি:** পার্কিং - দুই চাকা এবং মিশ্র। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ ১০৯৫; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২১-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টা।**

ক্রম নং	লট নং	স্টেশন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ারে
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২	আলিপুরদুয়ার জং. -এ
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১	বামনহাটে
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪	আলিপুরদুয়ার জং. -এ
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১	চ্যাংরাবান্ধায়
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২	কোচবিহারে
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১	বানারহাটে
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিকিউজি -এমএক্স-৫-২৩-২	ধুপগুড়িতে
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ -এমএক্স-২৪-২৪-১	দিনহাটায়
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১	বিন্নাগুড়িতে
এবি/৯	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১	কামাখ্যাগুড়িতে

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১-০৯-২০২৪ তারিখে ১৭:৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ে অধিসূচনা

নং. সি/৪৭০/এপি/ই-অক্সন/২০২২ তারিখঃ ০৬/০৯/২০২৪

আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ কোচবিহার ষ্টেশনের অন্তর্গত ১৪ টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-টেণ্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল ষ্টেজ দুটি প্যাকেট ব্যবস্থার আধারে **নিউ কোচবিহার ষ্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ)"** ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার জন্যে আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে ই টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা.	টেণ্ডার নোটিস নং.	স্থান	ষ্টলের ধরণ	অসংরক্ষিত শ্রেণী	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	১৬৪-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	টিষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৫৩,০০০/- টাকা	১৬,০০০/- টাকা
২	১৬৫-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১			১,৫৩,০০০/- টাকা	১৬,০০০/- টাকা
৩	১৬৯-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	জুস বার		১,২৩,৮০০/- টাকা	১২,৯০০/- টাকা
৪	১৭০-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	টিষ্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত	১,৫৩,০০০/- টাকা	১৬,০০০/- টাকা
৫	১৭১-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২-৩	জুস বার	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,০৮,০০০/- টাকা	১১,৩০০/- টাকা
৬	১৭৪-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪-৫	টিষ্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত	১,০৮,০০০/- টাকা	১১,৩০০/- টাকা
৭	১৭৫-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪-৫	জুস বার		৯৮,০০০/- টাকা	১০,২০০/- টাকা
৮	১৭৬-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭	টিষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী	৮৮,০০০/- টাকা	৯,২০০/- টাকা
৯	১৭৭-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭			৮৮,০০০/- টাকা	৯,২০০/- টাকা
১০	১৭৮-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭			৮৮,০০০/- টাকা	৯,২০০/- টাকা
১১	১৭৯-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭			৮৮,০০০/- টাকা	৯,২০০/- টাকা
১২	১৮০-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭	জুস বার		৭৮,০০০/- টাকা	৮,২০০/- টাকা
১৩	১৮১-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭	টিষ্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত	৮৮,০০০/- টাকা	৯,২০০/- টাকা
১৪	১৮২-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-৬-৭	পিএফ-৬-৭	জুস বার		৭৮,০০০/- টাকা	৮,২০০/- টাকা

টেণ্ডার প্র পত্র ০৬-০৯-২০২৪ তারিখ থেকে উপলব্ধ আছে। **টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়** ২৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। **টেণ্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৯-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে।
মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

সোনার দোকানে অগ্নিকাণ্ড, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সোনার দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য। মালদা শহরের বিএস রোড এলাকার ঘটনা। এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকা একটি বহু তলের নিচে সোনার দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে এসির শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড। ক্ষয়ক্ষতি সেইরকম হয়নি। সঠিক সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আশায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়।

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/ বন্ধক-এর	লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য/ শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	**১. মিঃ কল্যাণ মণ্ডল**, এস /ও কানাই লাল মণ্ডল ২. **মিসেস সোমা সরকার** ডব্লু / ও কল্যাণ মণ্ডল, দুজনেই এক সাথে পাইকপাড়া, ঘাটবাওর, বনগাঁ, নিয়ার পাইকপাড়া বাজার, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৩৫-এ থাকেন।	৩৫৭৩২১০০ ৩০০০০০০২ / টাকা ৬,০০,০০০ /- / ৩৫৭৩- দোগাছিয়া	মৌজা - বনগাঁ, J.L.No.১১৬, R.S.-এ অবস্থিত কাঠামো সহ ১৪.০৮ ডেসিমেল (দাগ নং. ৪২৯৫-এ মাত্র ৭ দশমিক ভূমি) পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং জমি এবং L.R.Dag No.৪২৯৫, ৪২৯৬, L.R.Khatian No.১৩০৬৬, Holding No.৪৪০২১৪, R.D.B. রোড, বনগাঁ পৌরসভার অধীনে ২২ নং ওয়ার্ড, থানা - বনগাঁ, A.D.S.R. বনগাঁ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব- কালীপদ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম- ৬ ফুট। কমন প্যাসেজ, উত্তর- কল্যাণ মণ্ডল, দক্ষিণ- নির্মল লাভের সম্পত্তি। সম্পত্তিটি মিঃ কল্যাণ মন্ডলের (আপনার মধ্যে নং ১) উপহারের দলিল দ্বারা, যার নং ৮৫৯৯, তারিখ- ০১.১১.২০১৯, A.D.S.R এর অফিসে নিবন্ধিত বনগাঁ এ। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণ- বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার মেমোরেন্ডাম, তারিখ -২৪.০২.২০২১	০৮.০৬.২০২৪ এবং ০৫.০৭.২০২৪	টাকা ৬,১০,৬৮৪.১২ ০৪.০৭.২০২৪ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীত / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা / সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিস্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ১০.০৯.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ **স্বা /- অথরাইজড অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply)/Project, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No. : KMC/WS/PROJECT/43/2024-25
Name of the Work: **Construction of boundary wall at the Southern Side for Shitalakhola Booster Pumping Station.** Estimated Amount: **Rs. 2,70,566.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/PROJECT/42/2024-25
Name of the Work: **Construction of inspection PIT for underground drainage connection at the Eastern Side of Babubagan CBPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,86,165.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of online submission of tender: **24.09.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** For full and further details, please visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **[For Sl. No. 1 & 2].**

The Director General (Water Supply), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work (Submission of bid through online):

NIT No. : KMC/WS/C/SEC-J/56/03/24-25
Name of the Work: **Laying of water supply distribution lines of power driven tubewells at different places under Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,563.07.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of online submission of tender: **23.09.2024 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/W79-14/T-39/24-25
Name of the Work: **Jacketing of the damaged portion of existing 300 mm dia F.W. Main at Two Spots near 49/5/H/124 B. K. Road in Ward No. 79.** Estimated Amount: **Rs. 1,96,090.00.** Earnest Money: **Rs. 3,950.00.** Period of Completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/W79-43/T-41/24-25
Name of the Work: **Jacketing of the damaged portion of existing 900 mm dia P.S.C. Main on Helen Keller Sarani near Majherhat Bridge in Ward No. 79.** Estimated Amount: **Rs. 2,96,472.00.** Earnest Money: **Rs. 5,950.00.** Period of Completion: **05 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/W80-LK10/T-42/24-25
Name of the Work: **M.S. Jacketing of the damaged portion of existing 450 mm dia Filtered Water Main near the Junction of Satya Doctor Road under BR-IX.** Estimated Amount: **Rs. 2,57,798.00.** Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **04 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/W78-03/T-45/24-25
Name of the Work: **Repairing of 300 mm dia C.I. Filtered Water Main at Two Spots near 8/H/17 and 5/2 of B. K. Road in Ward No. 78.** Estimated Amount: **Rs. 1,95,983.00.** Earnest Money: **Rs. 3,950.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **23.09.2024 at 11 a.m./25.09.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No. : KMC/WS/West/W69/T-07/2024-25
Name of the Work: **Diversion of Exst. 250 mm dia F.W. R/Main at the JN of Lower Range & Beckbagan Row to Facilitate the drainage work along Beckbagan Row in Ward No. 69.** Estimated Amount: **Rs. 2,90,167.00.** Earnest Money: **Rs. 5,810.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **20.09.2024 at 1 p.m. /23.09.2024 at 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** and **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The Executive Engineer(C)/(Parks & Squares), KMC invites e-tender quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/V/49/1/24-25R1 (2nd Call)
Name of the Work: **Restoration drainage system of children corner at Sradhananda Park in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,809.52.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.09.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **11.09.2024 (10 a.m.).**

(2) NIT No. : KMC/DCE/PS/VIII/88/2/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of relief work at Wall Painting and other ancillary works at Mysore Garden in Ward No. 88, BR-VIII.** Estimated Amount: **Rs. 4,62,859.97.** Earnest Money: **Rs. 9,300.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/DCE/VIII/88/3/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of paver tiles and other allied works at CR Das Memorial Park in Ward No. 88, BR-VIII.** Estimated Amount: **Rs. 1,77,302.47.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/82/03/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Park at Sankar Bose Road by deploying of labour in Ward No. 82, BR-IX for the period of one year.** Estimated Amount: **Rs. 2,98,053.53.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(5) NIT No. : KMC/DCE/PS/VIII/68/2/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of citizens park in Ward No. 68, BR-VIII.** Estimated Amount: **Rs. 4,79,060.68.** Earnest Money: **Rs. 9,600.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/71/01/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Deployment of labour for daily maintenance of Two Nos. Parks, One Garden, One Island along DL Khan Road and Garden at junction of Harish Mukherjee Road and A.J.C. Bose Road in Ward No. 71, BR-IX for one year.** Estimated Amount: **Rs. 2,23,199.90.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **24.09.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 2 to 6].** The bid forms and other details shall be available on and from **12.09.2024 (10 a.m.) [For Sl. No. 2 to 6].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 6].**

The Treasurer, KMC invites e-tender online two bid system for the following work:

NIT No. : Treasury03/2024-25
Name of the Work: **Supply of 1000 pcs DMP Ribbon Cartridge (Make TVSE) for TVSE HD 945 DM Printers at Treasury Department (KMC).** Estimated Amount: **Rs. 2,34,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,680.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 at 12 noon.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
564/24-25

দল কিনলেন সঞ্জু, এ বার নতুন ভূমিকায় রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক

জয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি এ বার নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে সঞ্জু স্যামসনকে। দল কিনেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার। তবে ক্রিকেট নয়, ফুটবল দল কিনেছেন তিনি। কেরল সুপার লিগে মালাপ্পুরম এফসি-র অন্যতম মালিক হয়েছেন সঞ্জু। সোমবার কোচির মাঠে ফোর্সা কোচিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে মালাপ্পুরম। তার পরেই তারা ঘোষণা করেছে যে দলের নতুন মালিক হয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক। মালাপ্পুরমের মালিক ছিলেন আজমল বিসমি, আনোয়ার আমিন ও বেবি নীলাম্ব্রা। সেই তালিকায় যুক্ত হল সঞ্জুর নাম। সঞ্জুর মতো ভারতীয় দলে খেলা ক্রিকেটার দলের মালিক হওয়ায় খুশি মালাপ্পুরমের ফুটবলারেরা। এ বারই প্রথম শুরু হয়েছে কেরল সুপার লিগ। ছ'টি দল খেলছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার অনুমোদিত প্রতিযোগিতা হয়নি কেরল সুপার লিগ। তবে যে ভাবে কেরলে ফুটবলের উন্মাদনা রয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি এই লিগও ফেডারেশনের নজরে পড়বে বলে আশাবাদী ফুটবল দলের মালিকেরা। এখন দলীপে ভারত ডি দলে রয়েছেন সঞ্জু। প্রথমে সুযোগ না পেলেও ঈশান কিশন চোট পাওয়ার পরে সঞ্জুকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি সঞ্জু। প্রথম ম্যাচে উইকেটরক্ষক হিসাবে খেলেছেন শ্রীকর ভরত। বাংলাদেশ সিরিজেও জায়গা হয়নি সঞ্জুর।

চার মাস নির্বাসিত আনোয়ার আলি

ইস্টবেঙ্গলের ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা জরিমানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আনোয়ার আলি নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটল। চার মাস নির্বাসিত হয়ে গেলেন ফুটবলার। সঙ্গে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি বড় শাস্তি পেল

ইস্টবেঙ্গলও। এক্ষেত্রে বলা যায়, পিএসসি থেকে বড় জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তাঁরা আনোয়ার, দিল্লি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। আইএসএল শুরু হতে এখনও কদিন বাকি। তার আগে পর্যন্ত আনোয়ার ইস্যু নিয়ে তোলপাড় হয়েছে ফুটবল ময়দান। সামার ট্রান্সফার উইন্ডো শুধু আনোয়ারময় ছিল বলা যায়। দিল্লি এফসি থেকে ৪ বছরের লোনে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন আনোয়ার। কিন্তু এক বছর খেলার পরই সবুজ-মেরুন ছেড়ে লাল-হলুদে পাঁচ বছরের জন্য সই করেন তিনি। এরপরই বাঁধে বিতর্ক। মোহনবাগানের অভিযোগ ছিল, কোনও কারণ ছাড়াই আনোয়ার দল ছেড়ে অন্য দলে সই করেছেন। সেটা অবৈধ। তারপর সব পক্ষই গেছিল এআইএফএফ-এর প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটিতে। দীর্ঘ সময় পর একাধিক শুনানি শেষে মঙ্গলবার রায় দিয়েছে পিএসসি। আনোয়ার তো চার মাস ব্যান হলেন, আগামী দু'টি ট্রান্সফার উইন্ডোয় কোনও ফুটবলার সই করাতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসি। একই সঙ্গে, ইস্টবেঙ্গল এবং আনোয়ারকে মিলিত ভাবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন দিল্লি এফসি-র মালিক রঞ্জিত বাজাজ। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আনোয়ারের চুক্তি এমনভাবেই হয়েছে যে, কোনও ক্ষতিপূরণ হলে দিল্লি এফসি কোনও টাকা দেবে না। তা প্লেয়ার এবং নতুন ক্লাবকেই দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বলাই যায়, আনোয়ারের থেকেও বড় সমস্যায় পড়ল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ফিফার নিয়মে রয়েছে, এক বছরের বেশি লোন বৈধ নয়। অন্য ক্লাব কোনও ফুটবলারকে নিতে চাইলে এক বছর পর চুক্তি করে নিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে এটি এখনও প্রযোজ্য নয়। সেই কারণে মোহনবাগান দাবি করেছিল আনোয়ারের লোন চুক্তি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বৈধ। কিন্তু পিএসসি এর আগের শুনানিতে জানিয়েছিল, বৈধ নিয়ম আনোয়ার চুক্তি ভঙ্গ করলেও তিনি নিজের পছন্দের ক্লাবে সই করতে পারেন। কারণ তাঁরা জীবিকা ফুটবলের ওপরই নির্ভর করছে। তবে তাঁকে যে শাস্তি পেতে হবে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সেই শাস্তি কী, সেটাই জানিয়ে দিল পিএসসি।

উঠছে ঘাস, নিকাশি ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় !

চূড়ান্ত ভোগান্তিতে বিদ্ধ নয়ডা

নয়ডা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ফের স্টেডিয়াম বিতর্কে ভারত। গতবছর আইপিএল চলাকালীন ভারতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম নিকাশী ব্যবস্থার অভিযোগে সমালোচকদের নিশানায় বিদ্ধ হয়েছিল। এবার সেই ঢাকতে আবার প্র্যাকটিস পিচ থেকে ঘাস তুলে আনারও অভিযোগ করেছেন আফগানরা। নয়ডার এই মাঠেই একমাত্র টেস্ট খেলতে নামার কথা ছিল নিউজিল্যান্ড এবং আফগানিস্তানের। তবে এই মুহূর্তে করলে তার যাবতীয় দায়ভার বর্তায় আফগান ক্রিকেট বোর্ডের উপরই। সুতরাং প্লেয়ারদের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে খেলা সংক্রান্ত যাবতীয় আয়োজন করার দায়িত্ব আফগান ক্রিকেট বোর্ডের। আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। তবে এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগ এবং দলীপ চলার জন্য ভারতের কোন মাঠই দিতে চায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে দেরাদুনে

একই অভিযোগের কিনারায় থাকলো নয়ডার বিজয় সিং পাঠক স্পোর্টস কমপ্লেক্স। চলতি আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিরাপত্তার কারণে দেশের মাটিতে খেলতে পারছে না আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। তাই ভারতকেই নিজের হোম গ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে হাসমাতুল্লাহ শাহিদির দল। তবে আজ দু-দলের মাঠে নামার আগে দেখা গেল অন্য এক ছবি। সোমবার থেকে ম্যাচ শুরুর কথা থাকলেও মাঠ ভিজে থাকার কারণে এখনও খেলা শুরু হয়নি। এছাড়াও মাঠের অর্ধেক জায়গা থেকে উঠে গিয়েছে ঘাস, সেই জায়গাগুলো মাঠ ভিজে থাকার কারণে এখনও খেলা শুরু হয়নি। এছাড়াও অভিযোগ উঠছে মাঠে প্লেয়ারদের খাবারদাবার দিচ্ছে যে ক্যাটারার, তাদের কাছে পানীয় জল পর্যন্ত নেই। সব মিলিয়ে অভিযোগের পাহাড় ক্রমশ বড় হচ্ছে। আফগানিস্তানের ক্রিকেটভক্তরা এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এসবের জন্য অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে দায়ী করেছে। তবে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, বিসিসিআই বা উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হাতে এই মাঠ পরিচালনার দায়িত্ব নেই। এক সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা জানিয়েছেন ভারতে ম্যাচ আয়োজন তালিবানি আক্রমনের জন্য আফগানিস্তানের মাটিতে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে চায় না বিদেশি দলগুলো। তাই একাধিক হোম ম্যাচ ভারতের মাটিতেই খেলেছে আফগান ব্রিগেড। আফগানিস্তান বোর্ডের সঙ্গে 'মউ' চুক্তি থাকার কারণে তাদের মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেয় ভারতীয় বোর্ড। তবে ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতীয় বোর্ডের কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই এই বিতর্কে সেভাবে উচ্চবাচ্য করেনি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এক সুত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল খেলা আয়োজন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আফগান ক্রিকেট বোর্ডকে। তাতেও রাজি না হয়ে ভারতের নয়ডার মাঠকে বেছে নেন হাসমাতুল্লাহ শাহিদির দল। তাঁরা জানিয়েছে, এ মাঠের পিচ এবং পরিবেশের সঙ্গে তারা সহজাত। তাই এখানে কেবলতে চায় তাঁরা। তবে বছরের পর বছর এ মাঠে খেলা হয় না। তবে উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন নয়ডা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের। কিন্তু সেভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই আপাতত সমস্যার মুখেই পড়তে হচ্ছে দুই দেশকে।

বিশ্বকাপ জিততে নেইমারকে লাগবেই ব্রাজিলের, বললেন রদ্রিগো

সাও পাওলো, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী-এ প্রশ্নই অবান্তর। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী থাকে, সেটা সবারই জানা। শিরোপা জেতা ছাড়া অন্য যেকোনো ফলকেই ব্যর্থতা হিসেবে দেখে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের লক্ষ্য শিরোপা জয়। কিন্তু সে জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রদ্রিগো আগেই একটি শর্ত বেঁধে দিলেন-২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে তাঁদের নেইমারকে লাগবে। ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন রদ্রিগো। ২৩ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার গত শুক্রবার ২০২৬ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোল করে জেতান ব্রাজিলকে। বাছাইপর্বে টানা তিন ম্যাচ হারের পর জয় পেয়েছে দরিভাল জুনিয়রের দল। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা নেইমারকে নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, ''তিনি আমাদের তারকা। আমাদের সেরা খেলোয়াড়। তাঁর অভাব কতটা অনুভূত হয়, সেটা সবাই জানে। বিশ্বকাপ জিততে চাইলে তাঁর সাহায্য লাগবেই, আমাদেরও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেইমারের সুস্থতা আমরা সবাই চাই, তিনি সেরে ওঠার শেষ ধাপে আছেন। আমরা তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব (দলে) চাই।'' বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর ইকুয়েডরের বিপক্ষে জিতেছে ব্রাজিল। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে ষষ্ঠ স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ব্রাজিল। ৭ ম্যাচে ব্রাজিলের ১০ পয়েন্ট। আগামী বুধবার আসুনসিওনে ভারতীয় সময় সকাল ৬টায় নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে টেবিলের শীর্ষ ছয় দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে প্লে-অফ পরীক্ষা দিতে

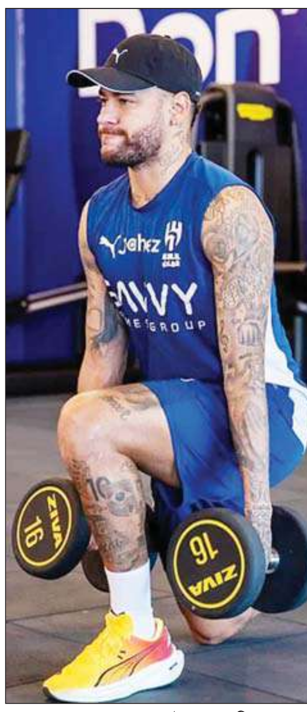

হবে। গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে বাঁ পায়ের লিগামেন্ট ও মেনিসকাসে চোট পান নেইমার। গত ২ নভেম্বর অস্ত্রোপচারও করানো হয় তাঁর বাঁ পায়ে। গত বছর আগস্টে পিএসজি ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল-হিলালে যোগ দেওয়া নেইমার এর আগেও পায়ে একাধিক চোট পেয়েছেন। ডান পায়ের অ্যাঙ্কেল ও পায়ের পাতায় একাধিক চোটের কারণে বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময় তাঁকে মাঠের বাইরেও থাকতে হয়েছে। বর্তমান চোট সারিয়ে নেইমার কবে মাঠে ফিরবেন, তার সঠিক দিনক্ষণ এখনো জানাতে পারেননি। তবে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী বছরের আগে সম্ভবত মাঠে ফেরা হবে না তাঁর। নেইমার অবশ্য হাল ছাড়েননি। আজ নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রামে জিমে ঘাম ঝরানোর একটি ছবি পোস্ট করে ব্রাজিল তারকা লিখেছেন, 'নীরবে কাজ করে যাও। হাল ছেড়ো না।' রদ্রিগো জানিয়েছেন, নেইমারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিতই যোগাযোগ হয় এবং ৩২ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে তিনি নিজের আদর্শ খেলোয়াড়ের চোখে দেখেন, ''আমরা সব সময় একে অপরকে বার্তা দিই। তিনি দলের অনুশীলনে ফিরবেন। তিনি অসাধারণ এক সতীর্থ। এমন একজন মানুষ, যাঁর বিষয়ে কারও মুখে বাজে কথা শুনলে খারাপ লাগে। তিনি সব সময়ই আমাকে বার্তা পাঠান, সাহায্য করেন। আমি তাঁকে ভালোবাসি। এর পাশাপাশি তিনি খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবেও আমার আদর্শ।'' রিয়ালের হয়ে গত মরসুমে লা লিগা জয়ের পথে ৩৪ ম্যাচে ১০ গোল করেন রদ্রিগো। চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পথেও করেছেন ৫ গোল। ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর দলে তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। যদিও এ মরসুমে তিন খেলোয়াড়কে নিয়ে সাজানো আক্রমণভাগে রদ্রিগোকে নিয়মিতই খেলাচ্ছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করবেন বিরাট, ভবিষ্যদ্বাণী পাক ক্রিকেটারের!

লাহোর, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট অর্থাৎ ইডেন গার্ডেন্সে গোলাপি বলে দিন-রাতের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন বিরাট কোহলি। এরপর থেকে বিরাটের ব্যাটে সব ফরম্যাটেই সেঞ্চুরির খরা চলছিল। প্রায় তিন বছর পর দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি দিয়ে সেই খরা কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই থেকে অবশ্য ভালো ছন্দেই রয়েছেন বিরাট। সামনেই ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এর আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ভারত। সেখানে খেলেননি বিরাট। এ বছরের

শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। দীর্ঘ দিন পর লাল বলে ফিরলেও বিরাটকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। মনে করা হয়েছিল, বাকিদের মতো বিরাট-রোহিতও লাল-বলের প্রস্তুতিতে দলীপ ট্রফিতে খেলবেন। তা অবশ্য হয়নি। ফলে নেট প্র্যাক্টিসই ভরসা বিরাটের। বাংলাদেশের পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচ এবং এরপর অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। লাল-বলে দীর্ঘ সূচি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি বিনা ম্যাচ প্র্যাক্টিসে নামলেও বড় সেঞ্চুরি এবং ডাবল সেঞ্চুরিও করতে পারেন বিরাট কোহলি, এমনই মনে করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বসিত আলি। পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার বলছেন, ''ইংল্যান্ড সিরিজে বিরাট ছিল না। সদ্য শ্রীলঙ্কাতেও (ওডিআই) ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যাটে বড় সেঞ্চুরি দেখা যাবে। সেটা ১১০ কিংবা ১১৫ নয়, হয়তো ডাবল সেঞ্চুরিও দেখা যাবে।'' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের একাদশ কী হওয়া উচিত, সেটাও উল্লেখ করেছেন বসিত।

এমবাপের 'বিশ্রামের' ম্যাচে ফ্রান্সের জয়, নরওয়ে জিতেছে হলান্ডের গোলে

উয়েফা নেশনস লিগ

লিওঁ, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ফ্রান্সের শুরুর একাদশে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচের দুই-তৃতীয়াংশ সময় তাঁকে ছাড়া খেলা ফ্রান্সের তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা মাঠে নামার আগেই ২ গোল করা ফরাসিরা গতকাল বেলজিয়ামকে হারিয়েছে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে। ইতালির কাছে ৩-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট অস্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। কাল শিরোনাম হয়েছেন হলান্ডের সালজবুর্গ সতীর্থ বেনইয়ামিন সেসকোও। স্লোভেনিয়ান তারকা হ্যাটট্রিক করেছেন কাজাখস্তানের বিপক্ষে, স্লোভানরা জিতেছে ৩-০ গোলে। লিওঁয়ে এমবাপেকে বিশ্রাম দিয়েই একাদশ সাজান ফরাসিরা। নেশনস লিগে ইতালির কাছে হারের আগে ইউরোর ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরেছিল দলটি। ১৯৮১ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেলজিয়ামের কাছে সর্বশেষ হারা ফ্রান্সের শুরুটা ভালো ছিল না কাল। বেলজিয়ামই তেড়েফুঁড়ে শুরু করেছিল। দলটির ফরোয়ার্ড লইস নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ইসরায়েলের বিপক্ষে ইতালির হয়ে গোল করেছেন দাভিদে ফ্রাত্তেসি ও মইজে কিন। টানা দ্বিতীয় জয়ে এ২ গ্রুপে শীর্ষেই রইল ইতালি। ৩ পয়েন্ট করে নিয়ে এরপরই আছে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। ৮০ মিনিটে গোল করেও গোল উদযাপনে আড়াই মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে হলান্ডকে। ভিএআরের রিভিউ যে শেষই হচ্ছিল

শুরু করা ফ্রান্স জিতেছে ২-০ গোলেই। এ নিয়ে টানা চার ম্যাচে বেলজিয়ামকে হারাল ফরাসিরা। ইসরায়েলকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে ইতালি। কাল জিতেছে আর্লিং হলান্ডের নরওয়েও। ৮০ মিনিটে ম্যানচেস্টার সিটি তারকার করা গোলেই দিদিয়ের দেশম। এমবাপের প্রাক্তন ক্লাব পিএসজির দুই খেলোয়াড় রান্দাল কোলো মুয়ানি ও উসমান দেম্বেলের দুই অর্ধের দুই গোল জিতিয়েছে ফ্রান্সকে। ৬৭ মিনিটে কোলো মুয়ানির বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপে। টানা দুই ম্যাচ হারার পর জয়ের স্বাদ পেল ওপেনদাই ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন ফরাসি রক্ষণভাগকে। ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিট বেলজিয়ান আক্রমণ সামাল দেওয়া ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩০ মিনিটে কোলো মুয়ানির গোলে। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে থেকে বাঁ পায়ের দারুণ এক শটে গোল করেন দেম্বেলে। বুদাপেস্টের না! নরওয়ের জার্সিতে ৩৫তম ম্যাচে হলান্ডের এটি ৩২তম গোল। হলান্ড গোল করার আগে ১-১ গোলে ড্র ছিল ম্যাচ। হলান্ডদের জয়ের ম্যাচটি আর্সেনালকে দুশ্চিন্তা উপহার দিয়েছে। নরওয়ে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড যে অ্যাঙ্কেলের চোটে পড়েছেন।

আয়ারল্যান্ডকে ২৭৫ রানের রেকর্ড ব্যবধানে হারাল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বরঃ দাপট দেখিয়ে জিতল ইংল্যান্ড। ৩২১ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৪৫ রানে অল আউট হয়ে গেল আয়ারল্যান্ড। এক দিনের ম্যাচে ২৭৫ রানের রেকর্ড ব্যবধান জিতল ইংল্যান্ডের মহিলা দল। সেই সঙ্গে এক ম্যাচ বাকি থাকতে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে গেল ইংল্যান্ড। শুরুটা করেছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটারেরা। ১৩৯ বলে ১৫০ রানের ইনিংস খেলে ট্যামি বিউমন্ট। এক দিনের ক্রিকেটে নিজের দশম শতরান করেন তিনি। ১৬টি চার ও একটি ছক্কার ইনিংসে ন্যাট শিভার-ব্রান্টকে ছাপিয়ে ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক শতরানের মালকিন হলেন তিনি। বিউমন্টের পাশাপাশি ৪৭ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন ফ্রেয়া কেম্প। চতুর্থ উইকেটে দু'জনের মধ্যে শতরানের জুটি হয়। ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩২০ রান করে ইংল্যান্ড। জবাবে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় আয়ারল্যান্ড। চার বোলারের দাপটে মাত্র ১৬.৫ ওভারে ৪৫ রানে অল আউট হয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ডের মাত্র এক ব্যাটার দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারেন। ২২ রান করেন উনা রেমন্ড-হোয়ে।

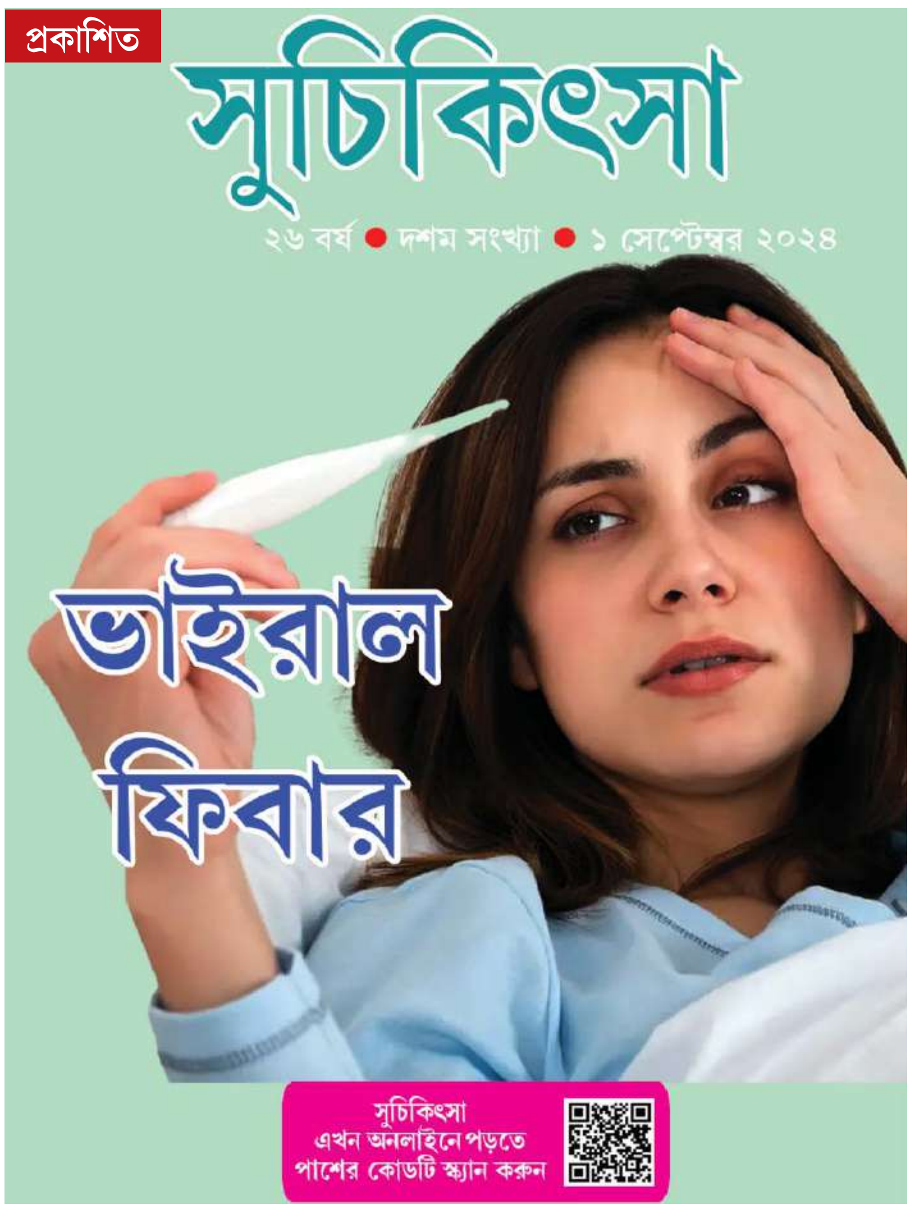

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com